চাক্‌মাজাতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[১] জাতীয় পরিচয় এবং [২] প্রাচীন কাহিনী।

[১]

বর্ত্তমান সভ্যতার নৈকষ-পরীক্ষায় পার্ব্বতীয় জাতিসমূহের মধ্যে চাক্‌মাদিগের একতম শ্রেষ্ঠ আসন স্বীকার করা যাইতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প-সাহিত্যে ইহাদিগের শক্তি সভ্য জাতিরই প্রায় সমকক্ষ; এবং উন্নতি ও সন্তোষজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মিঃ হজ্‌সন (Mr. Hodgson)-প্রমুখ কোন কোন বিদেশীয় ঐতিহাসিক কেবল অনুমানবলে ইহাদিগকে আদিম অসভ্য—বর্ব্বর-(Aboriginal)-শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন (১), এ কেমন অবিচার? ভারতের যাবতীয় পুরাবৃত্তকাহিনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন; উপর্য্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রাচীন নিদর্শনাবলী ও বিলুপ্তপ্রায়। তাই বলিয়া উপযুক্ত প্রমাণ-পরীক্ষা ব্যতিরেকে কেবলই অনুমানে ঘুরিলে, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব চুকিবে কেন? সত্যবটে, প্রমাণের উচ্ছৃঙ্খল-আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক সময়ে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয়। তখন সেই মীমাংসা পাঠককেও বুঝিতে দেওয়া উচিত। নতুবা অভিজ্ঞতার উচ্চ-আসনে দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি সঞ্চালনে স্পষ্ট—নিঃসন্দিগ্ধভাবে বক্তৃতা করিয়া গেলে, নিরীহ পাঠককে প্রতারণা করা হয় মাত্র। তাঁহারা 'যে তিমিরে—সে তিমিরে'ই পড়িয়া রহেন! বর্ত্তমান পুস্তকেও যে সে

সভ্যতা।

(১) Vide :—

I. Bengal Asiatic Society's Journal, No. 1—1853.

II. The Calcutta Review, October—1869.

III. Cencus Report—1901.

দোষ ঘটিবে না, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে যথাসাধ্য সাবধান রহিলাম—এই পর্য্যন্ত। তা' ছাড়া প্রবোধের কথা এই যে, এই পুস্তক প্রণয়নে দুর্লভ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে কঠোর যত্নস্বীকারের ত্রুটী হয় নাই। উপস্থিত চাক্‌মাজাতির উৎপত্তি, স্থিতি বা পরিব্যাপ্তিমূলক এ যাবৎ যে সমুদয় বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহারা যে অনার্য্য নহে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন করা যায়। সে সমুদায় বাদ-বিচার যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।

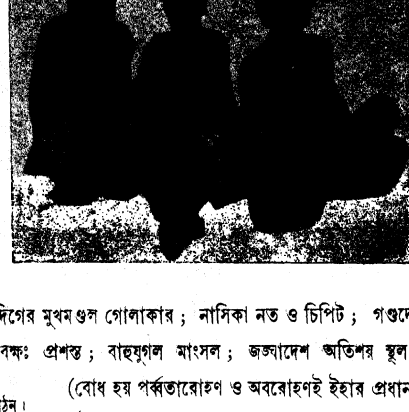

শারীরিক গঠন।

ইহাদিগের মুখমণ্ডল গোলাকার; নাসিকা নত ও চিপিট; গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত; বক্ষঃ প্রশস্ত; বাহুযুগল মাংসল; জঙ্ঘাদেশ অতিশয় স্থূল ও সুদৃঢ় (বোধ হয় পর্ব্বতারোহণ ও অবরোহণই ইহার প্রধানতম কারণ হইবে); সর্ব্বোপরি অক্ষিগোলকের কপিলাভাস এবং বক্রদৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় বটে, কিন্তু সুগঠিত নহে! শারীরিক উপাদানগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই। বর্ণ গৌর সত্য—কিন্তু লাবণ্যবর্জ্জিত। অপরতঃ কেশভূষণেও ইহারা নিতান্ত অসৌভাগ্য। পুরুষেরা বিরলগুম্ফ—শ্মশ্রুহীন (১) বলিলেও চলে। রমণীসমাজেও আগুল্‌ফবিলম্বিত কেশদাম স্বপ্নের অগোচর। এককথায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মঙ্গোলিয়ান-সংজ্ঞার সহিত অক্ষরে অক্ষরে ইহাদিগের সাদৃশ্য রহিয়াছে। "বঙ্গীয় জাতি ও বংশ"

---

(১) যে দু'এক গাছি উঠে, অনেকে তাহাও 'চিমঠা'র সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া ফেলে।

(Tribes and Castes of Bengal) নামক পুস্তকে সার্ রিজ্‌লী মহোদয় নানা প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে *, এতাদৃশ শারীরিক গঠন এবং বর্ণগত সৌসাদৃশ্যে ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তৎসমর্থনার্থে তিনি ইহাদের শতকরা ৮৪·৫ জনের মঙ্গোলীয় চেহারা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্যও দিয়াছেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিত (Herr Verchow) হার ভারচো মহোদয় বলেন, এই পরিমাপ কোনও জাতিরই আকৃতিগত তুলনার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

* Page—168.

পরন্তু আমরা মানবজাতির ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি ভিত্তিহীন বিভাগগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নহি। জলবায়ু এবং মানসিক-বৃত্তি ও ব্যবসায়াদিভেদে জীবের নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তাহা দেখিয়া শুনিয়াও, বিভিন্ন প্রদেশবাসী—বিভিন্নবৃত্তিক মানবগণের বর্ণ ও আকারগত বিভিন্নতায়-বিভিন্নবংশভুক্ত নির্দ্দেশ করা কদাপি সঙ্গত বোধ হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হনু, নাসিকা ও করোটির গঠন এবং সংস্থান-বৈষম্য দেখিয়া যে চীন ও মঘ (কিরাত)-দিগকে মঙ্গোলীয় স্থির করিয়াছেন, মনু-সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে তাহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়াই জানিতে পারা যায় (১)। সুতরাং চাক্‌মাগণ মঙ্গোলীয় কি না এবংবিধ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করি না।

চাক্‌মাদিগের জাতীয় ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমত দেখাইতে হইবে, তাহাদের আদিম বসতিস্থান কোথায়, এবং কিরূপেই বা তাহারা বর্ত্তমান অধ্যুষিত স্থানসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর এফ্, মূলার (F. Muller) ব্রহ্মদেশ, আরাকান ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামনিবাসী জাতিমাত্রকেই "লোহিতিক"(২) বংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন †। অর্থাৎ

† Allgemeine ethnographic, P.—405.

---

(১) "সাহিত্যসংহিতার" ১৩১২ সালের 'আষাঢ়' সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য বাহির হইয়াছে।

(২) Lohitic—from Lohita, 'red' a name of the Brahmaputra believed by Lassen to have reference to the east and the rising sun. (Ind. Alt. i, 667, note.)

ভারতের এই উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলবাসী প্রায় সমুদায় জাতির মূলশাখা লোহিত্য—নামান্তরে ব্রহ্মপুত্র (যারকিও-সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। অপরাপর নরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে "তিব্বতীব্রহ্মা" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই 'লোহিতিক' বা 'তিব্বতীব্রহ্মা' সংজ্ঞার সহিত বক্ষ্যমাণ চাক্‌মাজাতির সম্বন্ধনির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, "পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম এবং তত্রত্য অধিবাসি-বৃন্দ" (The Hill Tracts of Chittagong and the Dewellers therein)-প্রণেতা—এই পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামেরই ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি কমিশনার কাপ্তেন টমাস্ হার্ব্বার্ট লুইন (Captain Thomas Herbert Lewin)-কৃত শ্রেণীবিভাগের আলোচনা সমীচীন মনে করি। তিনি এই পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের অধিবাসিবর্গকে ব্রহ্মদেশীয় নামানুকরণে "খ্যয়ংথা" এবং "টংথা" শ্রেণীদ্বয়ে বিভাজিত করিয়াছেন*। শব্দদুইটী ব্রহ্মভাষাজ; 'খ্যয়ং' অর্থ নদী, 'টং' অর্থ পর্ব্বত, আর 'থা' বা 'ছা' শব্দের অর্থ সন্তান। অতএব যাহারা নদীকূলে বাস করে, তাহাদিগকে "খ্যয়ংথা" অর্থাৎ 'নদীর সন্তান' এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গবাসিগণকে "টংথা" অর্থাৎ 'পাহাড়েরসন্তান' বলা যায় (১)। এই সংজ্ঞামতে চাক্‌মাগণকে তিনি "খ্যয়ংথা" শ্রেণীরই অন্তর্ভূত (২) করিয়া গিয়াছেন†। গ্রূণওয়েডেল সাহেব (Herr A. Grunwe'el) বলেন, ইহা কেবল বাহ্যভাবে নহে, কার্য্যতও এই প্রথা তাহারা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু (Herr Verchow) ভারচো সাহেবের মতে এই সকল বিভাগ তাহাদের (বর্ত্তমান) নদীকূলে আবাস ও

মূল নির্দ্দেশ।

* Page—28.

† Page—62.

---

(১) "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস" লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ "খ্যয়ংথা"গণকে মগবংশজ এবং 'টংথা'দিগকে কিরাতবংশজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষে আবার তিনি কাপ্তেন লুইনের মতে মত দিয়া বলিয়াছেন—"খ্যয়ংথাবংশের একটী শাখা চাক্‌মা নামে পরিচিত" (৩৩৩ পৃষ্ঠা); তবে কি তিনি চাক্‌মাগণকে মগবংশজ বলিতে চাহেন? অদ্যত আমরা মগ এবং কিরাতদিগকে অভিন্নজাতি বলিয়াই জানি।

(২) কাপ্তেন লুইনের এই মন্তব্য হইতে "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত "ইয়ংথা" অর্থাৎ 'খ্যয়ংথা' শব্দের এক ব্যাপক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া চাক্‌মাজাতিকে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে "টংথা মিশ্র ও সঙ্কর জাতি।"

পার্ব্বত্য বাসস্থান অনুযায়ী হইয়াছে; এতদ্বারা আদিম বসতি বা কোন বিশেষবিধি কিছুতেই অনুমান করা যায় না। আমরাও এই শেষোক্ত মত সমর্থন করি।

শারীরিক গঠনাদি দেখিয়া আবার কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ইহারা আরাকান হইতে উৎপন্ন (১); বাঙ্গালীদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তসমর্থনকল্পে ইহাও বলিতে চাহেন যে, চাক্‌মাগণ সম্প্রতিমাত্র আরাকানী ভাষা ছাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। তাহা হইলে এখনও আমরা চাক্‌মাভাষায় প্রচুর মঘীশব্দ পাইতাম, কিন্তু ইহা একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। পক্ষান্তরে রিজ্‌লী মহোদয় বলেন*, "এতৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণও অতিশয় দুর্ব্বল। কেন না, আমরা যতদূর জানি, অল্পকাল মাত্র হইল আরাকানে লোকবসতি আরম্ভ হইয়াছে!" তবে কিনা ইহারা যে এক সময়ে আরাকানে বসবাস করিতেছিল, তাহাতে কোন ভুল নাই। তথা হইতে অনুকৃত বর্ণাবলী এযাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে।

সিদ্ধান্তবিশেষ।

* Tribes and castes of Bengal, P.—168.

ইহাদিগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতিমূলক এরূপ নানাবিধ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। মঘেরা বলে, ইহারা মোগলবংশধর। কোন সময়ে চট্টগ্রামের (মুসলমান) উজীর কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরাকানরাজ-বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক বিশুদ্ধাচারী "ফুঙ্গীর" (২) কুটীর-পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তখন ফুঙ্গী উজীরকে তদীয় আশ্রমে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কথা রহিল, অতি সত্বরেই ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে উজীরও সম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পাকের বিলম্ব দেখিয়া তিনি জনৈক সৈনিককে তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। সে আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করতঃ দেখিল, ফুঙ্গী একটি পাত্রে চাউল ও মাংস দিয়া উনানের উপর স্থাপন

জনশ্রুতি।

(১) পরন্তু তারকবাবু ও (কোন্ অনুমানবলে জানিনা) লিখিয়াছেন, "ইয়ংথা (অর্থাৎ চাক্‌মাগণ) আরাকান্ বংশসম্ভূত।" 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত', পৃষ্ঠা—৫।

(২) ফুঙ্গী—বৌদ্ধ যাজক বা মঠাধ্যক্ষ।

করিয়াছেন ; কিন্তু উনানে কাষ্ঠ দেওয়া হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ফুঙ্গী পাত্রনিম্নে পদদ্বয় রাখিয়াছেন,—অঙ্গুলীসমূহ হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে। সে এই অলৌকিক দৃশ্যে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রভুকে আসিয়া সমুদয় বিবৃত করিল। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "তাদৃশ প্রক্রিয়ায় কখনও অন্ন পরিপক্ক হইতে পারে না।' অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে পুনর্যাত্রার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। এদিকে সেই বিশুদ্ধচেতা ফুঙ্গী অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া সসৈন্যে উজীরকে অভিশপ্ত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি এক যাদুময় তেজঃ প্রেরিত হইল। তাহারই ফলে আরকানরাজের সৈন্যসম্মুখে উপনীত হইলে তাঁহাদের চিত্তবল বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল,—অনায়াসেই পরাজিত এবং বিপক্ষের হস্তে বন্দীভূত হইলেন। আরকানেশ্বর এই মোগলগণকে স্থানীয় অধিবাসীদের হইতে পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়া স্বীয় রাজ্যে দাসস্বরূপে স্থাপন করিলেন। ইহারাই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান চাক্‌মাজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই জনশ্রুতির পরিপোষকতায় কাপ্তেন লুইন দেখাইয়াছেন যে, ১৭১৫ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জামুল খাঁ, সেরমুস্ত খাঁ, সেরদৌলত খাঁ, জানবক্স খাঁ, জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, ধরমবক্স খাঁ প্রভৃতি চাক্‌মাভূপতিবর্গ "খাঁ" উপাধি (১) পরিগ্রহ করিতেন। তদানুষঙ্গিক ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে, এই সময়ে তাঁহাদের কুলবধূগণেরও 'বিবি' খেতাব প্রচলিত ছিল। এখনও অশিক্ষিত সাধারণে 'সালাম' শব্দে অভিবাদন করে এবং আশ্চর্য্য বা খেদসূচক আবেগে 'খোদা'র নাম স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও কেবল এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া কখনই ইহাদিগকে মোগল-প্রসূত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামে মোগলাধিকার স্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, আড়াইশত বৎসরেরও কম ; ইহার দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ সত্য হইলে

মুসলমানী শব্দের প্রাধান্য।

(১) এই 'খাঁ' উপাধি সম্বন্ধে আমার কেহ কেহ বলেন, চাক্‌মাদিগের জনৈক রাজা চট্টগ্রামের কোন মুসলমান উজীর পরিবার হইতে বিবাহ করায় এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা পুরুষপরম্পরাগত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেও আমাদের সন্দেহ বিস্তর।

চাক্‌মাজাতির উৎপত্তিকাল তিন শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না, সুতরাং ইহা একেবারে অসম্ভব। বোধ হয়, চট্টগ্রামে মুসলমান-প্রাবল্য-সময়ে এই করদ-রাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার "খাঁ", "বিবি" প্রভৃতি সম্মানাস্পদ খেতাব গ্রহণ করিয়াছেন (১)। এমন কি ইঁহাদের জড় কামানও কালুখাঁ, ফতেখাঁ-প্রভৃতি গৌরববাচক 'খাঁ' আখ্যা (২) লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত দুএকটী মুসলমানী সংস্কার এবং 'আদব-কায়দা' ও প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহা অবশ্য মানিয়া-লওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয়েরা ইহাদিগকে 'ছাক্' বা 'ছেক্' নামে নির্দ্দেশ করেন। কুকিরা ও (৩) ডাকে—"টুইছেক্"। তাহাদের ভাষায় "টুই" শব্দের অর্থ 'জল'; সুতরাং তাহাদিগের মতেও ইহারা – জলতীরবাসী জাতি। সম্ভবতঃ চাক্‌মাগণকে কর্ণফুলী ও তাহার করদ চেঙ্গী, শুভলং, কাচালং প্রভৃতিতীরে বসবাস করিতে

---

(১) পরন্তু এই সকল উপাধি হয়তঃ কেহ কেহ মুসলমান সম্রাট্ হইতেও পাইয়া থাকিবেন। কেন না দেখা যায়, হুসেনসাহ স্বীয় মন্ত্রী গোপীনাথ বসুকে 'পুরন্দর খাঁ' এবং সভাসদ্ পণ্ডিত মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল; 'পুরন্দর খাঁ' 'গুণরাজ খাঁ' এই সব রাজদত্ত খেতাব।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য়) ১৪৯ পৃঃ। যাহা হউক এগুলি আধুনিক বর্ণপুচ্ছাপেক্ষা যেন অধিকতর মূল্যবান মনে হয়।

(২) পাতিয়ালা রাজ্যেও এরূপ 'খাঁ' উপাধিধারী একটী কামানের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নাম কুড়ি খাঁ। ১৮৪৫-৪৬ অব্দের যুদ্ধে ইংরেজ হস্তে পতিত হয়।

(৩) কুকি আখ্যাটী পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারা তাহাদিগের "কু-কু-কু—কি-কি-কি" শব্দ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। কেননা তাহাদিগকে কোন বিষয় বা স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণতঃ উত্তর দেয়, 'কু-কু-কু' অর্থাৎ সে কি বা সেখানে কি—'কি-কি-কি' এখানে কি বা এখানে এই! পরন্তু বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টেও লিখিত হইয়াছে,—"The word Kuki is realy a generic term used by the people of the plain to denote the hill-men, other than Tiperahs and Chakmas" (Report on the Cencus of Bengal, P. 420)। কাছারবাসিগণ ইহাদিগকে "লুছাই" নামে অভিহিত করিত। কাপ্তেন লুইন এই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—'লু' অর্থ মস্তক, এবং 'ছাই' ক্রিয়ার অর্থ কাটা অর্থাৎ যাহারা মাথা কাটে। যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট তাহা হইতেই "লুসাই" (Lushai) বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দেখিয়াই কুকিগণ টুইছেক আখ্যা প্রদান করিয়াছে (১)। বলাবাহুল্য এই আখ্যা ও কাপ্তেন লুইনেরই মতানুবর্ত্তিত। কর্ণেল (২) ফেইরি (Colonel Phayre) আরাকানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন *, 'রাজা-ওং' অর্থাৎ আরাকানের রাজমালাতে পাওয়া যায়, বারানথি (বর্ত্তমান বারানসী)র রাজপুত্র যুবরাজ কৌমিসিং পিতাকর্ত্তৃক ব্রহ্ম, শান (বর্ত্তমান শ্যাম) এবং মালয়জাতি-অধ্যুষিত দেশসমূহের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইলে, তিনি বর্ত্তমান ছান্দোয়ানগরের নিকটবর্ত্তী আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামায়তীনগরে আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে নানাজাতীয় লোক আনয়ন করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাদৌ উপজীবিকা প্রার্থনা করে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের নাম রাখিলেন—'ছেক্' (৩)। ইহারাই ক্রমে রাজকীয় ইতিবৃত্তে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ৩৫৬ মঘাব্দে (৯৯৪-৯৫ খৃঃ অঃ) রাজা ন্যা-সিং-ন্যা-তৈন এই ছেক বা ছাক্‌দিগেরই সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। ইহার তিনশত বৎসর পরে রাজা মেংদি, শ্যাম এবং ছাক্‌দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আরাকানের প্রান্তসীমায় ছাক্ সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার চাক্‌মাদিগের সহিত নানাস্থলে বিভিন্ন হইলেও, মূলতঃ সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। এই 'ছাক্' নামটি যেন 'চাক্‌মা' নামেরই রূপান্তরমাত্র। সার রিজলিও "ছাক্—ছাক্‌মা" - চাক্‌মা" রূপে মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন লুইন বলেন †, "চাক্‌মা নামটী চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগেরই দ্বারা প্রদত্ত।" কিন্তু

চাক্‌মানামের ব্যুৎপত্তি।

* Bengal A. B. Journal—No. 145 of 1844.

† The H. T, of Ctg. and the dwellers therein, P. 62.

---

(১) পক্ষান্তরে কুকিগণ পর্ব্বতশীর্ষে বাস করে বলিয়াই ইহাদের প্রতি ঈদৃশী অভিধা প্রদান করিয়া থাকিবে।

(২) ইনি পরে "Sir Arthur" উপাধি পাইয়াছিলেন। History of Burma নামে ইঁহার একখানি পুস্তকও আছে।

(৩) আরক্ষ-আরাকানে এই একই বর্ণবিন্যাসে 'ছেক' 'এক্ষ' 'ছাক্' উচ্চারণগত বৈষম্য রহিয়াছে। অনেকেই 'ছাক্' উচ্চারণের পক্ষপাতী।

চট্টগ্রামের জনসাধারণ অদ্যাপি 'চাক্‌মা' ও 'জুমিয়া' (১) আখ্যার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারে নাই। মঘ, ত্রিপুরা প্রভৃতিকে বাদ রাখিয়া প্রধানতঃ চাক্‌মাগণকেই অধিকাংশ চট্টগ্রামবাসী "জুম্মোয়া" (জুমিয়া) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এমন কি কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনও "জুমিয়াজীবন" লিখিতে গিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎকৃত অবকাশরঞ্জিনীতে (১৭২ পৃষ্ঠা—হিতবাদী-সংস্করণ) 'জুমিয়া' শব্দের টীকা দেখিলেই ইহা সহজে উপলব্ধ হয়। অপর "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"-লেখক তারকবাবুর ভ্রম আরও স্পষ্টতর! তিনি লিখিয়াছেন "(ইয়ংথাগণ) জাতিতে জুমিয়া, ইহারা অনেকাংশে সুসভ্য; ধর্ম্মে বৌদ্ধ। চাক্‌মারাণী কালিন্দী এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন (৫ পৃষ্ঠা)।" ফলতঃ জুমোপজীবী পার্ব্বত্যজাতিমাত্রকেই যে 'জুমিয়া' বলা হয়, তাঁহারা সেই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল চাক্‌মাজাতিবিশেষকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং লুইন মহোদয়ের অনুমানের সার্থকতা কোথায়? পক্ষান্তরে ইহারা নিজে বলিয়া থাকে, তাহাদিগের আদিম বসতিস্থান—'চৈম্পানগো' বা চম্পকনগর হইতে 'চাক্‌মা' নামের উৎপত্তি। রাজ্যবিস্তারমানসে রাজপুত্র এদিকে আসিয়া ছিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রহিয়া গিয়াছেন। এযাবৎ যত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সমুদয়ই তাহাদের এই উক্তির অনুকূলে। আমরা ক্রমে ক্রমে সে সকল উপস্থিত করিতেছি। ব্রহ্মদেশে অধিবাসকালে তদ্দেশীয়েরা ইহাদিগকে (দীর্ঘউচ্চারণে) "ছাক্‌মা", সংক্ষেপত—"ছাক্" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। আর কর্ণেল ফেইরি-বর্ণিত যুবরাজ কৌমিসিংহের প্রতিপত্তিবর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

[২]

এক্ষণে এই চম্পকনগর যে কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করাই বিষম সমস্যা! কেহ কেহ ইহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মগধ অর্থাৎ বর্ত্তমান বেহার রাজ্যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (২)। সেখানে ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়

---

(১) জুমিয়া—যাহারা "জুম্" করে। "জুম্" কৃষিরই প্রক্রিয়াবিশেষমাত্র। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

(২) তাঁহাদের মতে চম্পকনগর সম্ভবতঃ চীনদেশীয় পর্য্যটক ফা-হিয়ান্‌বর্ণিত চম্পারাজ্য। তিনি ৪২৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। মন্তব্য আছে,—বর্ত্তমান ভাগলপুরের

ছিলেন ; খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ অধিকার করিয়া এখানে বসবাস এবং স্থানীয় অধিবাসী মঘদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্তু আমরা এই ভিত্তিহীন অনুমানের উপর আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। কোথায় ভাগলপুর, আর কোথায় বা পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম—সহস্র সহস্র যোজন ব্যবধান। প্রবল পরাক্রান্ত মোগলসাম্রাজ্যের বক্ষের উপর দিয়া সম্পূর্ণ অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিল, অথচ ইতিহাসের সুস্পষ্ট আলোকে ছায়ামাত্র পড়িল না ; ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? তদ্ভিন্ন এই দ্বাদশ শতাব্দীতেও যে তাহারা আরাকানে বিচরণ করিতে ছিল, তত্রত্য ইতিবৃত্তে ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর একদলের মতে এই চম্পকনগর মালক্কার-নিকটবর্ত্তী ; সুতরাং চাক্‌মাগণ মালয়বংশজ * । কিন্তু কল্পনাব্যতীত তাহাদের অপর কোনও প্রমাণ নাই, অতএব ইহাও ন্যায়তঃ গ্রহণ করিতে পারি না। পরিশেষে চাক্‌মা সম্প্রদায়ের সযত্নরক্ষিত আখ্যায়িকাবিশেষের উল্লেখ দেখাইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতেছি।

চম্পকনগর।

* The H. T. of ctg. and the dwellers therein, P. 62.

ইহারা উৎসব-আমোদে কথকদিগের প্রমুখাৎ "ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ-(১) ছাড়া" নামক পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন কাহিনী অতিশয় আগ্রহ এবং ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া থাকে। এই দুইটীতে আখ্যায়িকার গন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারা যায়। এই গ্রন্থের শেষভাগে কাহিনীদ্বয়ের মূল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ; বর্ত্তমান প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে এস্থলে সংক্ষেপে মাত্র তাহাদের সার-ভাগ উল্লিখিত হইল। "ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যানে" আছে, কোন সময়ে "চম্পক নগরে উদয়গিরি নামে জনৈক রাজা ছিলেন।" পুনরায় সেই প্রশ্ন ! পরন্তু ইহাতে উপাখ্যানকার চম্পকনগরীর অবস্থান নির্ণয়ের পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার

অনতিদূরে অবস্থিত কম্পাপুরী বা কর্ণপুরের রাজধানী—চম্পারাজ্য। (See also Bishop Biganelit's Life of Gautama—P. 430, 2nd Edition.)

(১) প্রাচীন চাটিগাঁ হইতে বর্ত্তমান চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

করিয়া দিয়াছেন। যতদূর দেখা যায়, ইহা ত্রিপুরাদেশেরই অন্তর্গত (১)। কেননা, উপাখ্যান পাঠে জানা যায়, 'রাজা উদয়গিরির দুই পুত্র, বিজয়গিরি ও সমরগিরি (২)। দক্ষিণে মঘাধীশ্বরের রাজ্যবিস্তারে বাধা দিবার নিমিত্ত যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহন-সমভিব্যাহারে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু রাধামোহন প্রিয়তমা পত্নী ধনপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যুদ্ধযাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপাড়ায় জয়নারায়ণ রোয়াঝার সন্নিধানে প্রতিনিধি অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছিলেন।' চম্পকনগর অপর কোন দেশে হইলে পার্শ্বগ্রামে ত্রিপুরাপাড়া থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ এই বর্ণনায় জলপথে চট্টগ্রাম আসিতে মেঘনা-দরিয়ার (৩) উল্লেখ আছে। তদ্দ্বারাও চম্পকনগরকে ত্রিপুরার অন্ততঃ সমীপস্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া, চাক্‌মাদিগের জাতীয় কাহিনীর আরও দুইটী কারণে আমরা এই চম্পকনগরকে ত্রিপুরার অন্তর্গত মনে করিতে পারি। ইহাদের গানে আছে—

উপাখ্যান।

চম্পকনগরের অবস্থান নির্দ্দেশ।

"ডোমে খাজায় ডোলদার,
ফিরিযাইয়ম্ (৪) নুরনগর।"

ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ "নূরনগর" পরগণার কথা সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরার গোমতী নদীর উৎপত্তি বিবরণটীও রূপকথাচ্ছলে সবিশেষ প্রসিদ্ধ, ঊনবিংশপরিচ্ছেদে তাহা আমূল প্রদত্ত হইল।

---

(১) সাহিত্যাম্বিদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই চম্পকনগরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলে সেইখানেই চাঁদসদাগরের আবাসভূমি ছিল। তাহাদের কল্পনায় লখীন্দরের লৌহ-বাসর-ভিত্তিও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। সে যাহা হউক্ তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। (১৭৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

(২) কেহ কেহ এই বিজয়গিরি ও সমরগিরিকে ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয়-মাণিক্য ও অমরমাণিক্যের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন। কিন্তু নামগত এই সামান্য সাদৃশ্য ভিন্ন ইঁহাদের জীবনীতে কোন মিল পাওয়া যায় না।

(৩) 'দরিয়া' মুসলমানী শব্দ, অর্থ সমুদ্র। উপাখ্যানকার মেঘনার মহান্ পরিসর দেখিয়া সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

(৪) ফিরিয়া যাইব অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইব।

ত্রিপুরারাজ্যের সহিত ইহাদিগের কোনকালে সম্বন্ধ না থাকিলে, সমাজের সহিত জড়িত হইয়া এ সকল কাহিনী থাকা কি সম্ভব হইতে পারে? এই সঙ্গে আরও বলা যায়, চাক্‌মারমণীগণ ত্রিপুরামহিলাদের অনুকরণেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে আমাদের উপযুক্ত বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক উইল্‌সন সাহেব লিখিয়াছেন, এই ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও আরাকান প্রদেশ লইয়া পুরাকালে সুহ্মদেশ গঠিত হইয়াছিল (১)। সুতরাং ত্রিপুরার চম্পকনগরবাসী চাক্‌মাগণের দৃষ্টি চট্টগ্রাম ও আরাকানের উপর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। এক্ষণে আমরা মূলার (Mr. Muller) সাহেবের সেই ব্রহ্মপুত্রনদে আগত লোহিতিক (২) জাতির সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পারি। এই মতে ত্রিপুরায় তাহাদের প্রাচীন উপনিবেশ-স্থাপনও অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের দক্ষিণপ্রান্তে এক চাক্‌মাসম্প্রদায় অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আপনাদিগকে "উত্তরের চাক্‌মা" এবং বক্ষ্যমাণ জাতিকে "দক্ষিণের চাক্‌মা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহট্টের চাক্‌মাগণকেও ইহাদের শাখাবিশেষ স্বীকার করা যায়। এবং মূল চাক্‌মাজাতিকেও নরজাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সংজ্ঞায় "তিব্বতী ব্রহ্ম"-বংশসম্ভূত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে ইহাদের বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করা যাক।

উক্ত উপাখ্যান "চাটিগাঁ-ছাড়া" অর্থাৎ 'চট্টল বর্জ্জন' কাহিনীর অবতরণিকা মাত্র। শেষোক্ত আখ্যায়িকায় তাহারা কিরূপে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণী আছে। দুঃখের বিষয় এই ঘোরতর যুদ্ধরাশিপরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যানভাগে

আখ্যায়িকা।

---

(১) ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। মহাকবি কালিদাস "রঘুবংশ মহাকাব্যে" সুহ্মদেশকে পূর্ব্বসাগরের উপকূলে 'তালিবনপূর্ণ শ্যামায়মান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সম্রাট রঘু—

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
(সুহ্মদেশং) প্রাপ তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥" ৩৪, ৪র্থ সর্গ।

(২) "রাজমালা"-লেখক আমার এই লোহিতিক সম্প্রদায়কে হিমালয়, পূর্ব্বপ্রান্ত এবং মধ্যভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে গারো, ত্রিপুরা, কাছারী ও মণিপুরী প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রান্তশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই চাক্‌মাগণও "পূর্ব্বপ্রান্ত লোহিতিক"-শ্রেণীভুক্ত হইবে।

সময়নির্দ্দেশক কোনও সুবিধা নাই। কেবল এইমাত্র বলিতে পারা যায়, তখনও চট্টগ্রামে মঘরাজার প্রভুত্ব প্রসারিত হয় নাই। ইহা অনুমান—চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর কথা হইবে। পক্ষান্তরে এই "চাটিগাঁ-ছাড়া"র চম্পকনগরও চট্টগ্রাম হইতে অত্যধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং এতদ্দ্বারাও ত্রিপুরাদেশেই চম্পক নগরের অবস্থান বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। "চাটিগাঁ-ছাড়া"য় আছে :—

বিজয়গিরির অভিযান।

'যে সময়ে যুবরাজ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এদিকে মঘরাজ অমঙ্গলাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। জ্যোতির্বেত্তার নিকট জানিতে পারিলেন, উত্তরে শত্রু জন্মিয়াছে। কিন্তু গুপ্তচর পাঠাইয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। এদিকে বিজয়গিরি (অপর প্রতিনিধি অভাবে) সেনাপতি রাধামোহনকেই লইয়া অভিযান করেন। কালাবাঘা প্রদেশে (১) তদীয় শিবির সংস্থাপিত হইল। মঘদেশ জয়ের নিমিত্ত বিপুল সৈন্যসহকারে রাধামোহনই প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা সমুদ্রও পাইয়াছিলেন। এইরূপে সসৈন্যে তিনি কৈংগাং-তীরে (২) আসিয়া মঘরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। মঘরাজা সন্ধি চাহিলেন না। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত ও বশীকৃত হন।

'মঘদেশ-জয়ের পর রাধামোহন খ্যয়ংদেশ (৩) বিজয়ের নিমিত্ত ছুটিলেন। সেখানে "জালি পাগর্জ্যা" (৪) নামক স্থানে গিয়া সকলে বিশ্রাম লাভ করিল।

---

(১) বর্ণনা পাঠে মনে হয়, কালাবাঘা প্রদেশ—চম্পকনগর ও চট্টগ্রামের মধ্যভাগে, শেষোক্ত প্রদেশেরই অনতিদূরে অবস্থিত।

(২) কেবল চাক্‌মারা কেন, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গেই "গাং" শব্দে নদীকে বুঝায়। শব্দটী বোধ হয় "গঙ্গা" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) খ্যয়ংজাতির আবাসস্থান। অদ্যাপি আরাকানে এই জাতি বিরল নহে। ইহাদের রমণীগণ পরমাসুন্দরী; কিন্তু সমস্ত বদনমণ্ডলে 'উল্‌কি' চিহ্নিত করিয়া অপূর্ব্ব সুষমা ঢাকিয়া রাখে। কথিত আছে, পুরাকালে অত্যাচারী মঘরাজার কুদৃষ্টি হইতে অবলাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ঈদৃশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্রমে সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে।

(৪) জালি পাগর্জ্যা—বৃক্ষবিশেষ। এই জাতীয় একটি গাছ অত্রত্য জ্যান্যারচর বাজারের নিকটেও আছে। সম্ভবতঃ এই গাছ অধিক ছিল বলিয়াই তদনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে। কথিত আছে, খ্যয়ং জাতিরা উক্ত বৃক্ষের উপরই বসবাস করিত। বৃক্ষের প্রসার দেখিলে ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

ক্রমে খ্যয়ংদেশও বিজিত হইল। অতঃপর রাধামোহনের রাজ্যজয়-লিপ্সা এতই বাড়িয়া যায় যে, অচিরে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত অক্সাদেশ (ব্রহ্ম) জয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথমযুদ্ধে সেনাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শেষে দৈববলে অনাময় হইয়া পুনরায় দ্বিগুণিত তেজে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; অক্সাদেশও অধিকৃত হইল। তদনন্তর প্রত্যাবর্ত্তন-পথে অনায়াসেই কাঞ্চনপুর (১) হস্তগত করিলেন। তখন আবার পূর্ব্বদিকে কুকি-রাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা হইল। রাধামোহনের আগমন সংবাদে কুকিরাজ প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ক্রমাগত পঞ্চদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর কুকিরাজ পরাভূত হইলেন।

রাধামোহনের ব্রহ্মজয়।

'দিগ্বিজয়ব্যাপার শেষ করিয়া সেনাপতি রাধামোহন যুবরাজসমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কালাবাঘাপ্রদেশ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলে, মঘরাজা 'পুনরায় চাক্‌মারাজ আসিতেছেন' শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাপ্পারোইকুলে রাধামোহনের সহিত বিজয়গিরির সাক্ষাৎ হয়। তখন সেনাপতি স্বদেশ-গমনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করেন। প্রায় বার বৎসরের (?) পর রাধামোহন স্বদেশ-প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন।

'বিজয়গিরির দিগ্বিজয়-যাত্রার পর বৃদ্ধ রাজার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে! সিংহাসন শূন্য থাকিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সমরগিরি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ পাইয়া সমরগিরি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। রাধামোহন বিজয়গিরির উপদেশানুসারে বলিলেন যে, 'তিনি নিশ্চয়ই আগামী অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।' তদনন্তর সমরগিরি রাধামোহনের প্রমুখাৎ বিজিত রাজ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

সমরগিরির সহিত সাক্ষাৎ।

(১) ইহা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী বর্ত্তমান কাঞ্চননগর হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে আরাকান হইতে জনৈক মঘাধিপতি হৃতরাজ্য হইয়া কতিপয় প্রজার সহিত এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

'এদিকে বিজয়গিরি নবরাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা বিধান করিয়া সেই অগ্রহায়ণ মাসেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন কালাবাধা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, অনেক দিন হইল বৃদ্ধ পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন সমরগিরিরই হস্তগত হইয়াছে; তখন তিনি কিরূপে গিয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে অভিবাদন করিবেন—এই লজ্জা এবং মনঃক্ষোভে অধীর হইয়া আর অগ্রসর হইলেন না! তখন বড়ই মর্ম্মপীড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'যে দেশে এহেন অবিচার, (জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ রাজ্য পায়), সেখানে আর যাইব না। অতএব সৈন্যগণ, চল পুনরায় ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাই!' এইরূপ বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি ব্রহ্মদেশে সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণকে তত্রত্য অধিবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণের অনুমতি দিয়া নিজে রূপে-গুণে বরণীয়া "আরি" (পরী) জাতীয়া এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। ক্রমে বিজিত রাজ্যের ধর্ম্ম এবং আচার-পদ্ধতিগুলিও তথাকথিত চাক্‌মা-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া গেল।' এইরূপে চট্টগ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ায় কবি আখ্যায়িকার নাম "চাটিগাঁ-ছাড়া" রাখিয়াছেন। কিন্তু চাক্‌মাজাতির প্রধান মূল চম্পকনগরেই পড়িয়া রহিল। শ্রীহট্টনিবাসী বর্ত্তমান চাক্‌মাগণ এই বংশ-সম্ভূত হইবে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে কেবল বিজয়গিরির অনুসৃত চাক্‌মাদিগের বিবরণই লিপিবদ্ধ হইবে।—

বিজয়গিরির আক্ষেপ।

"চাটিগাঁ-ছাড়া" উপাখ্যানবিশেষ বটে, কিন্তু ইহাতে কল্পনার অব্যাহত-প্রভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানি আমি, ঐতিহাসিকের আসরে উপাখ্যানের আদর নাই; ছন্দঃ এবং পদমিলনের জন্য হইলেও কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারও কৈফিয়ৎ আছে। "চাটিগাঁ-ছাড়া" যেই ছন্দে বিরচিত, তাহার পদমিলনের নিমিত্ত কবিকে বড় একটা ভাবিতে হয় নাই; অথচ মিত্রাক্ষর। শেষ পঙ্‌ক্তিতে যাহা বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারই অন্ত্যবর্ণবিশিষ্ট যে কোন একটি অর্থশূন্য বাক্য পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ বৎসরাবলীর পরেও "চাটিগাঁ-ছাড়ার" প্রমাণমূলক সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। চট্টগ্রামের কমিশনর অফিসে ব্রহ্মসম্রাট তরবুয়ার ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আছে। ইহা চট্টগ্রামের তদানীন্তন

ব্রহ্মসম্রাটের পত্র।

শাসনকর্ত্তার নিকট উভয় রাজ্যের মধ্যে অবাধবাণিজ্য চালাইবার প্রার্থনায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি সুদীর্ঘ; বাহুল্যভয়ে এস্থলে মাত্র প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম্মানুবাদ তুলিয়া দিলাম।—

*　　*　　*　　*　　*

"চট্টগ্রাম মোগলরাজ এবং অমরপুর-রাজ আম্বাং দামা (১) কর্ত্তৃক আবাদিত ও অধ্যুষিত হয়। এখানে তাঁহারা চতুঃশতাধিক দুইসহস্র সাধারণ উপাসনামন্দির ও চতুর্ব্বিংশতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আম্বাং দামার সিংহাসনাধিরোহনের পূর্ব্বে এই দেশ 'ছত্রধারী' উপাধি-বিশিষ্ট নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা অনেক উপাসনামন্দির প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জাতীয় লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে যাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ইহাদিগের সময়ে রতনপুর, দুর্গাদি, আরাকান, দুর্গাপতি, রামপতি, চৈদক, মাহদীণি, মানাং প্রভৃতি দেশের অধিপতি রাজা ছিরীতমাছাকের অধিকারের পূর্ব্বে এদেশের শাসনব্যবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। তাঁহার সময়ে ন্যায়পরতা ও কার্য্যদক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত: তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল। তদানীন্তন সাধুগণের বন্ধুত্ব-দ্বারাও তিনি অনুগৃহীত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে বুদ্ধনামা একজন তাঁহার আবাসাভিমুখে গেলে, রাজা তৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যেন একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দেন। এই প্রার্থনামতে থোয়ামার্চ্চি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বর্গ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এ সমুদয় প্রাগুক্ত ধর্ম্মযাজকের রক্ষণাবেক্ষণে ভূমধ্যে প্রোথিত ছিল। লোকে এইখানেই দেবতাগণকে পূজা করিতে আসিত। পর্য্যটক ও যাত্রীদিগের সেবার নিমিত্ত রাজা ঐ মন্দিরে ভৃত্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। রাজা নিজে পাঁচখানি গ্রন্থপাঠেই সময় কাটাইতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ অসৎ আচার ও কার্য্য হইতে তিনি সতত বিরত ছিলেন, এবং তদীয় ধর্ম্মযাজকগণ হংস, পারাবত, ছাগল, শূকর, মোরগ প্রভৃতি জীবের মাংস খাইতেন না। দুষ্কর্ম্ম, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যা ও পানদোষ এ সময়ে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।

*　　*　　*　　*　　*

"দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত প্রজাশাসন করতঃ আমি—ছিরীতমাছাকের আইন ও রীতি নীতি যথার্থই প্রতিপালন করিয়াছি।"

---

(১) কাপ্তেন লুইনের মতে, অমরপুর—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের নামান্তর এবং যুবরাজ অর্থাৎ "দারুন" উপাধি হইতে "দামা" হইয়া থাকিবে। কিন্তু "রাজমালায়" দেখিতে পাই "অমরপুর অমরমাণিক্যের রাজধানী নিবিড় অরণ্য মধ্যে গোমতীনদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিপুরার অন্যান্য রাজধানী অপেক্ষা অমরপুর ব্রহ্মার নিকটবর্ত্তী।" (৫ পৃষ্ঠা।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশীয়েরা চাক্‌মাগণকে ছাক্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ছিরীতমাছাক্ রাজা বিজয়গিরির অনতিপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মদেশের আবহাওয়ায় এত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল যে, নামটী পর্য্যন্ত রক্ষা পায় নাই। কোথায় উদয়গিরি বিজয়গিরি প্রভৃতি, আর কোথায় তাঁহাদিগেরই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিরীতমা! অতঃপর আমরা এইরূপ ইম্বাংজ, চোফ্রু, চোতু প্রভৃতি বংশধরদিগের কথা উল্লেখ করিব। এস্থলে প্রাচীন নরপতিগণের শাসনবিধির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা কেবল অর্থ ও রক্তপিপাসু ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রজার চরিত্রশোধন ও ধর্ম্মসাধনের পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ চাক্‌মাধীশ্বর ছিরীমতার শাসনপ্রণালী এত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল যে, বহুশতাব্দী ধরিয়া শত্রুরাজগণও তাহা আদর্শরূপে মানিয়া চলিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মরাজ্যের চাক্‌মা অধিপতিবর্গের শাসনবিবরণী বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত "চুইজং-কা-থাং"এর মধ্যে দেখিতে পাই, বিরাট ব্রহ্ম-সাম্রাজ্য তিন প্রধানভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের অধিপতি ব্রহ্মরাজ স্বয়ং; অপর দুই অংশ চাক্‌মা ও মঘরাজার শাসনাধীনে ছিল বলিয়া কীর্ত্তিত।

ব্রহ্ম ও আরাকানের ইতিহাস।

এতদ্ভিন্ন ইহাতে চাক্‌মাগণসংক্রান্ত বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। অন্যতঃ "দেঙ্গাওয়াদি—আরেদফুং" অর্থাৎ "আরাকান কাহিনী" আমাদিগের প্রধান প্রামাণ্যগ্রন্থ। আরাকানাধীশ্বরের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় ইহা নানা দেশের তথ্যে পরিপূর্ণ। আমাদের দেশীয় ইতিহাসের সহিত দু'একস্থলে ইহার সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তদীয় সাক্ষ্যে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। এই সভ্যতার প্রদীপ্তালোকেও ঐতিহাসিকের নিকট নিরপেক্ষ বর্ণনা পাইবার আশা বড় অল্প। একই দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন চস্মায় বিভিন্নবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, আর হতভাগ্য পাঠক দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত, পড়িতে পড়িতে উদ্‌ভ্রান্ত এবং ভাবিতে ভাবিতে প্রভ্রান্ত হইয়া মজিয়া রহে! 'অন্ধের

ঐতিহাসিক রহস্য।

হস্তীদর্শন' কাহিনী বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং স্বরূপ তত্ত্ব পাইতে হইলে, আমাদিগকে সমস্তই একীভূত করিয়া একটি অভিনব সংগ্রহ গঠন করিতে হইবে। সুখের বিষয়—

আজকাল এই শ্রেণীর দুই চারিখানি পুস্তক বাঙ্গালাতেও দেখা দিতেছে, তাহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

"দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং"তে ৪৮০ মঘাব্দে, খৃষ্টীয় ১১১৮-১৯ সনে চাক্‌মাদিগের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। "এ সময়ে পেঁগো (আধুনিক পেগু) দেশে আলং-চিছু নামা জনৈক রাজা ছিলেন। পশ্চিমের বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া চাক্‌মাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করে। পেঁগোরাজ

চাক্‌মা ও বাঙ্গালী।

স্বীয় প্রধান মন্ত্রী (কোরেঙ্গ্রী)কে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে, একটী সারসপক্ষী একখানি মৃতপ্রাণীর চর্ম্ম মুখে লইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া রাজার শিবিরে লইয়া গেলেন; এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সারস—বাঙ্গালী, ও চর্ম্মখানি—চাক্‌মা, উভয়ের মিত্রতা ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ এই সারসের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিবে। রাজা মন্ত্রীর এ হেন যুক্তিগর্ভ আশ্বাসবাক্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে একটী হস্তী উপহার প্রদান করেন। অনন্তর হঠাৎ চতুর্দ্দিকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, পবিত্র "মহামুনি"মূর্ত্তি (১) স্বেদসিক্ত হইলেন; ঘন ঘন অশনি নিপাত—অকালবৃষ্টি—বন্যায় সমন্তাৎ হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই অমঙ্গল শান্তির নিমিত্ত পুরোহিতকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে আনালুন্ধা

(১) বুদ্ধদেব, জন্মস্থান কপিলাবস্তুনগরে "শাক্যমুনি," লঙ্কায় "চন্দ্রমুনি" (চাইঁদামুনি), এবং ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ আরাকানে "মহামুনি" আখ্যায় অভিহিত ও পূজিত। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিদ্বয় যথাসম্ভব স্বাভাবিক অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যেরই মত। কিন্তু মহামুনিকে দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উচ্চতায় যেন আকাশ ছুঁইয়াছে, পরিধানে কপিলবস্ত্র, ধ্যানস্তিমিত নয়নযুগল, নবদ্বারের বৃত্তি নিরোধে—নিবাত-নিষ্কম্প সাধনাতৎপর সেই বিরাটমূর্ত্তি বিরাটভাবেরই সূচনা করে। কর্ণেলফেইরী বলেন (Bengal Asiatic Society's Journal—No 1451, 1844 A. D.) আরাকানরাজা ছান্দা-থু-ডিয়া গৌতম (অর্থাৎ চতুর্থ) বুদ্ধের অনুকরণে মহামুনি-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন।" শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধদেবের উচ্চতা পরিমাণ ৮০ হাত। মহামুনি মূর্ত্তিতে শাস্ত্রমত যতদূর সম্ভব রক্ষা পাইয়াছে। চট্টগ্রামেও এতদনুকরণে দুইটী মহামুনিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

নামক পেগুরাজার শাসন সময়ে পুনরায় বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ মিলিয়া উত্থিত হয়। রাজা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া দাম্মাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। দাম্মাজিয়া যাত্রা করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, একটী বক ও একটী কাক ঝগড়া করিতেছে, অবশেষে বক কাকের ডানা ভাঙিয়া দিল। তিনি রাজার নিকট আসিয়া ইহা বিবৃত করিলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, এই কাক বাঙ্গালী এবং বক আমরা। ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত। সেনাপতি অমিত-উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। পাঁচদিন অবিরাম যুদ্ধের পর বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ পলায়ন করে।" (১৭—১৯ পৃষ্ঠা।)

"অনন্তর কুতুবদিয়ার উত্তরে বাঙ্গালীগণ এবং আরাকানের অন্তর্গত ক্রিন্দেন পাহাড়ের চাক্‌মাগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আরাকান রাজার দুই মন্ত্রী পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ যাহাতে মিশিতে না পারে—তজ্জন্য আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। বাঙ্গালীদিগকে জয় করিতে পারিলে চাক্‌মাগণকে বশে আনিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীরা বেগতিক দেখিলেই পলাইয়া যায় এবং প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে। সুতরাং যেরূপে তাহাদিগের সমূহ বল বিধ্বস্ত হয় সেই কৌশল খেলিতে হইবে। এই নিমিত্ত পঞ্চসহস্র 'বালাম নৌকা' (১) প্রস্তরপূর্ণ করিয়া একদা নিশাভাগে বাঙ্গালীদের জাহাজাদি চলিবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয়। বর্ত্তমান মাতামুড়ি নদীর মোহনায় চান্দাজা ও মুথাংজা নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে দশসহস্র সৈন্য থাকে। অন্যদিকে প্রকাণ্ড বংশভেলায় বারুদ, গোলা এবং বহুসংখ্যক সৈনিক-পুত্তলিকা স্থাপন (২) করিয়া ভাটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালীরা মনে করিল, ঐ বুঝি মঘসৈন্য আসিতেছে। তাহারা অনতিবিলম্বে জাহাজে চড়িয়া গোলাবর্ষণতৎপর হইল। ভেলা যতই নিকটতর হইতেছিল, তাহারা আরও অধিকরূপে গোলাক্ষেপণ করিতে লাগিল। পরিশেষে এই গোলার অগ্নিতেই ভেলাস্থিত বারুদ-গোলাদি

বাঙ্গালী-বিজয়।

(১) এই নৌকাগুলি আকারে সুবৃহৎ। এক এক নৌকায় ৫।৬ শত মণ বোঝাই ধরে। সমুদ্রপথেই প্রায় যাতায়াত করিয়া থাকে। চট্টগ্রামেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট।

(২) শুনা যায় চীন-জাপান-যুদ্ধে সুচতুর জাপানীগণ এইরূপ কৃত্রিম সৈন্য স্থাপন করিয়া অহিফেন-বিতোর চৈনিকগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন।

জলিয়া সসৈন্যে বাঙ্গালীদিগের জাহাজ বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে অতি সহজেই বাঙ্গালী-বিজয় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে চাক্‌মারাজ উপায়ন্তর না দেখিয়া মঘরাজার অধীনতাস্বীকারপূর্ব্বক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মন্ত্রী মঘরাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, চাক্‌মারাজার সহিত সখ্যস্থাপনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালীদিগের কূটবুদ্ধিতেই চাক্‌মারাজ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।"

(২৪-২৫ পৃষ্ঠা।)

"৬৯৫ মঘাব্দে (১৩৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ) আরাকানাধিপতি মেঙ্গদি (১) সমীপে লাম্নচুগ্রী নামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চব্রহ্মের চাক্‌মারাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রী (কোরেঙ্গী) বাজাঙ্গাছাংগ্রাইর অধীনে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া চাক্‌মারাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

চাকমারাজার বিরুদ্ধে অভিযান।

পরে 'রিজার্ভ' হইতে আরও বিংশসহস্র সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে দিলেন। কিন্তু ছাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তংখংজার শাসনকর্ত্তা হ্রিজ্জচুর অধীনে দশহাজার এবং তঙ্গুর শাসনকর্ত্তা রেমাচুর সঙ্গে দশহাজার সৈন্য দিয়া মংক্রুমের পথে, জান্দোয়াজার শাসনকর্ত্তা ছাদোয়ংএর তত্ত্বাবধানে দশহাজার দিয়া ছাব্রংকামার পথে, দালাকের শাসনকর্ত্তা কাচুঙের সহিত দশহাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে, রুজাঙ্‌রেং নামক শাসনকর্ত্তাকে দশহাজার সৈন্য দিয়া রুচ্চারুইর পথে, মাইয়ংএর শাসনকর্ত্তা থেচুকে দশহাজার এবং চিখোংজার শাসনকর্ত্তা লাচুইর অধীনে দশহাজার সৈন্য দিয়া ছালোক্যোর জলপথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার 'রিজার্ভ' সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈনিক এবং ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী কুলী সমভিব্যাহারে চানীর পথে যাত্রা করিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

"এতদ্ভিন্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তংখংজার শাসনকর্ত্তার নিকটেই

পাশবিক কৌশল।

পেগো রাজ্য থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে 'আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই; মঘরাজ মিত্রতাস্থাপনের নিমিত্ত এক পরমা সুন্দরী রমণী উপহার লইয়া

---

(১) এই মেঙ্গদি পরিশেষে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।' পরে তোমরা স্ত্রীলোকটীকে সুসজ্জিত করাইয়া দেখাইও। দালার পথযাত্রী ক্যাচুংকেও এইরূপে শ্যামরাজাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সঙ্গে এক একটী সুন্দরী রমণীও দিয়াছিলেন। অনন্তর মন্ত্রীপ্রবর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং চাক্‌মারাজার রাজধানী (উচ্চব্রহ্মের) মইচাগিরি আক্রমণ করিবেন, সুতরাং উচ্চ ও নিম্ন ব্রহ্মের সকলে সাবধান থাকিবে। যখন যাহা ঘটে, যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়।

"মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাম্মুনগরে উপনীত হইয়া চান্দাই নামা জনৈক শাসন-কর্ত্তাকে একখানি পত্রসহ চাক্‌মারাজ-দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লিখিত হইল, মঘরাজা এক পরমা রূপবতী যুবতীর সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চান্দাই নিজমুখেও এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিলেন। চাক্‌মারাজা ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর নিমিত্ত একটী হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণ বাঁতি, দুইটি ঘোড়া, সুবর্ণ-মণ্ডিত রেকাব ও জিন, এবং একটি সোনার "থোক্‌দান" (১) পারিতোষিক লইয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রাচ্‌মীকে পাঠাইলেন। ব্রাচ্‌মী আসিতেছেন শুনিয়া ছাংগ্রাই সৈন্যবাহিনী পোচন্দাওর পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিলেন; নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন। ব্রাচ্‌মী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এক সুন্দরী রমণী প্রদর্শিত হইল। অনন্তর এই যুবতীকে লইয়া যাইতে লোকজন পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র দিয়া ব্রাচ্‌মীকে বিদায় করিলেন। ব্রাচ্‌মী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজার কাছে সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণনা এবং ছাংগ্রাইএর (কূটনীতি-প্রসূত) পরিচয়ানুসারে—যুবতীকে মঘরাজ মেঙ্গদির সহোদরা বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। পরিচয় শুনিয়া চাক্‌মারাজা আরও আহ্লাদিত হন, এবং সবিশেষ আড়ম্বর সহকারে রাজসহোদরাকে আনয়নের জন্য অনেক লোকজন পাঠাইলেন। মন্ত্রী ছাংগ্রাই এই রমণীর সহিত একশত হস্তীও চাক্‌মারাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিতে ঢাকার শাসনকর্ত্তা রেয়ংকে দশহাজার সৈন্য লইয়া সঙ্গে প্রেরণ করেন।

চাক্‌মা-রাজার পুরস্কার।

(১) থোক্‌দান—"থুথু" ফেলিবার পাত্র বিশেষ।

কিন্তু রেয়ংকে গোপনে বলিয়া দিলেন, চাক্‌মারাজা নৃত্যগীতাদি অতিশয় ভালবাসেন, মদ্যসেবীর ন্যায় অপরদিকে দৃষ্টি থাকে না; সুতরাং সুযোগ পাইলেই আপন সুবিধা করিয়া লইবে। পরে "কাঁইচার" (১) শাসনকর্ত্তা ওয়াণ্ট্‌বোর সঙ্গেও দশসহস্র সৈন্য দিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইলেন।

"এদিকে রজনীসমাগমে চাক্‌মারাজ ইয়াংজ অনললুব্ধ পতঙ্গপ্রায় প্রমোদনিকেতনে নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত আছেন, এমন সময়ে, রেয়ং যুবতীকে আনিয়া তদীয় করে সমর্পণ করিলেন। রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত যুবতীকে পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন হইলেন। রাত্রি প্রায় বারটার সময় রেয়ং চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করেন। ওয়াণ্ট্‌বোও পশ্চাদ্ভাগের জঙ্গলপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাংগ্রাই এইরূপে দলে দলে ক্রমশঃ অপর সমুদয় সৈন্য পাঠাইয়া পরিশেষে দলবল সহ স্বয়ং যোগদান করিলেন। এখানে তাঁহাদিগকে কোন যুদ্ধক্লেশ পাইতে হয় নাই। অতি সহজেই চাক্‌মারাজ ইয়াংজ এবং মধ্যমপুত্র চোফ্রু ও কনিষ্ঠপুত্র চৌতুকে বন্দী করিয়া মইচাগিরির পর্ব্বতাকীর্ণনগরমধ্যবর্ত্তী রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেন। সেখানেও বিনাক্লেশে যুবরাজ চঙ্গু, রাণী তিনজন, দুই রাজকন্যা এবং দাসদাসীগণকে বদ্ধ করিলেন। অতঃপর মন্ত্রিপ্রবর ছাংগ্রাই ৬৯৫ মঘাব্দের (বাঙ্গালা ৭৪০ সাল) ২রা মাঘ চাক্‌মারাজা এবং তদীয় তিনরাণী, তিনপুত্র, দুইকন্যা ও দাসদাসীদিগের সহিত রেয়ংকে মঘরাজ মেঙ্গদিসমীপে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে চাক্‌মারাজ্য অতি সহজেই মঘরাজার করতলগত হইল। অবশেষে ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে পঞ্চাশটি হস্তী, কুড়িটি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং দশসহস্র চাক্‌মা প্রজা লইয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মোহজাল।

ফাঁদেবন্দী।

"মন্ত্রীবর রাজাজ্যা ছাংগ্রাইর কর্ম্মদক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আরাকানাধিপতি মেঙ্গদি তাঁহাকে "মাহা-উছা-ওয়ান্না" অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব ও একখানি

---

(১) চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর কিয়দংশ কাঁকী বা কাঁইচানামে কথিত। সম্ভবতঃ এস্থলে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মঘরাজার অনুগ্রহ।

স্বর্ণমণ্ডিত পাল্কী পুরস্কার প্রদান করেন; এবং হস্তীর উপর চড়িয়া যাতায়াতের অনুমোদন করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পুত্র আংজাউর সঙ্গে চাক্‌মারাজার কনিষ্ঠাকন্যার বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা-কন্যা চমিপাঁ কে মেঙ্গদি নিজেই রাখিয়া দেন। অনন্তর চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে আরাকানের অন্তঃপাতী ক্যামুছা নামক স্থানের কাফ্যাজাতির আধিপত্য অর্পণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চঙ্গুং ও মধ্যমপুত্র চোক্রুর হস্তে যথাক্রমে কিউদেজা ও মিঙ্গা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। এবং কনিষ্ঠপুত্র চৌতুকে কাংজা নামক স্থানের জলকর-তহসীলভার দিয়া নিকটে রাখেন। চাক্‌মা-রাজপুত্র তিনজনেই মঘরাজার বিশেষ তত্ত্বাবধানে রহিলেন। অপর দশ সহস্র চাক্‌মা প্রজাকে

দৈংনাক জাতির সৃষ্টি।

আরাকানের অন্তঃর্গত 'এংথ্যং' এবং 'ইয়ংথ্যং' নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বতন উপাধি পরিবর্ত্তিত করিয়া "দৈংনাক" আখ্যা প্রদান করিলেন।

"এতাদৃশী অধীনতায় জীবনযাপন রাজপুত্রত্রয়ের ক্রমেই অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭০৫ মঘাব্দে (১৩৪৩।৪৪ খৃঃ অঃ) মেঙ্গদি লিমক্র যাত্রা করিলে, তাঁহারা তিনভ্রাতাই একত্রযোগে পোচন্দাও পার হইয়া উচ্চব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। মঘরাজা

চাক্‌মা-রাজপুত্রের পলায়ন।

ইহা শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। অনন্তর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চঙ্গুং ভূতপূর্ব্বা-বশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া মংজাম্র নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যম ভ্রাতা চোক্রু কাজম রাজার নিকট হইতে "মংরেণো" খেতাব এবং প্রমমরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। কনিষ্ঠ চৌতু চাথ্যং নামক রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মঘিতে (১৩৬২-৬৩ খৃঃ) "তারদ্যা" উপাধি ও আমাম্র দেশের শাসনভার লাভ করেন।" (২৬-৩০ পৃষ্ঠা।)

ইতিহাসই যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, উচ্চব্রহ্মের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল। তথায় তাঁহার প্রাধান্যেরও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নতুবা তাঁহাকে দমনের নিমিত্ত আরাকানাধিপতির সুচতুর মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা ছাংগ্রাই প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য লইয়াও তাদৃশ কুরুচিপূর্ণ প্রতারণা খেলিতে গেলেন কেন? আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কতকগুলি চাক্‌মা বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া মঘরাজার

বিরুদ্ধে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছিল। ইহাদিগের সহিত শেষোক্ত চাক্‌মারাজার সম্বন্ধ কতদূর ছিল, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে আরাকানের সীমান্ত প্রদেশে বাঙ্গালী বসতির সন্নিধানেই যে কতিপয় চাক্‌মার বাস ছিল—তাহা নিশ্চিত। আর ইহারাই মঘরাজা কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ প্রপীড়িত হইয়া মইচাগিরির অভ্যুদিত বল পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহাও অসম্ভব নহে। "চুঁইজুং-ক্য-থাং" এ ব্রহ্মদেশে চাক্‌মারাজ্যখণ্ডের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন সীমানির্দ্দেশ নাই। মইচাগিরিই বোধ হয় সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মইচাগিরি বিজয়ের পর আরাকানাধীশ্বর চাক্‌মারাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাঁহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। বলিতে কি, আর উঠিতেই পারিলেন না। নানাবিধ চিকিৎসার ফলে রোগের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু নিরাময় হইল না! সেই দীর্ণ-জীর্ণ জীবনে আর বল ফিরিয়া পাওয়া গেল না—অধিকন্তু দিন দিন শক্তি খর্ব্ব হইতে লাগিল! যাহা হউক, এস্থানে আমাদের আর একটী কথা খুলিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রাগুক্ত বর্ণনায় দেখা গেল, চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে অপর এক স্বতন্ত্রজাতিরই আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল। এবং রাজপুত্রগণের মধ্যে চোফ্‌ এবং চৌতু বিজাতীয় রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেবল যুবরাজ চতুর হস্তেই দলিতাবশেষ চাক্‌মাদিগের আধিপত্য ছিল; অর্থাৎ মংজাম্‌, তখন একমাত্র প্রকৃত চাক্‌মারাজা। অন্যপক্ষে, এই বিপ্লবে চাকমাজাতি হইতে দশ সহস্র লোক দৈংনাকনামে অপর এক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা সময়ে নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহের সহিত বিবাহসম্বন্ধও চালাইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে আচার-ব্যবহারে চাক্‌মাদিগের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

মূল চাক্‌মারাজ্য।

কিন্তু কালক্রমে চাক্‌মাদিগের এই অবশিষ্ট রাজ্যও রহিল না। কিয়ৎকাল পরে * "আরাকানের প্রধান মন্ত্রী পাঙ্গাঙ্গ্যা রাজাকে জানাইলেন যে, 'উচ্চব্রহ্মের চাকমারাজ মংচুই বৌদ্ধধর্ম্মের আচার-নীতি রক্ষা করিতে চাহেন না; তিনি তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করেন। সৎলোকের উপদেশমতেও চলেন না, অসৎ লোকের পরামর্শ ধরিয়া কার্য্য করেন। পাপকার্য্যের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ অধিক। তাঁহার কোন ধর্ম্মই নাই। অধিকন্তু মঘরাজার উপর

* "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদকুং," ১২২ পৃষ্ঠা।

এযাবৎ তদীয় পূর্ব্বপুরুষের নির্যাতন-ক্রোধ রহিয়াছে। এই সংবাদে মঘরাজ বিচলিত হইয়া মংজাম্রু হইতেও চাক্‌মারাজাকে তাড়াইলেন। তখন তিনি উপায়ান্তরবিহনে

মংজাম্রু হইতে বিতাড়ন।

প্রজাবর্গসহ আরাকানেরই অন্তঃপাতী কলোদাঁই নদীকূলে চাক্যোই-ধাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন ; কিন্তু এখানেও তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মংছুইর পুত্র মরেক্যজের সহিত আরাকান-পতির পুনরায় সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়।"

"এই যুদ্ধে মরেক্যজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং তাহাতেই বাধ্য হইয়া তিনি প্রজাবৃন্দসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন (৭৮০ মঘাব্দ, ১৪১৮-১৯ খৃঃ অঃ)। বাঙ্গালার (চট্টগ্রামের) নবাব তাঁহাদিগকে বারখানি

"দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং", ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

চট্টগ্রামে আশ্রয়।

গ্রামে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তথায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা হীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর ক্রমে সেখানেও তাঁহাদের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।" চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী মাতামুহুড়ি নদীকূলে "অলিকদম (১)" নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়,—অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

এখানে আসিয়া অবধি উক্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে আর কোন গোলযোগের নিদর্শন নাই। ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া বিভিন্ন

চট্টগ্রামে শক্তিত্রয়ের সংঘর্ষণ।

শক্তির মধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল (১৫১২ খৃঃ অঃ)। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মঘ—জাতিত্রয়ের রুধিরধারায় চট্টগ্রাম রঞ্জিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজা ধনা মাণিক্যের বিশ্বস্ত সমরনীতিজ্ঞ সেনাপতি মহাবীর রায় চয়চাগ হনুমান-মূর্ত্তিশোভিত, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুলতান সৈয়দবংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফর হুসেনসাহের (২) সৈন্যগণ অর্দ্ধচন্দ্র-রঞ্জিত, এবং প্রবলপরাক্রান্ত আরকানাধিপতি

---

(১) 'অলিকদম' অধুনা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের 'শঙ্খ-মাতামুহুড়ি রিজার্ভ' ভুক্ত হইয়াছে।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাসে হুসেনসাহকে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমরা কেবল এখানে তদীয় জীবনীর কয়েকটী বিশেষ কথা "চৈতন্যচরিতামৃত"-কারের সংগৃহীত সংবাদ হইতে সংক্ষেপে পাঠকগণকে জানাইতেছি। দেখা যায় ইহা—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং "মুর্শিদাবাদের

সেং রাজার সৈন্যসমূহ বৃষভ-লাঞ্ছিত পতাকাহস্তে চট্টলের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শেষ ফলে মুসলমান ও মঘদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সেনাপতি চয়চাগ চট্টলবক্ষে বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করেন। কিন্তু প্রবল বিক্রম হুসেনসাহ ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। পুনঃপুনঃ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন।

পক্ষান্তরে ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানরাজ অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। অনন্তর বৈরনির্য্যাতনমানসে তিনি বলসংগ্রহে তৎপর রহিলেন। এ সময়ে 'অলিকদমের' চাক্‌মানরপতির উপরও তদীয় দৃষ্টি নিপতিত হইল। অবশেষে ৮৭৯ কি তৎপূর্ব্ব মঘাব্দে (১৫১৬-১৭ খৃঃ অঃ) "মঘরাজার সেনাপতি "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং।" ছেন্দুইজা চাক্‌মাধীশ্বরকে পরাভূত করেন। তৎকালে চট্টগ্রামসহরে মুরাচিন নাম্না শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আরাকানাধিপতি ছাঙ্গেগ্রী নামক মন্ত্রীর অধীনে চারিহাজার সৈন্য দিয়া স্থলপথে চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়াই মুরাচিন নারায়ণগঞ্জে

চাকমারাজাকে পুনর্জয়।

ইতিহাসে"ও স্বীকৃত হইয়াছে। হুসেনসাহ প্রথমে চাঁদপাড়া অঞ্চলের সুবুদ্ধিরায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদারের সামান্য ভৃত্যমাত্র ছিলেন। একদা কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করায় সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। অনন্তর তিনি চাঁদপাড়ার একজন কাজী-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তদবধি শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে কাজীর অনুরোধক্রমে রাজসরকারে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে উজিরীপদে উন্নীত হন। শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট মুজাফরসাহ নিহত হইলে গৌড়ের সম্রাট হইলেন। সিংহাসন অধিকার করিয়া হুসেনসাহ বাল্যপ্রভু সুবুদ্ধিরায়কে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সম্মান বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে চাঁদপাড়া গ্রাম নিষ্করস্বরূপে দিতে চাহেন। তাহাতে সেই নিষ্ঠাবাদী ব্রাহ্মণ অস্বীকৃত হইলে একআনা মাত্র কর ধার্য্য করিয়া দেন। সম্রাট হুসেন পূর্ব্বে উড়িষ্যার অনেক দেবদেবীমূর্ত্তী ভগ্ন করেন; কিন্তু তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার শাসনকাল আকবরের সময়ের ন্যায় আদরণীয়। অন্ততঃ তিনি বঙ্গসাহিত্যেরও উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। 'পরাগলীভারতের' ভূমিকায় আছে,—

"নৃপতি হুসনসাহ হ'এ মহামতি। পঞ্চম গৌড়েতে যাঁর পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার। কলিকালে হবি হৈল কৃষ্ণ-অবতার॥"

শ্রীকরনন্দী বিরচিত ভারতে আছে—"নসরৎসাহ (পুত্রের নাম)-তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্যপালে সব প্রজা॥"

পলাইয়া যান; সুতরাং চট্টগ্রাম অতি সহজেই ছাঙ্গেগ্রীর হস্তগত হয় (১)। তখন মঘরাজা কিছুদিন এই বিজিত রাজ্যে বাস করিলেন। পরে ৮৭৯ মঘির ৫ই পৌষ (খৃঃ অঃ ১৫১৭) জিয়োরাজা নামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। এই সময়ে অন্যদিকে মঘরাজপুত্র ইরেমং সন্দীপ, হাতীয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্তের সহিত (নোয়াখালির অন্তর্গত) লক্ষ্মীপুরে গিয়া রহিলেন।

"১৫ই মাঘ (১৫১৮ খৃঃ অঃ) চাক্‌মারাজ চন্নুই বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক আরকানরাজ-সমীপে তৎপ্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসন-কর্ত্তার যোগে দুইটী

মঘরাজাকে উপঢৌকন।

শ্বেতহস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। মঘরাজ ঢাকায় থাকিয়া ৮৮০ মঘাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ধাবাংগ্রীর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজা ইহার কিছুপূর্ব্বে ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর কার্য্যে চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন। ছেন্দুইজা আসিয়া দেখিলেন যে, ধাবাংগ্রীর পত্র সম্পূর্ণ সত্য নহে,—চাক্‌মারাজা যে হস্তিদ্বয় উপহার পাঠাইয়াছেন, সেইগুলি বস্তুতঃ শ্বেতহস্তী নয়; কাল হাতীরই গায়ে চূণ মাখাইয়া শুভ্রবর্ণ করা হইয়াছে। তিনি ঈদৃশী প্রতারণায় অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া এতৎ উপহারসহ আগত চাক্‌মারাজার মন্ত্রিচতুষ্টয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরন্তু ধাবাংগ্রী বুঝাইয়া দিলেন যে, 'ইহা চাক্‌মারাজার শঠতা নহে; এদেশে শ্বেতহস্তী পাওয়া যায় না—তাই তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ শ্বেতহস্তী না হইলে আরাকানাধীশ্বরের যথোচিত উপঢৌকন হয় না, ইহা চাক্‌মারাজ অবগত আছেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জনীয়।' তথাপি ছেন্দুইজার ক্রোধের উপশম হইল না, তিনি মন্ত্রিগণকে ছাড়িলেন না। ক্রমে এ সংবাদ মঘরাজার কানে পৌঁছিল। তিনি ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর হস্তে পুনরায় চট্টগ্রামের শাসনভার রাখিয়া চাক্‌মামন্ত্রিগণ ও হস্তী-

(১) "রাজমালা" গ্রন্থকারও বলেন, "মহারাজা ধন্যমাণিক্য যৎকালে হুসেনসাহের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরকানপতি বিবিবাদে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৪৩৯ শকাব্দে (১৫১৭-১৮ খৃঃ) পর্ত্তুগীজভ্রমণকারী জন. ডি. সেলবেরা আরাকানরাজকর্ত্তৃক আহূত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শনপূর্ব্বক মঘরাজ্যে গমন করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম আরাকানপতির হস্তে ছিল।" (৫১ পৃষ্ঠা।)

দুইটিসহ ঢাকায় তৎসমীপে যাইতে আদেশ দিলেন। ছেন্দুইজা ভয়ে তখন মন্ত্রীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা উভয়পক্ষের বিবরণী শুনিয়া ছেন্দুইজাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন,—'তুমি রাজবংশসম্ভূত হইয়াও, পণ্ডিত ধাবাংগ্রী যাহা বলিলেন, মূর্খের মত, জঙ্গলীর মত—অহঙ্কারে হিতাহিত বিচার না করিয়া, তাহা শুন নাই। সুতরাং আরও কিছুকাল জ্ঞানীব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা-লাভ করহ।' অতঃপর একটী উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রামের মহাপাঙ্গাগ্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং চাক্‌মারাজার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "কোংলাপ্রু" (সদাশয়) খেতাব ও মন্ত্রিগণকে বাঙ্গালীদিগের ব্যবহারানুরূপ বহুমূল্য পোষাকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ৮৮১ মঘাব্দের ১৩ই মাঘ (১৫২০ খৃঃ অঃ) আরাকানপতি ঢাকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রু "ছাজাং-হুয়ু" নাম্নী তদীয় দুহিতাকে উপহার অর্পণ করিলেন।" (৫৪-৫৯ পৃষ্ঠা।)

নছরতসাহ।

১৫২০ খৃঃ অব্দে ধন্যমাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র দেবমাণিক্য ত্রিপুরারসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৫২২ খৃষ্টাব্দে মঘরাজ গজাবদিকে পরাজিত করত চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে হুসেনসাহের উপযুক্ত পুত্র সুলতান নাছিরদ্দিন নছরতসাহ (১) স্বর্গগত পিতৃদেবের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত সেনাপতি

(১) হুসেনসাহের রাজত্বের ন্যায় তদীয় কৃতী সন্তানের শাসনকালও সর্ব্বত্র প্রসংশনীয়। তিনিও বাঙ্গালাভাষার অতিশয় উৎসাহদাতা ছিলেন। পণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর তৎকৃত মহাভারতে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খাঁন।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥"

এই 'ভারতপাঞ্চালী'তেও তিনি সাহিত্য-জগতে চিরপরিচিত থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রামে তাঁহার প্রভূত যশঃসৌরভ ছিল। এমন কি, হুসেনসাহের পরিচয় দিতে শ্রীকরনন্দী 'নসরতসাহ-তাত' লিখিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ আরও বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রামের জন-সাধারণ তদীয় স্মৃতি রক্ষা করিয়ে। বৈষ্ণবপদাবলীতেও তাঁহার কথা আছে;—

"সে যে নসিরা সাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥" ("সাধনা"—শ্রাবণ, ১৩০০।)

পরাগলখাঁ (১) এবং তৎপুত্র ছুটিখাঁর (২) বাহুবলে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন (৩)। এসময়ে চাকমারাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী ছিলেন,

---

(১) পরাগলখাঁ সুলতান হুসেনসাহেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন;—

"নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর। তান্ হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি। সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব যায়ুগতি॥
লস্করী যিয়র পাই আইষন্ত চলিয়া। চাটিগ্রামে চলিলেন হরষিত হৈয়া॥
পুত্র, পৌত্র রাজ্য করে খান মহামতি। পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

ইহা "পরাগলীভারতের" ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত। পরাগল খাঁর অনুজ্ঞাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মহর্ষি জৈমিনির 'ভারত সংহিতা' অবলম্বন করত এই মহাভারত প্রণয়ন করেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং পরাগলখাঁর নাম সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইহা ছাড়া ফেণীতীরে (চট্টগ্রাম) মিরেশ্বরী থানার অধীন "পরাগলপুরে" "পরাগলের দীঘি" ও পরাগলখাঁর প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে যে "লস্করের দীঘি" আছে, তাহাও বোধ হয় এই লস্কর পরাগলখাঁর খনিত।

(২) "পরাগলীভারতে"ও আছে,— "তনয় যে ছুটী খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥"

বাস্তবিক ছুটী খাঁ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। অমিত বাহুবলের ন্যায় বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসীম অনুরাগ দেখিতে পাই। পিতার অনুকরণে শ্রীকরনন্দী দ্বারা তিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব অনুবাদ করাইয়া লয়েন। কবিবর শ্রীকরনন্দী প্রভুর গুণ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন;—"লস্কর পরাগল খানের তনয়। সমরে নির্ভয় ছুটী খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন। বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা। শৌর্য্যে বীর্য্যে গাঙ্গুর্য্যে নাহিক উপমা।"

কবির আত্মকথা—"অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার। সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাত্র মস্তকে ধরিয়া। শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥"

বর্ণনায় কল্পনার অবাধগতি আছে বটে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মূল্যবান রত্নবিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) নছরতসাহার চট্টগ্রাম-বিজয়কীর্ত্তি অদ্যাপি কেন, আরও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এদেশে জাগ্রত রহিবে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে যেস্থানে কটক সংস্থাপন করেন, তাহা (চট্টগ্রাম সহর হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত—বর্ত্তমান গ্রন্থকারের জন্মভূমি) "ফতে (য়া) বাদ" অর্থাৎ বিজয়স্থান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তথায় সুলতান এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায়

ইতিহাসলেখকগণ তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া না গেলেও, ইহা বোধ হয় অভ্রান্ত যে, চট্টগ্রামের সৌভাগ্যনেমির পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌মারাজের অদৃষ্টও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। চট্টগ্রাম অধিকারের পর নছরতসাহ সেনাপতি পরাগলখাঁকে তাহার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া চট্টগ্রাম পুনর্ব্বার অধিকার করেন। পরে ইহার আধিপত্য লইয়া ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতি উদয়-মাণিক্যের সহিত মোগলদিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরাসৈন্য এবং মাত্র ৫ হাজার মুসলমান-সৈনিক বিনষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম মোগলদিগের অধিকারে যায়। কিন্তু তাঁহারাও অধিক দিন ইহা ভোগ করিতে পারেন নাই ; ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরকানাধীশ্বর মেংফালোং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ত্রিপুরা লুণ্ঠনপূর্ব্বক মেঘনাতীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন।

এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে (১৫৯৯ খৃঃ অঃ) "তৌঙ্গু-(ব্রহ্ম)রাজ আরা-কানেশ্বর (মঙ্গজাগিরি) সমীপে উপঢৌকন দ্রব্যসহ খিদংজা ও কাহাজা নামক দুই জন দূতকে পত্র লইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রস্তাব ছিল, যদি মঘরাজ

"দেঙ্গাওয়াদি-আরেদফুং", ১৬০ পৃষ্ঠা।

আধ মাইল এবং প্রস্থও দৈর্ঘ্যের তিনচতুর্থাংশ হইবে। পার গুলি প্রায় পাহাড় সমান, মধ্যভাগে শীতকালেও ১২ হাতের অধিক জল থাকে। ইহা (নছরত বাদ্‌সার) "বড় দীঘি" আখ্যায় চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত। এতদ্ভিন্ন দীঘিরই সন্নিকটে তিনি যে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কালের করালগ্রাসে ভূমিসাৎ হইয়াছিল ; কিছুদিন হইল স্থানীয় মুসলমান অধিবাসিবর্গ তাহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, সুলতান নছরতসাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়া বৃদ্ধা মাতৃসমীপে তাঁহার কোন্ সৎকার্য্যে অভিলাষ আছে, জানিতে চাহেন। তিনি একটী দীর্ঘিকা খননের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। নছরতসাহ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি যতদূর পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে হাঁটিতে পারিবেন, ততদূর দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইবে। পুত্রের মহৎ সংকল্পে আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধা জননী চলিতে আরম্ভ করেন। অনেক দূর গেলে, সুলতানের মন্ত্রীর কৌশলজালে পড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। ততদূর দীর্ঘ দীঘিকা খনন ও তৎপার্শ্বে প্রাগুক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া নছরতসাহ তদভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন, 'আজ আমি মাতৃঋণ পরিশোধ করিলাম'। ইহা বলিতে না বলিতেই নাকি মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু নছরতসাহার এই অপমৃত্যু সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি না, অবগত নহি।

সাহায্যদানে পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় যুবতী কন্যা ও শ্বেতহস্তী উপহার প্রদান করিবেন। আরাকানাধিপতি ইহাতে সম্মত হইলেন এবং চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রু, কুকি, ত্রিপুরা, মুরুং, রোয়াজা, খিসা প্রভৃতি সামন্তনরপতি ও বাঙ্গালার বার দেশের শাসনকর্ত্তাকে উপযুক্ত লোকের হস্তে স্ব স্ব কার্য্যভার রাখিয়া রণসজ্জাসহকারে তদীয় অনুসরণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সকলে গিয়া উপস্থিত হইলে চাক্‌মারাজার অধীনে ত্রিশহাজার সৈন্য ও মঘরাজার এক মন্ত্রী থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ৯৬০ মঘিতে (খৃষ্টীয় ১৫৯৮-৯৯ অব্দে) যুদ্ধযাত্রা করিয়া মুগ্ধামা নগরের ঈশানকোণে ছারোয়াত্রাঙা খালের পথে কামল পাহাড়ের উপর চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রুকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিশহাজার সৈন্যসহ রাখিলেন। অতঃপর চাক্‌মারাজার খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি নিকটবর্ত্তী (শ্যামের রাজধানী) ব্যাঙ্ককরাজার উপরে আপতিত হয়েন, এবং রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা নাচাময়কে ধৃত করিয়া আরাকানাধীশ্বরের সম্মুখে আনিয়া দেন (১)।”

চাক্‌মারাজার অধিনায়কত্ব।

---

(১) পক্ষান্তরে আরাকানাধীশ্বর ও ব্রহ্মরাজের সম্মিলিত শক্তি পেগুরাজকে পরাজিত করে। ব্রহ্মরাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আরাকানরাজকে ৩৩০০০ ঘর তাইলং প্রজা এবং বিজিত রাজার পুত্র ও কন্যাকে উপহার প্রদান করেন। আরাকানাধিপতি সেই বন্দিনী যুবতীর পাণিগ্রহণ করত তাহার স্তাংথুইনাং এর পরিবর্ত্তে চুমাজী নাম প্রদান করেন। এই পরিণয় হইতে বন্দিগণও অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধীশ্বর তদীয় শ্যালককে (পেগুরাজপুত্রকে) চট্টগ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁহার তিনপুরুষ পরে (ইতিমধ্যে মুকুটরাজও থাকিবেন) অঙ্গুল্যার পুত্র হারিও চট্টগ্রামের অধিনায়ক হন। বর্ত্তমান বোমাং-রাজদপ্তরের কতকগুলি প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানা যায়, ১৭১০ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ উজিয়া পশ্চিম প্রদেশীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানোপলক্ষে এখানে আসিলে হারিও তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইহাতে উজিয়া হারিওকে বোমাঙ্গী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরন্তু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৮৯৮ ইংরাজীর ৫৪৩ A. D. নম্বর পত্রে দেখা যায়, “the first chief of the Bohmong's family having been a Burmese Boh who fled into the tracts from the king of Ava!” সে যাহা হউক বোমাং হারিওর জীবিতকালে তদীয় পুত্র ছাদাক্রু পক্ষ প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র কোংলাক্রু হারিওর পরে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। অনন্তর ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে বোমাং কোংলাক্রু মোগলগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে ১৭৭৪ অব্দে, ইংরাজেরা চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি প্রত্যাবর্ত্তন

অতঃপর এদিকে ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাণিক্য (১৫৯৭ খৃঃ অব্দে) সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া (১৬০৯-১০ খৃঃ অব্দে) পুনরায় আরাকানপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহাতে মঘরাজ বার বার পরাজিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এইবার তাঁহাদের সহায়তায় ত্রিপুরারাজ পরাভূত হয়। অমরমাণিক্য আবার আক্রমণের চেষ্টা করিলে, আরাকানপতি এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করেন। ত্রিপুরারাজ ইহাতে সম্মত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত

অমরমাণিক্য।

করতঃ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশবর্ত্তী রামু, ঘোমু, ইদঘর, ইয়ংছা, মাতামুড়ি, লামা প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিবার পর অবশেষে ১৮০৪ অব্দে শঙ্খনদীর তীরবর্ত্তী ম্যাচ্ছি খালে বসতি স্থাপন করেন। ১৮১৩ অব্দের আগষ্ট মাসে খ্যানব্রে নামক আরাকানের জনৈক দস্যু ২০০ উচ্ছৃঙ্খলাচারী লোক লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে এত উপদ্রব করিতে থাকে যে, তাহাতে তত্রত্য অধিবাসিগণ পলাইয়া যায়। বোমাং কোংলাফ্রুর ছয় পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ ছাথানফ্রু ৪০০ লোক লইয়া তাহাদিগকে এদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দেন। অনন্তর ১৮১৯ অব্দে তিনি বোমাং হইয়া ১৮২২ অব্দে বাসস্থান বর্ত্তমান বান্দরবনে স্থানান্তরিত করেন। ১৮২৩ অব্দে ছাথানফ্রু বনজুগী-সর্দ্দার রেংচুলুমকে জয় করিলেন। একখানি প্রাচীন কাগজে দেখা যায়—১৮২৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভয়ঙ্কর মনুষ্যখাদক ব্যাঘ্রের উপদ্রবে চতুর্দ্দিকে ঘহুতর ক্ষতি হইয়াছিল। ইহার পদচিহ্নের ব্যাস নাকি প্রায় দেড়হস্ত পরিমিত ছিল। ইহাকে কেহই হত্যা করিতে পারে নাই, পরন্তু আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল। ১৮৪০ অব্দে ছাথানফ্রুর মৃত্যু হয়। প্রচলিত প্রথা মতে তদীয় শব জ্বালাইবার জন্য আধারে স্থাপিত হইলে হঠাৎ এমন ভয়ানক বৃষ্টি আসে যে, বন্যা আসিয়া সমগ্র বান্দরবনকে ডুবাইয়া দেয়, অধিবাসিগণ তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে উঠিয়া কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিল; কিন্তু শবাধার বন্যায় পূর্ব্ববাসস্থান ম্যাচ্ছিখালের বিধৌত শ্মশানভূমিতে লইয়া আসে। অবশেষে তথায় সেই শব তদীয় পত্নীর শ্মশান পার্শ্বে প্রজ্বালিত হইল। তৎপরে অক্টোবর মাসে কোংলাপ্রু বোমাং হন। কিন্তু তিনি তৎপরিচালন কার্য্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দেখিয়া আপনা হইতেই এই ভার পিতৃব্যপুত্র মংক্রুর হস্তে পরিত্যাগ করেন। মংক্রু ১৮৭২ অব্দের লুসাই অভিযানে ইংরাজগভর্ণমেন্টকে বিস্তর সাহায্য করেন। ১৮৭৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তদীয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর ছাইলও বোমাং পদে অভিষিক্ত হন। তিনিও ১৮৮৯-৯০ অব্দের লুসাই অভিযানে কুলি প্রভৃতি যোগাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি "ক্যাচারীছং-চুয়েজালুইরা" অর্থাৎ 'মাননীয় সুবর্ণোপবীতধারী রাজা'—এই বার্দ্ধিজ উপাধি এবং এক সুবর্ণ হার গভর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৯০২ অব্দে ওরা মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। অনন্তর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত চোলাফ্রু চৌধুরীই বর্ত্তমান বোমাং রাজা।

হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই শুনিতে পাইলেন, মঘরাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। তখন তিনি স্বীয় তিন পুত্রকে বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, মঘরাজ ভয়ে গজদন্তবিনির্ম্মিত একটী রাজমুকুট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই মুকুট-গ্রহণের নিমিত্ত কুমারগণের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হইল; আরাকানাধীশ্বর সেই সংবাদ শ্রবণে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া,

পর্ত্তুগীজবীর্য্য।

ত্রিপুরসৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করতঃ, পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে উদয়পুর লুণ্ঠনপূর্ব্বক ত্রিপুরাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যান (১৬১০-১১ খৃঃ অঃ)। ইহার পর চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার অধীন হয় নাই। অন্যতঃ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অমরমাণিক্যের পৌত্র ত্রিপুরাপতি যশোধরমাণিক্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের মোগলসৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হন।

চট্টগ্রাম মঘরাজার কুক্ষিগত হইল (১) বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্য সবিশেষ বর্দ্ধিত হইল। যে সময়ে মঘ ও পর্ত্তুগীজেরা চট্টগ্রামবাসীদিগকে জ্বালাতন করিতেছিল, সেই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইস্‌লামখাঁ মস্‌হোদী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। সঙ্কটে পড়িয়া তত্রত্য মঘ-শাসনকর্ত্তা মুকুটরায় ইস্‌লামখাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মঘরাজ আবার চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তর সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালার কর্ত্তৃত্ব পাইয়াই মঘদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্যদর্শনে তাহাদিগকে নানা প্রলোভনে (২) বশে আনিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন (৩)।

মঘ ও পর্ত্তুগীজ অত্যাচার।

(১) এই সময় (সম্ভবতঃ ১৬১৪ খৃঃ অব্দ—পেগুরাজ-পুত্রের শাসনকাল) হইতে চট্টগ্রামেও 'মঘ' অব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়।

(২) পরন্তু মার্শমানের মতে সায়েস্তা খাঁ ধমক দিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে বশীভূত করেন (Vide—Marshman's History of Bengal, p. 36)। কিন্তু পর্য্যটক বার্ণিয়ার স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, সায়েস্তা খাঁ উৎকোচের প্রলোভনে পর্ত্তুগীজদিগকে ভুলাইয়া শেষে কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে প্রতিশ্রুতিপালনে কুণ্ঠিত হয়েন। (Bernio's travels in the Mogul Empire—Vol. I, p. 203.)।

(৩) হাণ্টার (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI—p. 113) প্রমুখ অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতে নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া

এইরূপে আরাকানাধীশ্বরও চিরদিনের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হারাইলেন। কিন্তু ক্ষুদ্রতম চাক্‌মারাজ্য ইত্যবসরে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল; মোগল-সম্রাটের দৃষ্টি এই পার্ব্বত্যরাজ্যের প্রতি নাও পড়িয়া থাকিবে।

বলা বাহুল্য, "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং"ও অতঃপর চাক্‌মারাজার আর কোন সংবাদ রাখেন নাই। অবশ্য চট্টগ্রামের ইতিহাস তজ্জন্য যাহা কিছু দায়ী! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পার্ব্বতীয়গণের প্রতি প্রাচীন ইতিহাসে কোনও সহানুভূতির পরিচয় নাই। ঐতিহাসিকেরা কেন যে ইহাদিগকে তাঁহাদের আলোচনা হইতে বাদ রাখিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ দেখি না। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক অবলম্বন হারাইলাম; কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ আশ্রয়ভ্রষ্ট নহি। ইতিহাস অতীতের প্রায় সীমান্তপ্রদেশে আনিয়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে! কষ্টেসৃষ্টে আর কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেই আমাদের লক্ষ্যমন্দিরের শৃঙ্গমণি পরিলক্ষিত হইবে। এই পথটুকু অপরিচিত এবং দুর্গম হইলেও একিবারে অগম্য নহে। বিশেষতঃ সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের গন্তব্য পথের স্থানে স্থানে সেই পরিচিত প্রাচীনমন্দিরের ইট, স্তম্ভ, বরগা, কড়িকাঠ প্রভৃতি যথেষ্ট রহিয়াছে; গত কয়েক বৎসরের সামান্য অবসরে দুরন্ত কাল তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারে নাই!

উপরি উক্ত কথাকয়টীর বিশদব্যাখ্যাস্বরূপে এস্থলে লিখিতে হয়, পূর্ব্বে আমরা "অলিকদমে" চাক্‌মারাজার রাজধানীস্থাপনের উল্লেখমাত্র করিয়া আসিয়াছি। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, রাজবর্ত্ম, দীর্ঘিকা, ইত্যাদি অদ্যাপি তাঁহাদের মহতী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পরন্তু এই সমুদয় প্রাচীন ঐশ্বর্য্য যে অপরের নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত

অলিকদম।

"ইস্‌লামাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ইস্‌লাম খাঁ মস্‌হোদী চট্টগ্রাম জয় করিয়া স্বীয় গৌরবচিহ্ন স্মরণীয় রাখিতে এই নামকরণ করিয়াছিলেন (Marshman's History of Bengal)। শেষোক্ত মত গ্রহণ করিতে ঐতিহাসিকদিগের আপত্তি কি, বুঝিলাম না! "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার তারকবাবু দেখিতেছি অপর এক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই লিখিয়াছেন, সায়েস্তাখাঁর প্রিয়পুত্র "উমেদখার চট্টলবিজয়ে ইস্‌লামের প্রাধান্য স্থাপিত, ও তাহা হইতেই এই স্থানের ইস্‌লামাবাদ নাম বিঘোষিত হইল।" (৬৩ পৃষ্ঠা)

ঐতিহাসিকভিত্তি ব্যতিরেকে দেশপ্রচলিত জনশ্রুতিও বিশেষরূপে সপ্রমাণ করে। এই সেইদিনও অলিকদমের নিকটবর্ত্তিনী মাতামুড়িনদীজলে চাক্‌মাবর্ণাঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি লামাষ্টেসনের হেড্ কনষ্টেবল শ্রীযুক্ত নীলকমল বড়ুয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর চট্টগ্রামের মানচিত্রখানি খুলিলে সহজেই চাক্‌মাদিগের গতি ও বিস্তৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাস তাহা তুচ্ছ করিতে পারে; কারণ ইহাতে কামান-গোলাদির প্রবল সংঘর্ষণ নাই, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তারবিহীন টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদপ্রেরণের সুবিধাও ছিল না। কিন্তু ভূচিত্র তাহা আপনার বক্ষোদেশ হইতে মুছিয়া ফেলিতে সাহস করে নাই। "পৃথিবী সর্ব্বংসহা" তাই বুঝি তচ্চিত্রগুলিও এ সমুদয় কাঁটাকম্পাসের চিহ্ন যত্নসহকারে জড়াইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে আজও অনেক বাকী। জানিবার অনেক কথা ফুটিয়া বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, অথচ সাধারণের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের দ্বারা তদভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও 'যখন-তখন' মাত্র—স্থায়ী নহে। অধুনা বঙ্গের অনেক লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা 'যা-তা' না লিখিয়া এদিকে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং তাঁহাদের যশোভাতিও অধিকতর উজ্জ্বল হইবে—সন্দেহ নাই।

কাক্সবাজারের দক্ষিণে 'জুমিয়াপাড়া' নামে দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে। এই দুই জুমিয়াপাড়ার মধ্যস্থলে 'মঘ-পাড়া' নামক অপর একটি প্রাচীন গ্রাম দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রামবাসীদিগের নিকট প্রধানতঃ চাক্‌মারাই 'জুমিয়া' নামে পরিচিত। সুতরাং প্রথমোক্ত গ্রামদুইটী— চাক্‌মাগণ এবং শেষগ্রাম যে মঘগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম অধ্যুষিত হয়, তাহা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই স্থানগুলি আরাকানের সীমান্তপ্রদেশের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। চাক্‌মারাজ আরাকান হইতে বিতাড়িত হইয়া চট্টগ্রামের নবাবের কাছে এই সমুদয় গ্রাম লইয়াই বাসদেশে বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভ করিয়া থাকিবেন। আর সেই সময় কতিপয় মঘও যে চাক্‌মাদিগের অনুসরণ

প্রাচীন বাসস্থান।

মঘরাজার পত্র।

করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ইহার সার্দ্ধতিনশত বৎসর পরেও আরাকানের অবশিষ্ট কোন কোন চাক্‌মা এবং তত্রত্য মঘগণের একযোগে পলায়নসংবাদ পাওয়া যায়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসম্রাট্ সম্পূর্ণরূপে আরাকান জয় করেন, সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ পাইয়া বহুসংখ্যক আরাকানবাসী নিরীহগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আরাকানের শাসনকর্ত্তা, চট্টগ্রামের সরদার (Chief)-সমীপে সেই সকল দুষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত বন্ধুভাবে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এযাবৎ চট্টগ্রাম কমিশনার আফিসে রক্ষিত আছে। ইহাতে পাওয়া যায়,—

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

* * "ডোমকান চাক্‌মা, কি-কোপা লাইছ, মুরঙ্গ, এবং অপর কতিপয় আরাকানবাসী এক্ষণে আপনার সীমান্তপর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা নাফ্‌নদীর মোহনায় জনৈক ইংরাজকে হত্যা করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, অপহরণ করিয়া নিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আপনার সীমায় আসিয়াছি। তাহারা দস্যুতাচরণের দ্বারা সম্রাট্‌কে অমান্য করিয়া, স্বরাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছে।

"ইহাদিগকে এবং যে সকল মঘ কোন সময়ে দেশ হইতে পলাইয়া আসে—তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে, আপনার রাজ্য হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই আপনার উচিত। তাহা হইলে আমাদিগের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়িগণ নিরাপদ হইবে।

"যদি আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দেন, তবে আমি প্রয়োজনানুরোধে সশস্ত্রসৈন্যদলের সহিত, তাহারা আপনার রাজ্যে যে কোন অংশে থাকুক্—খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইব।

"মহম্মদ ওয়াছিল দ্বারা আমি এই পত্র পাঠাইলাম। ইহা পাইয়া হয়ত আপনার রাজ্য হইতে আমার প্রজাগণকে তাড়াইয়া দিবেন, অথবা যদি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহেন, তবে অবিলম্বে উত্তর পাঠাইবেন।"

'জুমিয়াপাড়া'র প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে 'ধাঁমাইপাড়া' অদ্যাপি বর্ত্তমান। চাক্‌মাদিগের প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় 'ধাঁমাইগোছার' বসতি হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিদুত্তরেই 'ধুর্য্যাদীঘি' 'ধুর্য্যা'-বংশের স্মৃতিরক্ষা

করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ধাঁমাইপাড়া ও ধুর্য্যাদীঘির মধ্যভাগে দুইটি 'পাগলাবিল' (১) বাঘখালী নদীর দক্ষিণে সমুদ্র প্রান্তে 'পাগলামুড়া, এবং 'গাভুরমুড়ি' নদীর নিকটবর্ত্তী আর একটি 'পাগলাবিল, প্রভৃতি কীর্ত্তিপীঠসমূহ চাক্‌মাদিগের প্রাচীন নরপতি 'পাগলারাজাকে' অমর করিয়া রাখিয়াছে।

অলিকদমের নিকটবর্ত্তী নদীত্রয়—'মাতামুড়ি', 'গাভুরমুড়ি' এবং 'বুড়ামুড়ি' নামে প্রখ্যাত। ইহাদের সকলেরই সাধারণ আখ্যা 'মুড়ি' অর্থাৎ 'মুড়া' (পাহাড়)-নিঃসৃতা। স্রোতোবেগানুসারে মাতা, গাভুর (যুবক) এবং বুড়া (বৃদ্ধ) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। 'গাভুর' শব্দটি চাক্‌মাদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত, এখনও তাহাদের সমাজে (অবিবাহিত) যুবককে নির্দ্দেশ করিতে ইহা ভিন্ন তেমন কোন শব্দ নাই। অপরত, চাক্‌মাগণের মধ্যে দেখা যায়, গুণ বা কার্য্য লইয়া ব্যক্তি বা বংশ প্রভৃতির আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্রোতের বেগে—মাতা, বুড়া ও গাভুর কল্পনায় বিশেষণ ঠিক্ করিয়া, পাহাড় (মুড়া) হইতে প্রবাহিত স্রোতস্বতীর 'মুড়ি' অভিধা ইহারাই দিয়াছে—নিশ্চিত অনুমান করা যায়। এবং চাক্‌মাগণ যেরূপ অনুকৃতিবাদী তাহাতে, নাকের (নাসিকার) ন্যায় 'টেক' (বাঁক) দেখিয়া বর্ত্তমান "টেক্‌নাকের" (২) নাম ও ইহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত—সহজে বুঝা যায় (৩)।

চাক্‌মা-আখ্যা।

এই 'মাতামুড়ি' নদীতে অলিকদমের কিয়দুত্তরে 'তৈন্‌ছরী' নাম্নী উপনদী আসিয়া পতিত হইয়াছে। ইহারই তীরভূমিতে মঘদিগের (সম্ভবতঃ সেনাপতি

(১) মাঠবিশেষ। এদেশে এমন কি চট্টগ্রামেও মাঠকে "বিল" বলা হইয়া থাকে।

(২) টেক্‌নাক্—চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশবর্ত্তী উপদ্বীপবিশেষ।

(৩) কেবল ইহা নহে, চাক্‌মাগণ তখন যে সকল স্থানে ছিল, এখানে আসিয়াও তাহাদের সেই পূর্ব্ববাসস্থানের নামানুকরণে সোয়ালক্ (শুভলঙের অপর নাম), রাইন্‌খ্যং, চারিখ্যং, খারিখ্যং, সাষেক্‌খ্যং, লাবেক্‌খ্যং প্রভৃতি নামকরণ করিয়াছে। এবং এখানে, তাহাদিগের প্রদত্ত রাঙাপাল্লা, মাণিকছরী, ঝগড়াবিল প্রভৃতি নূতন আখ্যাও যথেষ্ট। পরন্তু ইহাদের অনুকরণ প্রবৃত্তি এতই প্রবলা যে, এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই ৫।৬ মাইল অন্তরেও একনামে দুইজায়গার আখ্যা বিরল নহে।

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র।

ছেন্দুইজার) সহিত চাক্‌মারাজার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি গান আছে।—

* * * * *

"যুদ্ধ হৈল্ তৈন্‌ছরী—
মোড়ের মাথায় যে দিলাক্
দু'ন রাজার মিল হলাক্ ॥"

অর্থাৎ 'তৈনছরীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যখন নদীর মোড়ের মাথায় গর্ভস্থ চর ভাসিয়া উঠিল, তখন—শীতকালে উভয় রাজার মধ্যে সখ্যস্থাপিত হইল।' এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর এই অলিকদমেরই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত-নিঃসৃতা বাঘখালী নদীর উত্তরপারে "চাক্‌মাকূল" এবং দক্ষিণ পারে "রাজাকূল" নামে দুইটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে।

সীমানির্দ্দেশ।

শুনা যায়, মঘরাজার সহিত চাক্‌মাপতির বিবাদ মীমাংসিত হইয়া এই বাঘখালী নদী উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ফলতঃ, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ পাওয়া যায় না। যতই বিরুদ্ধ প্রমাণ খুঁজিয়াছি, বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, বাঘখালীর উত্তরতীরে 'ওয়াংঝাগোছার' প্রাচীন বসতিস্থান 'ওয়াংঝামুড়া' মস্তক উত্তোলন করিয়া অতীতগৌরব ঘোষণা করিতেছে।

অনন্তর 'গাভুরমুড়ি' দিয়া ক্রমশ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে নদীতীরের অনতিদূরে 'রাজাবিল' নামে প্রকাণ্ড মাঠ এবং তাহার প্রায় ১৫ মাইল ব্যবধানে 'রাজবাড়ী' অভিধেয় গ্রাম ও 'তক' উপনদীর 'রাজঘাটা' প্রভৃতি পাওয়া যায়। এসকল স্থান এখনও চাকমারাজার জমিদারীভুক্ত রহিয়াছে। পরে শঙ্খনদ পার হইয়া খালবিশেষের দ্বারা কিছুদূর আসিলে শিলকনাম্নী উপনদীর উৎপত্তিস্থলে

শুকবিলাস।

উপনীত হওয়া যায়। এই শিলকতীরে ভূতপূর্ব্ব চাক্‌মারাজা শুকদেব রায়ের অক্ষয় যশোমন্দির "শুকবিলাস" অবস্থিত। অদ্যাপি তদীয় 'বিলাস'পুরীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা, দীঘি, এবং চতুষ্পার্শ্ববেষ্টিত পরিখা ইত্যাদি প্রাচীন রাজমহিমা দর্শকসাধারণকে জানাইতেছে। ইহাও অদ্যাপি চাক্‌মারাজার শাসনাধীন।

শিলক যে স্থানে আসিয়া কর্ণফুলিতে (১) আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে রাঙ্গুনিয়া পরগণা অবস্থিত। সাধারণে ইহাকে "রাউণ্যা" বলে। চাক্‌মাগণ পরিত্যক্ত জুমকে "রাণ্যা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং সহজেই প্রতীত হইতেছে যে, চাক্‌মাদিগের আবাদিত জুমের 'রাণ্যা'র লোকবসতি হইয়াছে। অনুমান ৩০০ তিন শতাব্দী পূর্ব্বে এই পাহাড়ময়দেশ ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ক্রীড়াস্থল ছিল। এখনও এদেশের সর্ব্বত্র আবাদ হয় নাই, এবং আম-কাঁঠাল-প্রভৃতি গ্রামোপযোগী বৃক্ষাদিও প্রাচীন নহে। অত্রত্য "গোঁয়াইর বিল" (২) জঙ্গলাকীর্ণ দেখিয়াছে, এমন অনেক লোক অদ্যাপি জীবিত পাওয়া যায়। নূতন আবাদিত জমির ন্যায় রাঙ্গুনিয়ার উর্ব্বরতা চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। অল্পক্লিষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও

"রা(উ)ণ্যা" বা রাঙ্গুনিয়া।

---

(১) কর্ণফুলী—লুসাইপর্ব্বতের অন্তর্গত লুংলের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ মাইল। কর্ণফুলী উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় ১৩৫ মাইল পথ গিরিকন্দরের কোলে কোলে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রঘোনায় আসিয়া সমতলভূভাগ পাইয়াছে। ঠেগা, বড়হরিণা, কাচালং, শুতলং, চেঙ্গী, রাইনখাং, কাপ্তাই, শিলক, ইচ্ছামতী ও হাল্‌দা প্রভৃতি ইহার সর্ব্বপ্রধান উপনদী; তন্মধ্যে শেষোক্তটীই প্রধান। কর্ণফুলীর উত্তরতীরে—প্রায় মোহনারই সন্নিধানে চট্টগ্রামনগর অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই একস্থলে বলিয়াছি, ইহার কিয়দংশ 'কাঁইচা' বা 'কাকী' নামে প্রথিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সমুদয় কর্ণফুলীনদী একমাত্র কাঁইচা নামেই উল্লিখিত আছে। বোধ হয় ইহা দেখিয়াই কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (A fly on the wheel— P. 184.), "ইহার আদিম নাম 'কাঁইচা খাল।" কর্ণফুলী নামকরণ সম্বন্ধে তিনি একটি আখ্যানও বলিয়াছেন। তাহা যথা—"কোন সময়ে চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তার বেগমের 'কর্ণফুল' (নিম্নকর্ণাভরণবিশেষ) এই নদীজলে পড়িয়া যায়। বেগম তাহা উদ্ধার করিতে যাইয়া জলমজ্জিত হইয়াছিলেন। তদনুসারে ইহার 'কর্ণফুলী' আখ্যা হইয়াছে।" কিন্তু এদেশে প্রসিদ্ধি আছে, দক্ষযজ্ঞত্যক্তপ্রাণা সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভোলানাথ যখন ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ভগবতীর কর্ণফুল, বেণী (উর্দ্ধকর্ণাভরণ-বিশেষ) ও শঙ্খ—গহণাত্রয় চট্টগ্রামের নদীতিনটীতে পতিত হইয়াছিল, সেই হইতে নদীত্রয়ের বর্ত্তমান নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) গোঁয়াইর বিল—একটি প্রকাণ্ড মাঠ। ইহার দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩ মাইল হইবে; এখনও সম্পূর্ণ আবাদ হয় নাই। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইলে সমুদ্রপ্রায় বোধ হয়।

সুবিধা পাইলে তথায় গিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। চট্টগ্রামে একটি কথাই রহিয়াছে,—

"হাতে কাঁচি (১) কোমরে দা,
ভাত খাইলে রাউণ্যা যা।"

সারার্থ এই—'যদি স্বচ্ছন্দে উদরনিষ্পত্তি করিবার আশা কর, তবে হাতে কাস্তে ও কোমরে দা লইয়া রাঙ্গুনিয়ায় যাও।' এই বাক্যে আরও কিছু সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কৃষির উপকরণ দা এবং কাস্তে মাত্র সঙ্গে লইবার উপদেশ আছে; এই দুইটী জুমিয়াদের অনন্যোপকরণ। অতএব সহজেই ধরা যায়, কৃষকগণ তদ্দেশে চাক্‌মাদিগেরই অনুসরণ করিয়াছিল।

রাঙ্গুনিয়ায় চাক্‌মারাজার বিস্তৃত অধিকার এবং অপরাপর প্রধান প্রধান দেওয়ানগণেরও 'ছোট বড়' অনেক প্রাচীন জমিদারী রহিয়াছে। এখানে ভূতপূর্ব্ব চাক্‌মারাজা ধরমবক্স খাঁর মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরাণীর স্থাপিত (পদ্দোয়া) "রাজারহাট" ও "রাণীর হাট" এবং 'ধাঁমাই গোছার' কীর্ত্তি-চিহ্ন "ধাঁমাইর হাট" সুদূর ভবিষ্যৎ ধরিয়া চাক্‌মা-প্রভাব ঘোষণা করিবে। সম্ভবতঃ রাজা জানবক্স খাঁই এখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর সার্ হেন্‌রী কটনের (২) মতও এইরূপ (৩) দেখা যায়। অনন্তর জানবক্স খাঁই বোধ হয় রাজধানীস্থাপিত গ্রামের নাম "রাজানগর" রাখেন। রাজবাড়ী অবশ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সম্মুখে "রাজার দীঘি" পরবর্ত্তী রাজা টব্বর খাঁ কর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছিল। তৎপার্শ্বে যে অন্য একটি "রাজার হাট" আছে, তাহা রাজা জব্বর খাঁর কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

রাজকীয় কীর্ত্তিপাঠ।

'জুম' চাক্‌মাদিগের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য। এজন্য তাহাদিগের আবাসস্থানের স্থিরতা থাকেনা। কেননা, এক বৎসর যেখানে জুম করা হয়, ৫।৬ বৎসর যাবৎ পতিত না থাকিলে তাহাতে আর জুম করা চলে না। তাই নিয়ত

(১) চট্টগ্রামে 'কাস্তে'কে সাধারণত 'কাঁচি' বলা হয়।

(২) সার্ হেনরী কটন পরে আসামের চিফ্ কমিশনার হইয়াছিলেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী। এক্ষণে স্বদেশে (লণ্ডনে) থাকিয়াও সতত ভারতবাসীর মঙ্গলচেষ্টায় নিরত।

(৩) Revenue History of Chittagong—p. 189.

নূতন স্থানে জুমক্ষেত্র অনুসন্ধান আবশ্যক হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার জুমের নিমিত্ত পাহাড় প্রয়োজন। এই কারণে চাক্‌মাগণ ক্রমে পার্ব্বত্যচট্টগ্রামে (১) ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু রাজধানী বহুকাল ধরিয়া রাজনগরে ছিল। পরে যখন চাক্‌মাগণের প্রায় সকলেই এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ সম্ভবতঃ রাজা জব্বর খাঁ পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের প্রায় মধ্যবর্ত্তী কর্ণফুলী নদী দ্বারা ত্রিপার্শ্ববেষ্টিত রাঙামাটিতে (২) এক অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজা মধ্যে মধ্যে পরিদর্শনোপলক্ষে আসিলে এখানে থাকিতেন। এইরূপে রাজা ধরমবক্স খাঁর সময় পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বিস্তার।

রাঙামাটি।

তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরাণীর শাসনকালে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের ব্রিটিশ-প্রতিনিধির বাসস্থান ও গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় অফিসাদি চন্দ্রঘোনা হইতে রাঙামাটি উঠিয়া আসে। তখন রাণী বাধ্য হইয়া তদীয় অস্থায়ী আবাসশৈল ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে এখনও চাক্‌মাধীশ্বরের সযত্ন-রোপিত দুইটী কাঁঠাল গাছ রহিয়াছে। এই রাজবাসস্থানেরই ভিত্তির উপর ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার সুরম্য "বাংলা" অধিষ্ঠিত হয়। কাপ্তেন লুইন ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা-কালে "Barn-House" (খামার বাড়ী) নামকরণ করিয়াছিলেন (৩)।

---

(১) এইস্থান আদিমকালে কুকিদিগের বিভিন্ন শাখার অধিকারে ছিল। চাক্‌মাদিগের প্রাবল্যে তাহারা ক্রমেই উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া গিয়াছে।

(২) কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যপ্রভাবে এই উপনগরী "রঙ্গমতী" আখ্যা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ রাঙামাটিনাম্নী ক্ষুদ্র উপনদী ও কর্ণফুলীনদীর সঙ্গমস্থলেরই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান রাঙামাটি নামে প্রসিদ্ধ। এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের স্থানগুলির নামকরণে ইহাই সাধারণ নিয়ম। রাঙামাটি চট্টগ্রাম হইতে নদীপথে ৬৫ এবং স্থলপথে (হাটহাজারী ও রাউজান ঘুরিয়া) ৪৬ মাইল। কমিশনারের "সোয়ালো" (Swallow) নামক ষ্টীমার সচরাচর বৃহস্পতিবার আসিয়া শনিবার প্রত্যাবৃত্ত হয়; ভাড়া—সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর এক টাকা। ইহা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নগর। সুতরাং থানা, আদালত ও ফৌজদারী বিচারালয়, জেলখানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রামআফিস, জেলাস্কুল, ইত্যাদি সবই আছে। সর্ব্বোপরি ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর; বায়ুও মন্দ নহে। অনেকেই এস্থলে ভ্রমণোপলক্ষে আসিয়া থাকেন।

(৩) A fly on the wheel—p. 373

বর্ত্তমান রাজবাটী।

অনন্তর রাণী কালিন্দী কর্ণফুলীর পরপারে অপর এক আবাস স্থান নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না ঘটিলে তিনি রাজনগরের বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে, দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাবে বিভাগীয় কমিশনার ইহাও উল্লেখ করেন যে * "যদি কাহাকেও জাতি-বিশেষের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাঁহার পদোচিত সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইলে—তাঁহাকে সেই জাতির মধ্যে বাস করিতে হইবে, প্রজাগণ যেন সহজেই তাঁহার নিকটে যাইতে পারে। সুতরাং বাবু হরিশ্চন্দ্র ডেপুটিকমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যেই থাকিবেন (১)। চট্টগ্রামে তাঁহার কিছু জমিদারী আছে। ডেপুটি কমিশনার বলেন, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন। জাতিবিশেষের কর্ত্তৃত্বরূপ গুরুতর ভার হইতে কিঞ্চিন্মুক্ত থাকিতে (?) তিনি (রাজনগর) 'দেশে' (২) থাকিতেই ইচ্ছা করেন।" তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর কমিশনার মহোদয়ের এতাদৃশী প্রস্তাবনায় আদেশ দিলেন যে †, "দেখা যায় পাহাড়ে চাক্‌মাদিগের মধ্যে থাকিয়া রাজকীয় কর্ত্তব্য পালন হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইবে। এবং তিনি কালিন্দী রাণীর ন্যায় বাঙ্গালিগণ দ্বারা (যাহাদিগকে চাক্‌মাগণ বিন্দুমাত্র ভালবাসে না) পরিবেষ্টিত হইয়া 'দেশে' বাস করিতে ইচ্ছা করেন। সেই নিমিত্ত ইহা বলা যায় যে, পার্ব্বতীয়গণের মধ্যে বাস করিবার জন্য তাঁহার সহিত বন্দোবস্তির এক সর্ত্ত থাকিবে, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জেদ্ করাও হইবে।" সেই কারণে রাজধানী রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হয়; এবং তদবধি চাক্‌মারাজগণ এখানে স্থায়িরূপে বসবাস করিতেছেন।

* Letter No. 988, dated—10-12-1873.

† Letter No. 154, dated—21-1-1874.

---

(১) লেপ্টেনাণ্টগভর্ণরবাহাদুরের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর পত্রেও এইরূপ আদেশ ছিল।

(২) এই পুস্তকে চাক্‌মাদিগের অনুকরণে 'দেশ' শব্দে পার্ব্বত্যপ্রদেশের বহির্ভূত চট্টগ্রামাদির সমতল দেশ (Plain) বুঝানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[১] আবাসস্থান, [২] লোকসংখ্যা, ও [৩] বংশবিভাগ।

[১]

পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের পরিমাণফল ৫১৩৮ বর্গ মাইল। এই সুবৃহৎ প্রদেশে আসিয়াও চাক্‌মাদিগের বিস্তার-বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয়, কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহাদিগকেও স্থিতিহীন জাতি (Nomedic tribe)-ভুক্ত করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে ইহারা পার্ব্বত্যত্রিপুরায়ও আশ্রয় গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছে। কাপ্তেন লুইনের মতে কালিন্দীরাণীর অত্যাচারই ইহাদের এদেশ পরিত্যাগের প্রধান কারণ। আমার তাঁহার পরবর্ত্তী ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ. ডব্‌লিউ. পাউয়ার বলেন*, "অধিক সংখ্যক চাক্‌মা ২ নম্বর সার্কেলের ফেণীতীরে বসবাস করে। তাহারা নিষ্কর ভোগদখলেই অভ্যস্ত হইয়াছে। যখন করের দাবী হয়, তখনই নদীপথে পার্ব্বত্যত্রিপুরায় চলিয়া যায়।" কিন্তু "রাজমালা"য় দেখিতে পাই †, "চীন-লুসাই অভিযানকালে 'কুলিধরার' ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাক্‌মা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায় উপনীত হইয়াছিল।" এইরূপে 'নানামুনির নানামত' থাকিলেও আমরা পুনরায় বলিব, জুমের নিমিত্ত নিত্য নূতন ভূমির প্রয়োজন হওয়াতেই তাহারা বাধ্য হইয়া এদেশে-ওদেশে ঘুরিতেছে। তথাকার ভূমির উর্ব্বরতাও কিঞ্চিৎ অধিক থাকিবার সম্ভব। জীবিকানির্ব্বাহ অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য বুঝিলে

পার্ব্বত্যত্রিপুরার বিস্তার।

* Letter No. 317, dated - 20-4-1876.

† প্রথমভাগ, চতুর্থ অধ্যায়—৩১ পৃষ্ঠা।

লোক তৎপ্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মদীয় এই বাক্যের সমর্থনকল্পে বলিতে পারা যায়, জুমোপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমির লোভে গত ৩।৪ বৎসরে প্রায় চারি পাঁচ সহস্র পরিবার চাকমা, গভর্ণমেণ্টের শাস্তির ভয় উপেক্ষা করিয়া, মাইয়নী রিজার্ভে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা জেল খাটিতে প্রস্তুত, তথাপি জুমের জন্য যে উৎকৃষ্টভূমি পাইয়াছে, তাহা ছাড়িতে চাহে না। অগত্যা গভর্ণমেণ্টকেই বাধ্য হইয়া "রিজার্ভ" ছাড়িয়া দিতে হইতেছে! সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় মাত্র চাকমাদিগের বসতি আছে। কিন্তু কেবল পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই ইহাদের সংখ্যা অপর দুই জিলার সম্মিলিত সংখ্যার প্রায় নয়গুণ হইবে। মঘ, ত্রিপুরা, মুরুং, পাঙ্খোজ, বনজুগী ইত্যাদি লইয়া এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের যাবতীয় অধিবাসীসংখ্যার প্রায় তৃতীয়াংশেরও অধিক চাকমা। আর যে সকল চাকমা অদ্যাপি চট্টগ্রামে আছে, বলাবাহুল্য তাহারা —জুমের প্রলোভনে পড়িয়া যাহারা অন্যত্র যায় নাই, তাহাদেরই বংশধরমাত্র।

পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকবসতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া বিভিন্ন "আদম" (গ্রাম) গঠিত ; কারণ পরস্পরের আচার ব্যবহারে এমন কি কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত পার্থক্যনিবন্ধন বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সমাজ না থাকিলেও নয়, পরকীয়-নির্ভরতা মনুষ্যের এক বিশেষ ধর্ম্ম। আমরা সমাজ-জীব। সমাজ না থাকিলে যেন বাঁচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জুমের লাঞ্ছনায় এই পার্ব্বতীয়রাজ্যের "আদম" গুলিতে পরিবার সংখ্যা তত অধিক থাকিতে পারে না। ৫০।৬০ এর অধিক পরিবার বেষ্টিত "আদমের" সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বিগত সেন্সাসরিপোর্টে দেখা যায়, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ২৯৭ খানি গ্রামের মধ্যে ৫০০ শতের অনধিক লোক বিশিষ্ট ২১১, তদধিক হাজার পর্য্যন্ত লোক লইয়া ৬৬, হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লোকের ১৮, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধসংখ্যা ২৩৭০ জন লোকবিশিষ্ট একখানিমাত্র গ্রাম আছে। "আদমের" প্রতিষ্ঠাতা বা আদমবাসীদিগের প্রধানতম ব্যক্তির নামেই "আদম" প্রথিত হইয়া থাকে।

পার্ব্বতীয় গ্রামের অবস্থা।

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখাইয়া আসিয়াছি, চাকমারাজা ও (রিগ্রাছা শ্রেণীর) বোমাংরাজা বহুদিন হইতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। অনন্তর ইংরেজাধিকারে মঘদিগের পালৈংছা শ্রেণী হইতে উত্তরাংশের জন্য অপর

এক সরদার (chief) নিয়োজিত হন, তিনি মঙ্‌ রাজা (১) নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে ইহাঁরা

স্বজাতীয় প্রজা।

কেবলমাত্র স্বস্ব জাতির উপরেই কর্তৃত্ব করিতেন। প্রজা যেখানে থাকুক না কেন, স্বজাতীয় রাজার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য ছিল। অনন্তর যখন এই রাজাদিগের সার্কেল (Circle) নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সেই সময়ে কাপ্তেন লুইন বলেন *,—"* * * সত্যবটে, সামান্য কয়েক ঘর চাক্‌মা ফেণীকূলে (প্রস্তাবিত মঙ্‌ সার্কেলে) বাস করিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে (চাক্‌মাদিগের শাসন কর্ত্রী কালিন্দী) রাণীর সার্কেলে উঠিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারা যায়।" সুতরাং তাহাদিগকে জাতীয় শক্তির শাসনাধীনে রাখিতে মাননীয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরও প্রখর দৃষ্টি ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের

* Letter No. 532, dated—1-7-1872.

সার্কেল বিভাগ

১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয়গভর্ণমেণ্ট চাক্‌মা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মঙ্‌ সার্কেলের সীমা (২) নির্দ্ধারিত করেন †। তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, রাজগণ স্বস্ব সার্কেলের এলাকাধীন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ভিন্ন অপরাপর

† Letter No. 1985—797 L. R.

---

(১) ইংরাজী Bohmong এবং Mong শব্দের অনুকরণে বোমাং ও মঙ্‌ লিখিতে হইল। সাধারণে ইঁহারা 'পোমাংরাজা' ও 'মানরাজা' নামে প্রসিদ্ধ।

(২) বর্ত্তমানে——

চাক্‌মাসার্কেলের পরিমাণ ২৪২১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৭৬৩ বর্গমাইল গভঃ রিজার্ভ ;
বোমাং " " ২০৬৪ " " ৬২০ " " " ;
মঙ্‌ " " ৬৫৩ " , " রিজার্ভ নাই।

১৯০১ অব্দের আদিমসুমারী মতে অধিবাসী সংখ্যা--

	চাক্‌মা সার্কেল	বোমাং সার্কেল	মঙ্‌ সার্কেল
চাক্‌মা	৩৬২০৭	১৯৪২	৬১৮০
মঘ	৬২২৩	২১৭৭৯	৬৭০৪
ত্রিপুরা	১৬২৭	৩২০৩	১৮৫১১
কুকি	৬৭৮ }	১৪৬৮	—
কুমি	১ }		
মুরং	৩০৮	১০২৩২	—
পাঙ্খো ও বনজুগী	—	৯৩৭	—
মুসলমান	২০৫৬	২৭২৮	১৯২

প্রজামাত্রকেই শাসন করিতে পারিবেন। সুতরাং এই অধিকারে বাস করিলে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তত্তৎ প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে (১)। ইহাতে বিজাতীয় রাজার অধীনে জাতিগত আভ্যন্তরীণ বিচারাদি ভাল চলিবে না আশঙ্কা করিয়া প্রজাসাধারণ বিচলিত হইল; তাহারা ইচ্ছামত সার্কেল হইতে সার্কেলান্তরে ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল যে, ১৮৯২ সালের আইনদ্বারা গভর্ণমেণ্ট উক্ত সার্কেলবিভাগ দৃঢ়তর করিবার কালে চাষাদিগের নিমিত্ত এক বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। যথা;—

"(ষোড়শ)—দেশান্তর গমন ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি এবং পলাতকগণ।

"চাষী রায়তের এক সার্কেল হইতে অন্য সার্কেলে পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হইলেও তৎপ্রতি অনুৎসাহ প্রদর্শিত হইবে। কোন চাষীরায়ত সে যে সার্কেল, তালুক এবং মৌজা ছাড়িতে ইচ্ছা করে, তাহার যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত দেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেক না। চিফ্, তালুকদেওয়ান ও হেড্ম্যান ঈদৃশ দেশান্তর গমনের ইচ্ছাযুক্ত দায়িক এবং তদীয় সম্পত্তি (স্থানীয় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ) এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে পারিবার ক্ষমতাশালী। পলায়িত কালের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে কোনও পলাতককে পূর্ব্বপরিত্যক্ত সার্কেলে পুনর্বসতি করিতে দেওয়া হইবে না।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, "জুম" চাকমাগণের প্রধান উপজীবিকা; সুতরাং ইহাদের প্রায় অধিকাংশই জুমিয়া প্রজা। পরবর্ত্তী নিয়মে গভর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জুমের উপযুক্ত ভূমির নিমিত্ত তাহারা সার্কেলান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। একবার কয়েক পরিবার মিলিয়া কোন নূতন স্থানে "আদম" স্থাপন করিলে, সেখানে থাকিয়া যে কয়েক বৎসর জুমোপযোগী ভূমি পাইতে পারে—ততকাল বেশ স্থায়ী আবাসের মত 'মায়া-মমতা' দেখায়; আম কাঁঠালের গাছপর্য্যন্ত

জুমিয়াদের স্থান পরিবর্ত্তন।

হিন্দু ও অপর	১৬৯২	১৭৮৩	৩৮১
মোট	৪৮৭৯২	৪৪০৭২	৩১৮৯৮
প্রতিবর্গমাইলে	২৯.৪	৩০.৬	৪৮.৮

(১) পরন্তু ১৮৯৮ ইংরাজীর এক গভর্ণমেণ্টপত্রে (No. 543 P. D.) দেখা যায়, রাণী কালিন্দীই এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কেননা তিনি ১৮৬৯ অব্দে বোমাংরাজাকে শঙ্খনদীর দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী চাক্মাপ্রজার উপর তাঁহার কোন দাবি নাই বলিয়া এক লিখিত একরার নামা প্রদান করিয়াছিলেন। নতুবা এই পত্রে সরকার পক্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মাত্র চাক্মারাজই সমগ্র চাক্মাজাতির অধিনায়ক ছিলেন।

তুলিয়া থাকে। ৪।৫ বৎসর পরে তথা হইতে জুমের ভূমি সংগ্রহ দুঃসাধ্য হইলে "আদম" বাসী সকলের পরামর্শ ক্রমে স্থানান্তরে গিয়া অপর এক নূতন "আদম" সংস্থাপিত করে। তাহাতে মত-ভেদ হইলে কোন কোন পরিবার অপর 'আদমে' বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার কোন নূতন পরিবার আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া থাকে। এইরূপে একই জীবনে কত যে পরিবর্ত্তন-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা নির্ণয় নাই। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে অনেকে লাঙলের চাষেরদিকে মনোযোগ দিয়াছে। ইহাতে, আবাদ করিয়া তুলিতে পারিলে প্রতিবৎসর এক ভূমিতেই চাষ চলে। সুতরাং তদ্দ্বারা একস্থানে স্থায়ী ভাবে থাকিবার সুবিধা পাওয়া যায়। এইকারণে সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই চাষ ধরিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্থায়ী বাড়ীও বিনির্ম্মিত হইতেছে। তবে এখানকার জমিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। তাই অনেকে পরিপাটী 'বাড়ীঘর' করিতে সাহস করে না। পক্ষান্তরে বাড়ীঘরের প্রতি মমতা না জন্মিলে স্থান পরিবর্ত্তনের লোভও অসম্বরণীয় হয়। বস্তুতঃ ভাসমান্ জীবন কতই না কষ্টদায়ক!

স্থায়িনিবাস।

"আদমের" পরিবারগুলি যথাসম্ভব ঘন সন্নিবিষ্ট। এমন কি, অধিকাংশ "আদম" দেখিতে একবাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। অনেক পরিবারে একাধিক গৃহ নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারে লোকসংখ্যা অধিক হইলে মাত্র ততোধিক গৃহ প্রয়োজন হয়। কেবল ধনবান ও সমাজে সম্ভ্রান্ত মহাশয়দের "ঢেঁকীশাল" (ঢেঁকীঘর), "গরুর উরা" (গোয়ালঘর) প্রভৃতি দু'এক খানি অতিরিক্ত গৃহ থাকে। সচরাচর প্রধান গৃহ প্রায় চারিহাত উচ্চ মঞ্চোপরি প্রস্তুত হয়। "ঢেঁকীশালা"দি অতিরিক্ত ঘরগুলি ব্যতীত আর সমস্তই একমঞ্চে গ্রথিত, এবং সেই সমতল মঞ্চে "ইজর" (আঙ্গিনা) ও গঠিত হইয়া থাকে। 'উঠানামা'র নিমিত্ত সদর ও খিড়্কির পথে দুই খানি "সাঁকো" (ধাপ্) দেওয়া হয়। এই সিড়ি রাত্রিকালে গাছের হইলে উল্টাইয়া এবং বাঁশের হইলে সরাইয়া রাখে, যেন চোর অথবা কোন হিংস্রজন্তু উঠিবার সুবিধা না পায়। এই সকল মঞ্চগৃহ দেখিতে বড়ই সুন্দর। চলাফেরা, কাজকর্ম্ম সমস্তই যেন দ্বিতলের উপর হইতেছে। জলতোলা এবং দৈবপ্রয়োজন ব্যতিরেকে বড় একটা নামিতে হয় না। সাধারণ পরিবারে এই মঞ্চের নিম্নে মোরগ ও শূকরের "ল র" থাকে।

আবাস প্রথা।

সম্ভবতঃ হিংস্রজন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিতেই মঞ্চের ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে।

মতান্তরে – ব্রহ্মদেশবাসী হইতে তাহারা ইহা অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ হয়। কারণ, অপরাপর পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যেও এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পাহাড়ীদের কেহ কেহ বলে, মৃত্তিকায় শয়নে অকালে চুল পাকিয়া যায়; তজ্জন্য বাসগৃহ মঞ্চ-বিশিষ্ট হওয়াই প্রশস্ত। ইহা অবশ্য আনুষঙ্গিক যুক্তি। জানিনা, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কতদূর কার্য্য করিতেছে। সে যাহাহউক অধুনা সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে মঞ্চ ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহাদের গৃহগুলি ও বাঙ্গালী-'বাঙালা' অনুকরণে সংস্কার লাভ করিতেছে।

ঘরগুলি প্রায়ই বাঁশদ্বারা প্রস্তুত। অনেক সম্ভ্রান্ত স্থায়ী অধিবাসী গাছের খুঁটি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। "কুরুকপাতা," "পিডালিপাতা," বাঁশপাতা এবং শণের ছানিই সচরাচর প্রচলিত। বাঁশ চতুর্দ্দিকে সুলভ হইলেও তদ্দ্বারা ছানি অদ্যাপি দেওয়া আরম্ভ হয় নাই। সাধারণ পরিবারের ঘরখানি প্রায়শ নিম্নাঙ্কিত নক্সায় গঠিত।—

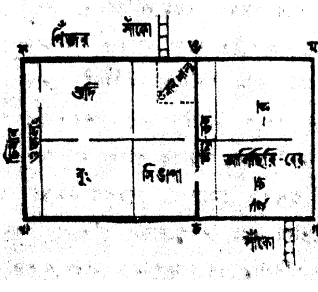

বলাবাহুল্য এই ঘরগুলির দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থই বৃহত্তর। চিত্রের বিবৃত ব্যাখ্যা যথা—

ক খ গ ঘ একই মঞ্চে নির্ম্মিত। গ ঘ ঙ চ "ইজর" অর্থাৎ সম্মুখীন প্রাঙ্গণ, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অনাবৃত। ইহার মঞ্চের বাখারীগুলিতে কিছু কিছু ফাঁক থাকে; বাহির হইতে আসিয়া পা ধুইলে তাহাতে জল সরিয়া পড়িতে পারে। "ইজর" ভিন্ন অপরাংশের উপর অর্থাৎ ক, খ, চ, ঙ, একখানি দোচালা গৃহ। গৃহ-মধ্যের মঞ্চে বাঁশের চ্যাচাড়িগুলি এমন সুন্দরভাবে পাতা হয় যে, তদুপরি গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা করে। চাল কিছু নীচ; ইজরের কতেকাংশ গৃহবহির্ভূত চালের দ্বারা রক্ষিত থাকে; সেই ছাঁচ্‌তলাকে "চানাত্তল" বলা হয়। "ওজলং" বারেন্দা বিশেষ। তদ্ভিন্ন সমুদয় গৃহ চারি প্রধান কামরায় বিভক্ত। "গুদি"—শয়ন কক্ষ; "বুং" বা "কুদি"—ভাণ্ডারখানা, গোলা ইত্যাদি; "সিঙাপা" অতিথি-অভ্যাগতের নিমিত্ত রক্ষিত এবং অবশিষ্ট কামরার কিয়দংশ ঘেরিয়া "উনানশাল" অর্থাৎ পাককক্ষ প্রস্তুত হয়, বাকী অংশে বসিয়া আহারাদি চলে। "গুদি" বা সিঙাপা'র মধ্যস্থলে ঈষদুচ্চ একটি বেদী রাখা হয়, তাহাতে শীতকালে অগ্নিরক্ষা করিয়া থাকে। "ওজলঙের" বহিঃপার্শ্বের নাম "চিথান", এবং বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগকে "পিজর" বলে। বিবাহিতের সংখ্যা লইয়াই শয়নকক্ষ কমবেশ হয়; অবিবাহিতেরাও "সিঙাপা"য় থাকে। "সাঁকো" (সিড়ি) সচরাচর একখানি গৃহের সম্মুখে এবং অপর একখানি "উনানশালের" পার্শ্ব দিয়া থাকে। বর্ত্তমানে কোন কোন বাড়ীতে অবরোধ-প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। "ইজরের" মধ্যখানে বেড়া ("আলছিরিবের") দিয়া অন্দর-মহল বিভাগ করে; একপার্শ্বে ক্ষুদ্র একখানি দ্বার থাকে মাত্র। এবং "সিঙাপা" ও "উনানশালের" মধ্যবর্ত্তী দ্বার বন্ধ করিয়া তাহা "ইজর" ও "উনানশালের" মধ্যে খুলিয়া লয়। কিন্তু ভদ্র পরিবার ভিন্ন সাধারণ চাক্‌মাগণ যদৃচ্ছাক্রমে এবম্বিধ পর্দ্দা খাটাইতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদিগকে রাজানুমোদন গ্রহণ করিতে হয়।

ঘরের বিবরণ।

আদমের এই ঘর ভিন্ন, জুমিয়াগণ বন্যপশুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুমক্ষেত্রের মধ্যস্থিত উচ্চতম শৃঙ্গোপরি আর একখানি গৃহ প্রস্তুত করে, যেন তাহাতে থাকিয়া সমুদয় জুমক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করা চলে। পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে নির্ম্মিত হয় বলিয়া চাক্‌মাগণ ইহাকে

"মইল্‌ ঘর" (১) নামে অভিহিত করে। ইহা তিন চারিমাসের ব্যবহার্য্যোপযোগী করিয়া অতি সামান্য ভাবেই প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু দূর হইতে সেই শৈল শৃঙ্গোপরি গৃহ অতিশয় মনোরম দেখায়। কাপ্তেন লুইন বিমুগ্ধকণ্ঠে বলিয়াছেন, "This reminds one of Isaiah's solitary lodge in a garden of cucumbers!" অর্থাৎ "ইহা কোনও ব্যক্তিকে ঈশার সশা-বাগানের মধ্যস্থিত নির্জ্জন বাসস্থান স্মরণ করাইয়া দেয়!"

[২]

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় মাত্র চাক্‌মাদিগের বসতি আছে। ১৯০১ ইংরাজীর আদম সুমারীতে দেখা যায়;—

জেলার নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
চট্টগ্রাম	৪৬৭	৪১২	৮৭৯
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	২৩,৫২৬	২০,৮০৩	৪৪,৩২৯
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	২,৪৩২	২,০৭৮	৪,৫১০
সর্ব্বমোট	২৬,৪২৫	২৩,২৯৩	৪৯,৭১৮

সুতরাং চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্যত্রিপুরার সমষ্টিতেও পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের প্রায় নবমাংশ মাত্র। তন্মধ্যে আবার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে—

চাক্‌মা সার্কেল		বোমাং সার্কেল		মঙ্‌ সার্কেল	
৩৬,২০৭		১,৯৪২		৬,১৮০	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৮,৯৫৩	১৭,২৫৪	১,১০৯	৮৩৩	৩,৪৬৪	২,৭১৬

বাস করিতেছিল। তাহা হইলে বোমাং সার্কেল এবং মঙ্‌ সার্কেলের যোগফলে চাক্‌মা সার্কেলের চতুর্থাংশও নহে। পক্ষান্তরে মঙ্‌ সার্কেলের সহিত তুলনায়

(১) মইলং—শূন্য; ঘর—গৃহ—শূন্যগৃহ অর্থাৎ শৃঙ্গোপরি নির্ম্মিত গৃহ।

অনুপাত।

চাক্‌মা সার্কেলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক বটে, কিন্তু বোমাং সার্কেলে তাহার বিপরীত। চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরার স্ত্রীলোকের পরিমাণও চাক্‌মা সার্কেলের সহিত আর সমানুপাতে হইবে।

পক্ষান্তরে ইহাদিগের মোট সংখ্যা—

১৮৭২ সালের গণনায় ২৮,০৯৭ ;
১৮৮১ ,, ,, ২২৬ ;
১৮৯১ ,, ,, ৪২,৫৫৬ ;
১৯০১ ,, ,, ৪৯,৭১৮।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় এই ২২৬ জন মাত্র হ্রাসীকৃত হইয়াছে! ১৮৭২ সালে ২৮,০৯৭ এবং ১৮৯১ সালেও ৪২,৫৫৬; সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কিরূপে এত কমিয়া যাইতে পারে? প্রত্যুত আর্ রিজ্‌লীও লিখিয়াছেন *, "আদম সুমারিতে এরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে যে, তাহার কোন কারণ দিতে পারি না।" গণনায় এত ভুল হওয়াও অসম্ভব। এইমাত্র অনুমান করা যায়, গণনাকারিগণ পার্ব্বত্যপ্রদেশের চাক্‌মাদিগকে অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ১৮৭২ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত স্থূল হিসাব করিলে, এই গত ২৯ বৎসরে শতকরা বার্ষিক ২·৬৫ জন বাড়িয়াছে; তাহাতে কিন্তু শেষ দশবৎসরের বৃদ্ধির গড় বার্ষিক শতকরা ১·৭৪ জন মাত্র।

* Tribes and castes of Bengal, P.—172.

বৃদ্ধিরগড়।

[৩]

কোন কোন ইতিহাসলেখক বিশেষতঃ কাপ্তেন লুইন এবং তদীয় অনুবর্ত্তী আর্ রিজ্‌লী চাক্‌মাজাতিকে ভিন্ন প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখাইয়াছেন; যথা,—চাক্‌মা, টংচঙ্গ্যা এবং দৈংনাক। কিন্তু আরাকানের ইতিবৃত্ত লেখক কর্ণেল কেইসী (Thek) থেক্ অর্থাৎ চাক্‌মা ও দৈংনাকদিগকে পরস্পর বিভিন্ন জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন †, "দৈংনাকেরা "থিক্-বা-নাগো" নামে পরিচয় দেয়। × × × সম্ভবতঃ তাহারা দাসরূপে আগত বাঙ্গালীদিগের সন্তান-সন্ততি হইবে; কালে—আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য

† Bengal Asiatic Society's Journal No 117, P. 1841.

শাখা-তথ্য।

পড়িয়াছে। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।” কাপ্তেন লুইন ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন *, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি (কর্ণেল ফেইরি) ভুল করিয়াছেন। দৈংনাকেরা যে চাক্‌মাগণেরই অন্যতম শাখা, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অনুমান ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা জানবক্স খাঁর শাসনকালে দৈংনাকেরা পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়াছে। বিবাহসম্বন্ধীয় গোলযোগই ইহার প্রধান কারণ। রাজা তাহাদিগকে সর্ব্বসাধারণের সহিত বিবাহ চালাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পুরুষপরম্পরাগত প্রথার বিরোধী। এজন্য তাহারা অস্বীকৃত হয় এবং পলায়ন করে। যাহা হউক, এক্ষণে দৈংনাকেরা ক্রমে ক্রমে ভূতপূর্ব্ব স্বজাতীয়দিগের সন্নিহিত হইতেছে। কক্সবাজারের পাহাড়ে কয়েক পরিবারের বাস দেখা যায়। তাহারা এখনও পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাহারা বলিয়া থাকে,—তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ণফুলী-তীরে বাস করিত। যদিও দীর্ঘকাল আরাকান-বাস-নিবন্ধন তাহারা তত্রত্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে বিকৃত বাঙ্গলাশব্দও অনেক আছে।” বলাবাহুল্য, সার্ রিজ্‌লীও স্বচ্ছন্দে ইহার অনুসরণ করিয়াছেন (১)।

* 'The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein, P.—64-65.

ঐতিহাসিক-ভ্রম।

সত্যকথা বলিতে কি, ইহারা সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দৈংনাকেরা চাক্‌মাজাতির শাখাবিশেষ, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাদের এই বিভিন্নতা উল্লিখিত কারণে নহে। দৈংনাক শব্দটী হইতেও বুঝা যাইতেছে, ইহার মূল ব্রহ্মদেশে। “দেঙ্‌গ্যাওয়াদি-আরেদফুং” অর্থাৎ ‘আরাকান-কাহিনী’ হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, খৃষ্টীয় ১৩৩৩-৩৪ সনে আরাকানাধীশ্বর মেঙদির প্রধান মন্ত্রী উচ্চব্রহ্মের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজাকে পরাজিত করিয়া, ১০০০০ চাক্‌মাপ্রজার সহিত তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া আনেন। এই প্রজাগণকে আরাকানের অন্তঃপাতী ‘এংখ্যং’ এবং ‘ইয়ংখ্যং’ নামক স্থানদ্বয়ে বসতি করিতে দেওয়া হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বতন উপাধিও পরিবর্ত্তিত করিয়া “দৈংনাক” আখ্যা দিয়াছিলেন। কর্ণেল ফেইরী কেন ইহা জানিতে পারিলেন না, বুঝিলাম না। পক্ষান্তরে কাপ্তেন লুইন কিরূপে দৈংনাক ও টংচঙ্গ্যাদিগকে বিভিন্ন দেখাইতেছেন, ভাবিয়া বিস্মিত

(১) Vide—"Tribes and castes of Bengal," P, 170.

হইতেছি! অনেক প্রাচীন চাক্‌মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, 'দৈংনাক' শব্দটীও তাহাদের অজ্ঞাত। পরন্তু মঘেরা টংচঙ্গ্যাদিগকেই দৈংনাক নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই দুই নামধের জাতি নিশ্চিতই অভিন্ন। কাপ্তেন লুইন দৈংনাকদিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কক্সবাজারের নিকটবর্ত্তী পাহাড়-বাসী ছাক্-(Tsac—Burm.) দিগের প্রতিই

ছাক্ সম্প্রদায়।

লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ চাক্‌মা-সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় মঘীশব্দ যথেষ্ট, এবং আচারগত বৈলক্ষণ্যও বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। মামতভগ্নী না হইলে ইহারা বিবাহ করিতে পারে না; সেই কারণে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা অত্যধিক। বিবাহের পণস্বরূপ কন্যাকর্ত্তাকে সহস্রাধিক ডিম দিতে হয়। ইত্যাদি—

অনন্তর কাপ্তেন লুইন টংচঙ্গ্যাদিগের অপর কাহিনী বলিয়াছেন *, "১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরমবক্স খাঁর রাজত্বকালে ৪০০০ টংচঙ্গ্যা চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়াছিল, তাহারা ফাপ্রুনামা তাহাদের অন্যতমকে দলপতি মনোনীত করিতে চাহে; কিন্তু রাজা ধরমবক্স

টংচঙ্গ্যা-কাহিনী।

খাঁ ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অধিকাংশ আরাকানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর্ত্তমানে (১৮৬৯ খৃঃ অব্দে—এখানে) ইহাদিগের সংখ্যা ২৫০০। প্রাচীনেরা আরাকানী ভাষায় আলাপাদি করে; পরবর্ত্তী পুরুষ অন্যদের (অর্থাৎ চাক্‌মাদিগের) অনুকরণে বিকৃত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে।" ইহার সহিত আমাদের মত সম্পূর্ণ এক নহে; যাহা কিছু সামান্য আপত্তি, সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অপর একজন লেখক (১) বলেন †, "(পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর বিজয়গিরি) আর স্বদেশে না যাইয়া সখ্যভাবে আরাকানরাজের সহিত আরাকানেই অবস্থান করেন। এই সময়ে তংচঙ্গীয়াগণ অর্থাৎ আরাকানের পাহাড়ী জাতির অপর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া চাক্‌মার অনুকরণে কথাবার্ত্তা

* The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein, P.—64-66.

† "পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম ও চাক্‌মাজাতি"—"অঞ্জলী", ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১১৫ পৃঃ।

(১) যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ইনি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের স্কুলসমূহের প্রবীণ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বড়ুয়া।

কহিতে শিখিলেও, চাক্‌মাগণ তাহাদিগকে আপন সমাজভুক্ত করিয়া লয় নাই; এমন কি, বিবাহাদি কার্য্যে কোনরূপে ইহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। চাক্‌মারা সাধারণতঃ ইহাদিগকে একটুকু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।” প্রবন্ধলেখক ‘আরাকানের পাহাড়ী—তংচঙ্গীয়াদিগের’ আর কোন পূর্ব্ব বিবরণ দেখাইয়া যান নাই। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই মনে হয়, তাঁহার এ ধারণা—“দেঙ্গ্যাওয়াদি-আয়েদফুং” এর বর্ণনার সামান্ত রূপান্তর মাত্র! ‘এংথ্যং’ ও ‘ইয়ংথ্যং’বাসী দৈংনাকেরাই ‘আরাকানের পাহাড়ী—তংচঙ্গীয়া’ হইবে। অতএব এক্ষণে আমরা আরও দৃঢ়তার সহিত দৈংনাক এবং টংচঙ্গ্যাদিগকে এক অভিন্ন জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

“গোষ্ঠী” ও “গোছা”।

যাহা হউক আলোচিত মূল চাক্‌মাদিগের বিবরণী-বিশ্লেষণই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সকল শাখার সহিত উহাদের সামাজিক কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগের কথা লইয়া অযথা সময়ক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমানে চাক্‌মাগণ বহুবিধ “গোষ্ঠীতে” (বংশে) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার নানা “গোষ্ঠী” হইতে কতিপয় পরিবার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন “গোছা” (১) গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন “গোষ্ঠীর” যে কয় পরিবার এক স্থানে বাস করে, তাহারা অধ্যুষিত স্থান, সন্নিহিতা নদী, বা দলের প্রধান ব্যক্তির নাম কি তদীয় পৌরুষ-প্রসিদ্ধিযুক্ত “গোছায়” আখ্যাত ও পরিচিত হয়। অদ্যাপি অপরিচিত চাক্‌মাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে,—“তুমি কার গোছা” অর্থাৎ কোন্ গোছা-ভুক্ত? উত্তরে যে গোছার নাম করে, তদ্দ্বারা জানিতে পারা যায়—তাহারা কোন প্রসিদ্ধ দলপতির ক্ষমতাধীন! এমন কি, বাড়ী কোথায়,—তাহারও অনেকটা ধারণা ইহাতে জন্মে। কালক্রমে এক গোষ্ঠীর লোক নানা গোছার অধিকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং “গোষ্ঠী”পরিচয়ে “গোছার” তত্ত্ব জানিবার সুবিধা এক্ষণে নাই। এক “গোছার” কোনও “গোষ্ঠী”-সম্ভূত কেহ যদি অপর “গোছার” অধীনে গিয়া বাস করে, কিছু কাল পরে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী “গোছার”

(১) সংস্কৃত গুচ্ছ শব্দ হইতে বাঙ্গালার গোছা শব্দ উৎপন্ন। চাক্‌মাদিগের এই “গোছা” আখ্যাও সমষ্টি পদ বাচক। কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ এত বিকৃত যে, “গোছা” বলিতে “গোবা” এবং “গোষ্ঠী” বলিতে “গুত্তি” শুনায়।

সহিত তাহার ব্যক্তীয় সম্পর্ক চলিয়া যায়, তখন হইতে তাহাকে শেষাবলম্বিত "গোছায়" অভিহিত করা হয়। কিন্তু পুরুষের "গোষ্ঠি" কোন রূপেই পরিবর্ত্তিত হয় না; বিবাহে স্ত্রীলোকের অবশ্য গোষ্ঠ্যন্তর ঘটে। যদি কোন বিধবা শিশু সন্তান লইয়া ভিন্ন গোছা ও ভিন্ন গোষ্ঠীতে পুনঃ পরিণীতা হয়, তাহা হইলে সেই মহিলার "গোষ্ঠী" ও "গোছা" পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্বামীর শিশুর পিতৃ-গোষ্ঠী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহারা যতদিন যাবৎ মাতার "গোছায়" তত্ত্বাবধানে রহে, ততদিন তাহাদের "গোছায়" পরিচিত হয়; অনন্তর স্বাধীন ভাবে অন্য "গোছা" অবলম্বন করিলে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এক কথায়—পিতৃকুল লইয়া "গোষ্ঠী" এবং বাসস্থান-ভেদে "গোছা" আখ্যাত হইয়া থাকে। অধুনা মৌজা-বিভাগ হইয়া বংশমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতা বিবেচনায় 'হেড্‌ম্যান' (Headman) নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হওয়াতে গোছা-বিচারে ক্রমেই অসুবিধা ঘটিতেছে। কালে বোধ হয় "গোছা" আখ্যাই বিলুপ্ত হইবে।

চাক্‌মাদিগের বংশ বিভাগে তিব্বতীয় এবং দার্জ্জিলিঙের লিম্বুদিগের সহিত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে (১)। নামগুলিতে পূর্ব্বপুরুষের আশ্চর্য্য সাহসিকতা এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটিত হয়। কোন "গোষ্ঠীর" পূর্ব্ব পুরুষের কাহারও উপবেশনে 'পিড়া' ভাঙ্গিয়াছিল, এজন্য তদীয় বংশধরেরা "পিড়াভাঙা গোষ্ঠি" নামে পরিচিত। সেইরূপ জনৈক কুড়ে ব্যক্তির "গোষ্ঠী" "কুর্য্যা" (২) বিশেষণে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ 'ভূত', 'কাঁকড়া' 'রগপাগলা' ইত্যাদি নানা "গোষ্ঠী" আছে। অবশ্য বংশের প্রধান ব্যক্তিরই বিশেষত্ব লইয়া 'গোষ্ঠীর' বিশেষণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। "গোছার" আখ্যাও দলপতির গৌরব প্রকাশক, বা আবাসস্থানের (৩), কি সন্নিহিতা নদীর নামবাচক হয়।

অপূর্ব্ব আখ্যা।

ধুর্য্যা, কুর্য্যা, খাবানা, পিড়াভাঙা ইত্যাদি নেতৃচতুষ্টয়ের নামানুসারেই সর্ব্ব প্রথমে চারিটী গোষ্ঠি গঠিত হয়। এই চারি গোষ্ঠি লইয়াই বংশ বিভাগ আরম্ভ

---

(১) Vide—Tribes and castes of Bengal, P. 59.

(২) ইহারা এবং চট্টগ্রামেরও কোন কোন স্থানের লোকেরা কুড়ে অর্থাৎ অলসকে কুর্য্যা বলিয়া থাকে।

(৩) অধিবাসের মধ্যে বসতি স্থানে নামানুসারে বংশের আখ্যা হয়।

হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তৃত—অতিবিস্তৃত হইয়া স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব নামানুসারে গোষ্ঠীর নাম প্রচার করে। স্থল-বিশেষে বা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লইয়া রহস্য করিতে করিতেও তৎবংশধরেরা সেই কৌতুক-গর্ভ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। যেমন,—কেহ খুব বেশী কলা খাইত, তাহার বংশীয়েরা "কলা গোষ্ঠী", এক পরিবারে সাত সহোদর ছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা "সাত ভাইয়া গোষ্ঠী" প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র চাক্মা সমাজ কত যে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে নির্ণয় করা দুরূহ। আমি বহুল চেষ্টায় এ যাবৎ ১৩৩ ত্রয়োত্রিংশত্যধিক শত সংখ্যক গোষ্ঠীর সন্ধান পাইয়াছি। যথা—ধুর্য্যা, নিনান্ধ্যা, কাঠোয়া, রামদালিকা, মুলিখাজা, ভেলে, কাত্তুয়া, বোয়া, নামুকতুয়া, পোয়াকামার্য্যা, কোমরেং, জান্দর, গুইয়া, তুদা, ধাবানা, মিঠা, লোয়ান্যা, কার্ব্বুয়া, সিংহাসর্প, আনন্দ্যা, কলা রাঙ্যাছিলন্যা, বাঙ্গালী, সেবার্য্যা, সকুয়া, মানিয়া, চাদং, করম্যা, সল্যা, পঁচা, ইচাপঁচা, ঋাংথং, বামনচেগে, কাঁকড়া, শেঠ্যা, পুংঝা, চগড়া, মুখচোরা, পিড়াভাঙ্গা, কুর্য্যা, বালকা, বরৈবেচা, কলাচেম্, কাঙ্, তিনভেদা, বড়কুর্য্যা, ছোটকুর্য্যা, চায্যা, বংগা, ভবা, তদেগা, সামঝা, সাতভাইয়া, সুরেশ্বরী, পেড়ংছারী, নেন্দাব, তেতৈয়া, আউনাপুনা, কাউয়া, ভদং, ভূত, ক্যাক্দড়া, অমরী, ভিন্দিলী, ওয়াংঝা, গজাল, লোহঝাওোয়া, নাদকুতুল, হাগরা, ভেঙেয়া, বুংচেগে, মেস্তর, লুলাং, ভুরুমা, চেগে, বহলা, বান্যাব, মঘ, গোদা, সিঙ্গিরাপুনা, চৈদানী, চানৈ, দোজা, কপাল্যা, সম, সর্দ্দার, কাগুনিকাল, বেংকাবা, কম্বল্, কাশমাণিক, হাত্তীপুংঝা, ইন্দুরতালা, কালাপিলাবাপ, ভুলা, কালাবাঘা, পিঙরতাঙা, কাল, শেষ্যা, রসিরী, বাবুরা, গজাল্যা, মানাইয়া, লে হাকন্দা, বাঘওঝা, করেংগিরি, ভগতপ, সেবেয়া, নারাণ, ধেচ্যোয়া, আমু, শিক্কা, রাক্কোয়াবাপ্, আগুণিকণা, রণপাগলা, কাক্কিনা, কাট্টোয়া, জাদি, পার্ব্বোয়া, বরৈয়া, সরইয়া, জাল্যা, শেলছ্যা, শেলপাত্যা, চাত্তন্যা, পৈয়ব, মুলিয়া, তালুকদার, খাট্যাল, চেলীপুনা, মেন্দর, চর্কভা, মৈষচরা, কালা-পেনজাডি ইত্যাদি। এরূপ গোষ্ঠী আরও যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, থাকিলেও তৎপরিমাণ অতি সামান্যই হইবে।

বংশ বিভাগ।

ধুর্য্যা, কুর্য্যাদি নেতৃগণ যাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিত, তাহারাও চারি দলে বা "গোছায়" বিভিন্ন ছিল, এবং তৎসমুদায় "গোছা"ও অধ্যুষিত স্থানের নাম,

বা অধিনায়কের নাম কি বিশেষত্ব অথবা দলের কোন বিশেষ কার্য্যানুসারে নানাবিধ আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধুর্য্যার বর্ণ উজ্জ্বল এবং গলা ও পা লম্বা ছিল বলিয়া, তাহার অধীন লোকদিগকে অপরেরা "বগা (বক) গোছা"র লোক বলিত। কুর্য্যার দল তৈনছরীতীরে বাস করিত বলিয়া, তাহারা "তৈন্যা গোছা" নামে অভিহিত হয়। ধাবানার গোছার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তাহারা মুড়িনদীর তীরে বাস করিত বলিয়া "মুনিমা গোছা" নাম হইয়াছে; অপর কাহারও মতে ধাবানা অতি পবিত্রাচারী ছিলেন,—তজ্জন্য তাঁহার দলের আখ্যা "মুনিমা গোছা" দেওয়া হইয়াছিল। পিড়াভাঙার দলের যাহারা নদীপথে লামিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা "লার্ম্মা গোছা" নামে অভিহিত; আর যাহারা ধাইয়া অর্থাৎ পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের আখ্যা—"ধামাই গোছা" হয়। এইরূপে প্রাচীন চারিগোছা হইতে ক্রমে শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে একত্রিশ গোছা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এস্থলে তত্তৎ গোছা ও গোষ্ঠী-গুলি লইয়া ইহাদের সমাজের আধুনিক অবস্থা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল।—

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম।	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
১। বগা গোছা— এই গোছার সর্দ্দারের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, এবং পা ও গলা লম্বা ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সকলে "বগা" (বক) নামে ডাকিত।	ধুর্য্যা, নিনান্দ্যা, কাঠ্যোয়া, রাম-দালিকা, মুলিখাজা, ভেলে, কাত্তুয়া, বোয়া, নান্নুকতুয়া, পোয়াকামার্য্যা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার।
(ক) দার্য্যা গোছা— এই গোছার সর্দ্দার মাথায় ভীম-রাজের পালক গুঁজিত বলিয়া।	কোমরেং, নান্নুক-তুয়া, কাত্তুয়া। ইত্যাদি।	,, নবীনচন্দ্র তালুকদার।
(খ) পোমা গোছা—	জান্দর, গুইয়া, তুদা ইত্যাদি।	,, রাজকুমার তালুকদার।

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম।	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
(গ) পোয়া গোছা— এক সময়ে কোন গ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ জুম কাটিতে গিয়াছিল; বাড়ীতে শিশুসন্তানেরা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। এমন সময়ে কুকিরা আসিয়া সেই গ্রাম আক্রমণ করে। শিশুগণ একমাত্র "কামঠাগুলি"র সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্ব পূর্ণ সেই বালকগণের বংশধরেরা বালক অর্থাৎ "পোয়া" গোছা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ ধরমবক্স খাঁর সময় এই গোছার তালুকদার অল্প বয়স্ক ছিল বলিয়া, মহারাজ এই গোছার লোককে পরিহাস পূর্ব্বক 'পোয়া গোছা'র লোক বলিতেন, সেই হইতে এই আখ্যা।	কাক্কিনা, ফাট্টোয়া, কয়ল্ ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত নীলরথ তালুকদার।
(ঘ) চেক্‌কবা গোছা—		,, বিজয়গিরি তালুকদার।
(ঙ) লচ্চর গোছা—	ভিদ্দিলী, ওয়াংঝা, গজাল, পিড়াভাঙা ইত্যাদি।	,, পঞ্চারাম তালুকদার।
২। তৈন্যা গোছা— তৈনছরীর তীরে বসবাস হইতে।	কুর্য্যা, ধুর্য্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।	,, কৈলাসধন তালুকদার।
(ক) ওয়াংঝা গোছা— 'ওয়াংঝা বিল'বাসীদিগের আখ্যা।	কাঁকড়া, শেঠ্যা, পুংঝা ইত্যাদি।	,, রাজা ভুবনমোহন রায়।
(ক-১) ফেদুংজা গোছা—	মুলিয়া, কপাল্যা, পুংঝা, কাশমাণিক, ইন্দুরতালা, কালা-পিলাবাপ ইত্যাদি।	,, পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান।
(খ) বড়চেগে গোছা—	খাট্যাল, লোহা-কন্দা, চেলীপুনা, ইন্দুরতালা, পুংঝা ইত্যাদি।	,, চন্দ্রধন তালুকদার।

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
(গ) কাণ্ডেই গোছা—	মেন্দর, কালা-পেনজাডি ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র তালুকদার।
(ঘ) বুংছা গোছা—	কাঁকড়া, মৈষচরা, চর্কডা ইত্যাদি।	,, পুরখাঁ দেওয়ান
৩। মুনিমা গোছা— মুড়ি নদীর নামানুসারে বা পবিত্রাচারী বলিয়া।	ধাবানা, মিঠা, নোয়ান্যা, কার্ব্বুয়া, সিংহাসর্প, আনন্দ্যা, কলা, রাঙাছিলন্যা, বাদালী, সেবার্য্যা, সকুয়া, মানিয়া, চাদং, করুম্যা, সল্যা, পঁচা, ইচা-পঁচা, ক্ষাংথং, বামনচেগে ইত্যাদি	,, রাজচন্দ্র দেওয়ান
(ক) মুনিমাচেগে গোছা—	সকুয়া, শেলপাত্যা, শেলছ্যা ইত্যাদি।	,, কিনাধন তালুকদার।
(খ) ফাক্‌সা গোছা—	বালকা, বরৈবেচা, কলাচেম্, কাঙ্, তিনভেদা, বড়-কুর্য্যা, ছোটকুর্য্যা ইত্যাদি।	,, রমণীমোহন দেওয়ান।
(গ) আমু গোছা— সল্যা আমুর নামানুসারে।	গোদা, ধুর্য্যা, মঘ, সিঙিরাপুনা ইত্যাদি	,, মাণিকচন্দ্র তালুকদার।
(ঘ) চেগে গোছা— দুঃখ্যা চেগের নামানুসারে।	লুলাং, ভুরুমা, কাঁকাড়া, ধাবানা, বহলা, বান্যাব, পিড়াভাঙা, মঘ ইত্যাদি।	,, সূর্য্যমণি খিসা।
(ঙ) খেয়ংচেগে গোছা—	চৈদানী, চানৈ, দোজা, কপাল্যা, সম, সর্দ্দার, ক্লাগুনি-কাল, বেৎকাবা ইত্যাদি।	,, নীলচন্দ্র দেওয়ান।

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
(চ) লেবা গোছা— উচ্চারণে জড়তা-নিবন্ধন এই দলের প্রধান ব্যক্তির আখ্যা 'লেবা' দেওয়া হইয়াছিল।		শ্রীযুক্ত ভাগ্যধন তালুকদার।
(ছ) উচ্ছুরী গোছা—		,, শশিকুমার দেওয়ান।
(জ) নারাণ বা কুরাকুট্যা গোছা— ইহাদের উপর রাজালয়ে মোরগ কুটিবার ভার ছিল বলিয়া শেষোক্ত আখ্যা হইয়াছিল। পরে ইহারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলাইয়া গিয়া, তত্রত্য মহারাজ কর্ত্তৃক 'নারাণ' খ্যাতিলাভ করিয়াছে।	নেন্দাব, সুরেশ্বরী, তেতৈয়া, আউনা-পুনা, পঁচা, কাউয়া, ভদং, ভূত, ক্যাক্‌-দড়া, অমরী ইত্যাদি।	,, গঙ্গামাণিক দেওয়ান।
(ঝ) বোম গোছা—	আমু, পার্ব্বোয়া, জাদি, সরইয়া, বরৈয়া, বাদালী, পিড়াভাঙা ইত্যাদি	,, অভয়াচরণ তালুকদার।
(ঝ-১) রাঙী গোছা— রাঙী পানসরী নামক ব্যক্তির নামানুসারে।	লোহ ঝাত্তোয়া, ভেঙেয়া, বুংচেগে, কাল, পিড়াভাঙা, মেন্দর, চেগে ইত্যাদি।	,, কর্ণচন্দ্র তালুকদার।
(ঝ-২) কুদুগা গোছা—	ভুলা, কালাবাঘা, কাল, পিঙরভাঙা, ইত্যাদি।	,, হরিধন দেওয়ান।
৪ (ক) লার্ম্মা গোছা— নামিয়া গিয়াছিল বলিয়া।	পিড়াভাঙা, চায্যা, বগা, ভবা, তদেগা, সামঝা, সাত-ভাইয়া ইত্যাদি।	,, যুবরাজ দেওয়ান।
(ক-১) পেডংছারী গোছা—	পেডং ছারী, কুর্য্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।	,, কিনারাম তালুকদার।

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
(ক-২) হাইয় গোছা—	কুর্য্যা, ধুর্য্যা, মুলিয়া, পৈয়ব, জাল্যা, সল্যা, পিড়াভাঙা, তালুকদার ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত নীলধন তালুকদার।
(খ) ধামাই গোছা— ধাইয়া অর্থাৎ পলাইয়া গিয়া ছিল বলিয়া।	চাত্তন্যা, সকুয়া, হাগরা, হাতী, পিড়াভাঙা, সুরেশ্বরী, বাঘওঝা, করেংগিরি, আগুণিকণা, রাককোয়াবাপ্, নাদক্তুল, কাঁকড়া ইত্যাদি।	,, কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান।
(খ-১) চাঁদগ গোছা—	সর্দ্দার, শেষ্যা, রসিরী ইত্যাদি।	,, নীলকান্ত দেওয়ান।
(খ-২) বাবুরা গোছা—	বাবুরা, গজাল্যা, মানাইয়া, লোহাকদ্দা, ভগতপ ইত্যাদি।	,, অক্ষয়মণি তালুকদার।
বড়ুয়া গোছা*— পূর্ব্বে বাঙ্গালী বড়ুয়াগণ রাজালয়ের ভৃত্যকর্ম্ম করিত। ইহাতে অসুবিধা ঘটিতেছে দেখিয়া, পাগলা রাজার সময়ে দেওয়ান-তালুকদারেরা পরামর্শ করতঃ তজ্জন্য বিভিন্ন গোছা হইতে প্রায় দেড়শত প্রজা দিয়া এই গোছা সৃষ্টি করেত। ক্রমে ইহাদিগের বংশ বর্দ্ধিত হইয়া অধুনা প্রায় সহস্র পরিবার হইয়াছে। বড়ুয়াদের কার্য্য করিত বলিয়া, ইহাদের আখ্যাও 'বড়ুয়া গোছা' হইয়াছে।	প্রায় সকল গোষ্ঠীর লোকই এই গোছায় আছে।	,, ভৈরব চন্দ্র দেওয়ান।

* এই গোছা রাজপাড়ালিয়া নামেও প্রসিদ্ধ। ইহারা পূর্ব্বকালে রাজার সিপাহী শাস্ত্রীর কার্য্যও করিত; ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্মের জন্য জুমকর হইতে মুক্ত ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের

ধুর্য্যা, কুর্য্যা, ধাবানা, পিড়াভাঙা "গোষ্ঠীর" সম্মান অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। "মুনিমা-গোছার" "ধাবানা-গোষ্ঠী" বহুকাল যাবৎ রাজবংশ-গৌরব ভোগ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষরাজা ধরমবক্স খাঁর কোন সুসন্তান না থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দী রাণীর হস্তে শাসনভার আইসে; তিনিও পরলোক গমন করিলে দৌহিত্র—"ওয়াংঝা-গোছার" "কাকড়া-গোষ্ঠী"জ হরিশ্চন্দ্র রায় সিংহাসন লাভ করেন। সেই হইতে এই "কাকড়া-গোষ্ঠী"ই রাজবংশ হইয়াছে। "কুরাকুট্যা-গোছার" "নেন্দাব গোষ্ঠী"র সঙ্গেই রাজপরিবারের বিবাহ-সম্বন্ধ সমধিক প্রচলিত। ভূতপূর্ব্ব রাজা ধরমবক্স খাঁর তিন বিবাহ এবং বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের উভয় বিবাহ এই বংশের সহিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মুনিমা, ধামাই, ওয়াংঝা, তৈন্যা, বগা, কুরাকুট্যা ও লার্ম্মা গোছা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হয়। কোন্ নিগূঢ় কারণে জানিনা, "ধামাই-গোছা" এবং "কুরাকুট্যা-গোছা"র মধ্যে চিরবৈরিতা চলিয়া আসিতেছে। মেলা-মজিলিসে এই দুই দলের সাক্ষাৎ ঘটিলেই সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী; নিতান্ত কারণ না পাইলে 'গায়ে পড়িয়া ঝগড়া' লাগিয়া যায়! ইহাতে একদল অন্যদলের যথাসাধ্য অনিষ্ট করিতেও ছাড়ে না। ১৩১১ সনের (রাজানগরের) 'মহামুনি মেলায়' আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, একদিনের মধ্যেই ৮ বার মারামারি লাগিয়াছিল! কারণ খুজিয়া পাইলাম, একদল যথানিয়মে দক্ষিণ হইতে বাম-অভিমুখী মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে ছিল, বিরুদ্ধপক্ষ তদ্‌বিপরীত দিগাভিমুখে প্রদক্ষিণের চেষ্টা করিয়া সংঘর্ষণ ঘটাইয়াছে। এবম্বিধ কলহকালে "ধামাই-গোছা"র সহিত "বড়ুয়া-গোছা"ও যোগদান করে, কিন্তু তথাপি "কুরাকুট্যা-গোছা"র পরাজয় কম হয়।

রাজত্বের প্রথমাংশেও ইহাদিগকে কোন কর দিতে হইত না; পালাক্রমে রাজ-বাড়ীতে পাহাড়া দিত, ও অপরাপর কর্ম্ম করিত। অনন্তর একদা তাহারা দেওয়ান ভৈরব চন্দ্রের প্ররোচনায় একটী শিকারলব্ধ বড় হরিণের রাজ-প্রাপ্যাংশ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, রাজা বাহাদুর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উপর করধার্য্য করেন। তদবধি অপরাপর রায়তের ন্যায় ইহারাও জুমাদির খাজানা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে রাজার খাস মৌজাতেই রাখা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[১] রাজাবলী

এবং

তাঁহাদের কার্য্যালোচনা ;

[২] রাণী ও কুমার জীবনী।

[১]

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বিজয়গিরি, ছিরীতমা ছাক্, ইয়াংজ, চজুং, মংচুই, মরেক্যজ, চনুই (কোংলাপ্রু) প্রভৃতি কতিপয় চাক্‌মা রাজার শাসন বিবরণী দেখাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে আর ও যে কত রাজা নশ্বর প্রভুত্ব পরিচালনা করিয়া অতীত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, জানিবার উপায় নাই! ততোধিক আক্ষেপের বিষয়, বর্ত্তমানের অনতিদূরবর্ত্তী ইতিহাসের দুর্গতি। শতাধিক বৎসরের চাক্‌মারাজগণ সংক্রান্ত কোন সংবাদ পাইতেছি না। "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং" ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত খোঁজ-খবর রাখিয়াছে। তাহার পর আরও প্রায় ৬৫ বৎসরকাল ধরিয়া আরাকানাধিপতি চট্টগ্রাম শাসন করেন ; কিন্তু 'আরাকানের রাজ-মালা'য়ত দানীন্তন কোন বিবরণীতেই চাক্‌মারাজ্য সম্বন্ধে কিছুর উল্লেখ নাই (১)। অনন্তর চট্টগ্রামে মোগলদিগের শেষ প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।

---

(১) অন্যত্র আছে,—সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা যৎকালে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বর কল্যাণ মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্র রায় (রাজ্য পাইয়া নাম ধরিয়াছিলেন—ছত্র মাণিক্য) সিংহাসনারূঢ় জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)। গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অদ্যাপি কাচালঙের মাইয়নী সরিত্তীরে এই ত্রিপুরা-রাজার সরোবর, সুফল-বৃক্ষ, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন রহিয়াছে (The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein"—P. 6)। এতদ্ভিন্ন কাপ্তাইর মুখের নিকটে,

তাঁহাদের কোন কাগজ পত্রেও ইঁহাদের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। পরন্তু ইংরাজ-রাজের "রেভেনিউ বোর্ড" ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের নিকট ১৪৯৯ নম্বর পত্রে লিখিয়াছেন ;—"The Rajahs of the Chittagong hills were originally appointed by the suffrages of the Joomiahs, Kookees, and other inhabitants and not by the sovereign of the country as usual. They were all indipendent, paid no tribute or revenue to the Mogul Govt. until the Muggy year 1077 M. S. 1715 A. D." ইহার অর্থ ঃ—"পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া, কুকি এবং অপরাপর অধিবাসীদিগের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইতেন ; সাধারণতঃ যেইরূপ "দেশের" ভূপতি (১) কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, এখানে সেরূপ নহে। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন ; ১০৭৭ মঘী—১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব বা খাজনা দেন নাই।" সুতরাং মোগলাধিকারের এই কয়েক বৎসর যে যে চাক্‌মা রাজা স্বাধীন ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু কোন্ সময়ে কি সুযোগে যে তিনি বা তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।" অনুমানে বোধ হয়, মঘ রাজার প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা যে মুকুট রায় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মসহৌদীর আক্রমণে ভীত হইয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন, তাঁহারই দুর্ব্বল-শাসনে চাক্‌মারাজা স্বাধীনতা হস্তগত করিয়াছিলেন। আরাকানরাজ পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন বটে, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মোগলের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে, এই পার্ব্বত্য রাজ্যের প্রতি তাদৃশী দৃষ্টি নাও রাখিতে পারেন। কেননা দেখা যায়, অতঃপর অন্যতম শত্রু ত্রিপুরারাজ বিপ্লবাভিভূত হইলেও তিনি নীরব ছিলেন।

বোর্ডের পত্র (কিয়দংশ)।

চাক্‌মারাজার স্বাধীনতা।

কাচালঙের মোহনা সমীপে, ও চেঙ্গীর ইটছরীতে ইষ্টকস্তূপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। যতদূর সম্ভব এসকল স্থানে মঘদিগের "জাদি" কিংবা ত্রিপুরাদের দেবমন্দির ছিল। অনেকে এ সমুদয়কে চাক্‌মারাজার প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাই ইহা এখানে জানাইয়া রাখা হইল।

(১) এখানে সম্ভবতঃ কোন উচ্চতম রাজশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই স্বাধীন-কালের কেবলমাত্র একজন রাজার কীর্ত্তি-কাহিনী এখনও জাগ্রত দেখিতে পাই। তিনি "পাগলা রাজা"

পাগলা রাজা।

আখ্যায় সাধারণ্যে বিদিত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, চট্টগ্রামের দক্ষিণ ভাগে "পাগলা বিল" "পাগলা মুড়া" প্রভৃতি পাগলা রাজার যশঃস্তম্ভ সমুদয় তদীয় নাম অক্ষত রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তথায় পাগলা রাজার 'নাম-ডাক' খুবই অধিক। "বগা-গোছার" "ধুর্য্যা গোষ্ঠী"-সম্ভূত শ্রীযুক্ত সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার গ্রন্থকারের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন ;—"দক্ষিণে শঙ্খ-মাতামুড়ির (তীরবর্ত্তী) মঘেরা চাক্‌মা রাজাকে 'পাগলা রাজা' বলিয়া ডাকে, এবং পাগলা রাজার লোক বলিলে অনেকে ভয় করে। আমি যখন মাতামুড়ি যাই, তখন মঘেরা পাগলা রাজার নাম তুলিয়া থাকে ও অনেক ভয় করে। তৈন ছরার মুখে পাগলা রাজার ঘরভিঠা আছে বলিয়া আমাকে বলিয়াছিল। সেই ঘর-ভিঠার মাঠও আমাকে দেখাইয়াছে। সেই মাঠটী আমিও দেখিয়াছি ; তথায় পাগলা রাজা বলিয়া অনেক খ্যাতি আছে।" এই মাঠে এক সময়ে মঘরাজার সহিত চাক্‌মারাজার যে যুদ্ধ লাগিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘর-ভিঠা।

পাগলা রাজার প্রকৃত নাম কি—সে খবর কেহই রাখে নাই। পরন্তু 'পাগলা রাজা' আখ্যা হইবার কারণ এবং তদানুষঙ্গিক অনেক কথা লইয়া সুদীর্ঘ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন, ও নিরন্তর কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনায় তৎপর থাকিতেন। এসম্বন্ধে একটি গান আছে ;—

কিংবদন্তী।

"মুনি তপসী ধ্যান গরে (১)।
পাগলা রাজা আপন চিৎ-কল্‌জা (২)
খৈ-নাই(৩) স্যান (৪) গরে॥"

অর্থাৎ "পাগলা রাজা আপন হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া স্নান এবং মুনি-তপস্বী (প্রায়) ধ্যান করিতেন।" তাঁহার এই সাধনা অতি গোপনে হইত। আরাধনাকালে 'উকি' দেওয়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। একদা রাণী কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া স্বামীর গুপ্ত-সাধনার কারণানুসন্ধানে অভিলাষিণী হইলেন। রাজা ধ্যান-মন্দিরের

কৃচ্ছ্র সাধনা।

(১) "গরে"—করে। (২) "চিৎ-কল্‌জা"—হৃদ্‌পিণ্ড। (৩) "খৈ নাই—খসাইয়া, বাহির করিয়া। (৪) "স্যান্"—স্নান।

দ্বার বন্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই মহিষী পশ্চাদ্বর্ত্তী জানালার ফটকে যাহা দেখিলেন, অচিন্তনীয় ব্যাপার—রাজা অস্ত্রাদি বাহির করিয়া ধৌত করিতেছেন! তদ্দর্শনে বিস্ময় ও ভয়-বিহ্বলা রাণী ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রাজার সাধনা ভঙ্গ হইল; কিন্তু তিনি অস্ত্রগুলিকে আর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিলেন না। এই কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে তিনি যথার্থ পাগল হইলেন; লোকজনকে কাটিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। প্রজাগণ প্রাণভয়ে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পলাইতে লাগিল। সমুদয় রাজ্য ব্যাপিয়া রাষ্ট্র-বিপ্লব সূচিত হইল! অবশেষে রাণী গত্যন্তর না দেখিয়া কতিপয় প্রধান ব্যক্তির পরামর্শে রাজাকে নিহত করেন এবং দৈবজ্ঞান প্রভাবে পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা সন্দেহ করিয়া সেই শব বর্ত্তমান "পাগলামুড়া" হইতে পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত করেন। এই গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত রাণীর বড় দুর্নাম রটিয়াছিল। এখনও তাঁহার শাসন-সময়কে "কাটুয়া কন্যার আমল" অর্থাৎ 'হত্যাকারিণী কন্যার শাসনকাল' বলা হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলে "পাগলারাজা" শিশুদের কাছে অদ্যাপি জুজু সদৃশ—নাম করিলে তাহাদের যাবতীয় আবদার থামিয়া যায়!

কাটুয়া কন্যার আমল।

'পাগলা রাজার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তাঁহার হত্যার পর কিছুদিন বিধবা মহিষী রাজত্ব চালাইয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে রাজ্যভার কাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়, মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়, তৈনছরীর মুখে (মোহনায়) একটি বংশসিংহাসন স্থাপন করা হউক। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ধুর্য্যা, কুর্য্যা, ধাবানা, পিড়াভাঙা প্রভৃতি চাক্‌মা-জাতির সর্ব্বপ্রধান নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া তাহাতে অধিরোহণ করিতে পারিবেন, রাজ-সিংহাসনও তাঁহার হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে সর্ব্বাগ্রে ধুর্য্যা আসিয়া প্রোক্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পরে ধাবানা এবং ক্রমে পিড়াভাঙা ও কুর্য্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ধুর্য্যার এক বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছিল! তিনি রাত্রিভাগে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিধান করিতে ভুলে প্রণয়িণীর বক্ষো-বন্ধন

রাজ-নির্ব্বাচন।

বস্ত্র (১) দ্বারা "খবং" (পাগড়ি) বাঁধিয়াছিলেন (২); প্রভাতালোকে তাহা দেখিতে পাইয়া সকলে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন। ইহার ফলে ধুর্য্যার রাজত্ব লাভ ত দূরের কথা, অধিকন্তু সমাজের উচ্চ পদবী হইতেও অধঃচ্যুত হইলেন। তাঁহার উপাধি 'তালুকদার' হইয়া গেল। ধাবানাই রাজ-সিংহাসন লাভ করিলেন। তদবধি কালিন্দী রাণী পর্য্যন্ত এই বংশই পুরুষানুক্রমে রাজত্ব ভোগ করিয়া (৩) গিয়াছেন। অধিকন্তু শুনা যায়, তৎকালে পিড়াভাঙা অর্থাৎ ধামাই গোছার নেতা রাজার দক্ষিণ-মন্ত্রী এবং কুর্য্যা অর্থাৎ তৈন্যা গোছার নেতা বাম-মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হয়েন।

পরন্তু পাগলা রাজার অত্যাচার এবং প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজনির্ব্বাচন কথার প্রতিকূলে কোনও তর্ক পাওয়া যায় না। প্রবাদ যেখানে কালের করাল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তথায় তাহাকে আর বিশ্বাস না করিবার কথা কি? সুতরাং মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই যে পাগলা রাজা রাজত্ব করিতে ছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায়। কারণ, স্বাধীনতা না থাকিলে কেহই তাদৃশ ভীষণ অবাধ অত্যাচার

---

(১) চাক্‌মাগণ ইহাকে 'খাদী" বলে। তদ্বিবরণ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে।

(২) এই "খবং" সম্বন্ধেও বিস্তারিত মন্তব্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

(৩) আবার কেহ কেহ এই রাজনির্ব্বাচন কাহিনী সেই প্রাচীন উপকথা অনুকরণে বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সাক্ষ্যে শুনা যায়, পাগলা রাজাকে হত্যার পর বহুদিন ধরিয়া চাক্‌মাগণ অরাজক অবস্থায় পড়িয়া ছিল। অনন্তর নিতান্ত অসুবিধা দেখিয়া সকলের পরামর্শমতে প্রাচীন রাজবংশে কেহ আছে কিনা—অনুসন্ধান চলিতে থাকে। রাজবংশের কেবল এক বিধবা একমাত্র পুত্র লইয়া জনৈক মঘের আশ্রয়ে তখনও জীবিত ছিল। সেই সময়ে একদা উক্ত বিধবা স্বীয় সন্তানকে বৃক্ষচ্ছায়ায় রাখিয়া গৃহকর্ত্তার সহিত জুমের কাজ করিতেছে, এমন সময়ে গৃহকর্ত্তা সেই মঘ তাহার নিকট দিয়া যাইতে দেখে—বালকের শিরোপরে ফণাবিস্তার পূর্ব্বক এক সর্পরাজ ছায়া প্রদান করিতেছে। মঘ অগ্রসর হইতেই সাপটী চলিয়া গেল। অতঃপর সেই মঘ বালকের সৌভাগ্য সমাগত বুঝিতে পারিয়া, ক্রোড় গ্রহণ করতঃ তাহার মাতৃ-সমীপে লইয়া যায়; এবং ভবিষ্যতে কোন দিন তাহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিলে, যেন সে বা তাহার পরিবার সাহায্য লাভ করিতে পারে—এবংবিধ প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তৎপর সমুদয় বিবৃত করে। এই কথা ক্রমে চারিদিগে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। প্রাগুক্ত রাজবংশধর-অনুসন্ধিৎসুরা ইহা জানিয়া বালককে হস্তিপৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন এবং সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

করিতে সমর্থ হয় না। যদি পাগলা রাজার উপর মোগল বা অপর কোন শক্তির প্রাধান্য থাকিত, তবে নিশ্চিত তাঁহারা ইহাতে বাধা দান করিতেন, এবং রেভেনিউ বোর্ডের পত্রেও অবশ্য তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যাইত। এস্থলে অত্যাচরিতেরাই হস্তক্ষেপ করিয়াছিল মাত্র। অধিকন্তু বোর্ডের পত্র দ্বারা জানা যায়, পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়াপ্রভৃতি অধিবাসী-দিগের সম্মতি ক্রমে নির্ব্বাচিত হইতেন; সাধারণতঃ যেরূপ সমগ্র দেশের ভূপতি দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকে, এখানে সেরূপ নহে। উক্ত রাজ-নির্ব্বাচনেও তাদৃশী প্রথা অবলম্বিত দেখা যায়। মাননীয় বোর্ড যে তাহা জানিয়াই এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতেও বা অবিশ্বাস্য কি আছে?

রাজবংশের তথানির্ণয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্ন-তত্ত্ব হইতে কি সাহায্য লাভ হয়, চেষ্টা করা যাউক। তবে ভারতের অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সেই পথও তেমন সুগম নহে। এই পক্ষে রাজভবনে একটি কামান এবং কয়েকটি মুদ্রা (ছাপ-মোহর) মাত্র পাইয়াছি। পূর্ব্বে "কালু খাঁ" ও "ফতে খাঁ" নামধেয় দুইটি কামান ছিল। একদা নিশাকালে দৈবযোগে "কালু খাঁ" পার্শ্ব-প্রবাহিতা কর্ণফুলী-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে (১)। সেই রাত্রে রাজা স্বপ্নেও ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। "ফতে খাঁ" বর্ত্তমানে রাজপুরীর বিচারগৃহ-পার্শ্বে পড়িয়া আছে। হায়, তাহার প্রবল হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত প্রভাব-গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে অঙ্গারের আর মূল্য কি? আজ "ফতে খাঁর" অবস্থা স্মরণ করিলে বোধ হয়, ইহা শত শত নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ!

প্রত্ন-তত্ত্ব।

---

(১) রাঙামাটি নাম্নী ক্ষুদ্র উপনদী যেখানে আসিয়া কর্ণফুলীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিন্নিম্নে প্রকাণ্ড জলাবর্ত্ত আছে। ইহার জল খুব গভীর, তাই স্থানীয় কথায় 'কুম' নামে আখ্যাত। সাধারণে ইহাকেই "(কালু খাঁ) কামানের 'কুম" নামে অভিহিত করে। শুনিয়াছি, কেহ কেহ এই বিংশ শতাব্দীর প্রবল বৈজ্ঞানিক প্রতাপের মধ্যেও রাত্রিকালে ঐ জলাবর্ত্তপৃষ্ঠে কামানের খেলা দেখিয়া ভীষণ ভয় পাইয়াছে। এবংবিধ কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় হয়ত গ্রন্থকারও বাতুল পদবাচ্য হইতেছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত আস্থা না থাকিলেও দেশের এবং দশের মধ্যে যাহা জানা যায়—তাহা লিখিয়া যাইতে বাধ্য।

যে কয়েকটী মোহর আছে, তন্মধ্যে দুইটি কেবল রাজকীয় চিহ্নসূচক।

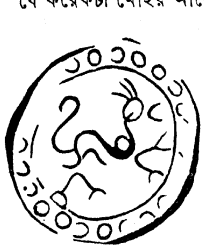

তাহার একটির প্রতিকৃতি পার্শ্বে রহিল। অপরটি একই ছবির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। সম্ভবত ইহা "সিংহধ্বজা" হইবে। পুরাকালীন রাজগণ হনুমানধ্বজ, সূর্য্য-বাণ, চন্দ্রবাণ প্রভৃতি নানা চিহ্নাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করিতেন, অধুনা তাহা কেতনপৃষ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে। আর আটটী মুদ্রা পারসিতে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে বহু চেষ্টাতেও দুইটির পাঠোদ্ধার করা যায় না; অপর একটিতে খোদিত আছে ঃ—"আল্লা হু রাব্বী" অর্থাৎ 'পরমেশ্বর পালন কর্ত্তা'। পারসি-লিখিত অবশিষ্ট পাঁচটীর মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার প্রতিকৃতি পার্শ্বেপ্রদত্ত হইল। ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে ঃ— "ফতে খাঁ

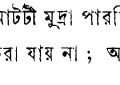

সুতরাং খৃষ্টাব্দের ১৭১৪-১৫ সনে "ফতে খাঁ" নামক জনৈক চাকমা ১১৩৩ হিং" রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন হোয়াগ্‌গার কিয়দ্দূর উপরে কর্ণফুলীর তীরভূমি অদ্যাপি "ফতে খাঁর চর" নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে "ফতে খাঁ" নামধেয় কামানের কথা লিখিত হইয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা এই "চরে" পাওয়া যাওয়াতেই উহা "ফতে খাঁ"র নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ এক সময়ে এই "চরে" চাক্‌মারাজ "ফতে খাঁ"র সহিত মোগলের সংঘর্ষণ লাগিয়াছিল; তদবধি ইহা "ফতে খাঁর চর" আখ্যা পাইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব, উক্ত যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ যে কামান ফেলিয়া পলায়ন করে, পরে তাহা চাক্‌মারাজার হস্তগত হয়।

পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে প্রকাশ,—"১০৭৭ মঘী ইংরাজী ১৭১৫ খৃঃ অব্দে রাজা জাবুল খাঁ (১) কিছু 'কার্পাস-কর' (২) দিবার বন্দোবস্তে—ফরকসাহ এবং মহম্মদ

ফতে খাঁ বা জল্লাল খাঁ।

---

(১) আবার কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন, "জামৌল (Jamaul) খাঁ" (The H. T. of Ctg. and the Dewellers therein—P. 64)। কিন্তু সমুদয় চাক্‌মা-সমাজে তিনি জল্লাল খাঁ নামেই পরিচিত। জাতিগত বিকৃত উচ্চারণে বিদেশীয়গণ ভ্রমে পড়িবারই সম্ভাবনা; তাই আমরা তাঁহাকে জল্লাল খাঁ নামেই প্রকাশ করিলাম।

(২) 'কার্পাসকর' অর্থাৎ করস্বরূপ প্রদত্ত কার্পাস। পূর্ব্বকালে বিনিময় ব্যবস্থা এত

সাহ হইতে জুমিয়া দিগের সহিত নিম্ন-প্রদেশের বেপারীদের বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে বলিয়া রাখি যে, কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন * ঃ—"জামোল খাঁ প্রায় ১৭১৫ খৃঃ অব্দে মোগল উজির ডুমক সাহকে প্রথম কার্পাস-কর দেন। কিন্তু আমরা চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা দিগের তালিকায় দেখিতে পাই, ১৭১২ খৃঃ অব্দের পর চট্টগ্রামের নবাবী পদ উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে নায়েবী পদের সৃষ্টি হয়। মীর এওজি, এয়াছিন খাঁ, অলিবেগ খাঁ ও মীর্জ্জা বাকর—এই চারিজন নায়েব ১৭১৩—২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চট্টল শাসন করেন। সুতরাং উক্ত ডুমক সাহ কে? সে যাহা হউক, ফতে খাঁ এবং জল্লাল খাঁর শাসন বিবরণ এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, এই নামদ্বয়ে কিছুতেই বিভিন্ন ব্যক্তির কল্পনা করিতে সাহস হয় না। কেননা ফতে খাঁর মুদ্রায় যখন ১১৩৩ হিজরী খোদিত, তখন নিশ্চিতই ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় শাসন আরম্ভ হইয়া থাকিবে। আর এদেশে তাঁহার যেরূপ 'নামডাক' আছে, তাহাতে কোনরূপে মনে করা যাইতে পারে না যে, এক বৎসরেরও অল্প সময়মধ্যে ফতে খাঁর রাজত্বের অবসান হইয়াছিল; তাহা সম্ভব হইলে এত দীর্ঘকালস্থায়িণী কীর্ত্তি কখনই তিনি লাভ করিতে পারিতেন না। আমাদের বিশ্বাস, চাকমারাজ জল্লাল খাঁ ১১৩৩ হিজরী অর্থাৎ ১০৭৭ মঘিতে মোগলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া "ফতে খাঁ" আখ্যা পাইয়াছিলেন ;(এই মুদ্রাও সম্পূর্ণ মোগলানুকরণে পারসি বর্ণে ও হিজরী সনে খোদিত।) এবং উত্তরকালে তিনি সেই মোগল-দত্ত আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে বিচারভার পাঠকগণের হস্তে। যত দিন যাবৎ এতদ্বিরুদ্ধে কোন প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া না যায়, সেই পর্য্যন্ত এই ধারণাকেই সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত রাখা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর প্রমুখ অভিজ্ঞ মহোদয়বর্গের নিকট স্বাভিমত উপস্থিত করিয়াছি; তাঁহারা সকলেই মদীয় মীমাংসা অনুমোদন করিয়াছেন।

* The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therin. P.—63.

অধিক ছিল যে, রাজস্ব পর্য্যন্ত উৎপন্ন ধন দ্বারা প্রদত্ত হইত। অদ্যাপি এই পাহাড়ে বিনিময় ব্যবসা সমাধিক চলে। এমন কি কুকিদের অনেকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না; তাহারা সমান ওজনে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বদল করিয়া লয়। বেপারীরা দুই টাকা মূল্যের একমণ লবণ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ছয় টাকা মূল্যের একমণ কার্পাস লাভ করিয়া থাকে।

অনন্তর আমরা পুনরায় মাননীয় বোর্ডের পত্রখানি অবলম্বন করিলাম। কারণ, চাক্‌মারাজগণের এই দ্বিতীয় স্তবক আলোচনায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—লিখিত উপকরণ। "(জল্লাল খাঁর স্বীকৃত) এই কর কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিত দেওয়া হইয়াছিল না। ১০৯৯ মঘী অর্থাৎ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের (১) শাসনকর্ত্তা সেরমুস্ত খাঁ (২) গভর্ণমেণ্টের কার্পাস-কর প্রদান করিয়া ইহা (অর্থাৎ পূর্ব্ব বন্দোবস্ত) সজীব (Revive) করিয়াছিলেন এবং পৃথক খাজানা দিবার স্বীকারে অতিরিক্ত কুলালা মৌজাস্থ জঙ্গলের বন্দোবস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমুদয় রাজস্ব ১১৩৭ মঘাব্দ ইংরাজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে পরিশোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১১৩৮ মঘী ইংরাজী ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রাজা সের দৌলত খাঁ উভয় খাজানাই বন্ধ করিয়া দেন, এবং রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি স্থানের গোলা (দোকান) লুণ্ঠন করেন; এই কারণে তাঁহাকে আক্রমণের জন্য ১১৩৯ মঘী ইংরাজী ১৭৭৭ সনে এবং ১১৪২ মঘী ইংরাজী ১৭৮০ অব্দে যথাক্রমে মিঃ লেন এবং মিঃ ওটর মারের নেতৃত্বাধীনে দুইবার অভিযান প্রেরিত হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফল

রাজা সেরমুস্ত খাঁ।

ইংরাজাধিকার আরম্ভ (৩)।

---

(১) বঙ্গদেশের যে অংশে 'জুম' করা হইত, তাহাকেই 'জুমমঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে এইরূপ "জুমনওয়াবাদের" উল্লেখও পাওয়া যাইবে।

(২) পরন্তু এই সেরমুস্ত খাঁকে ইহাদের অনেকে আদি রাজা বলিয়া মনে করেন। এমন কি, মহিয়সী কালিন্দীরাণীও মহামুনি মন্দিরের প্রস্তর ফলকে লিখিয়া গিয়াছেন,—"অত্র চট্ট গ্রামস্থ পর্ব্বতাধিপতি আদৌরাজা সেরমস্থ খাঁ"। এ সম্বন্ধে একটী গানেও আছে,—

"আদি রাজা সেরমং খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ী"। ইত্যাদি 'সেরমং খা আদি রাজা, তাঁহার বাড়ী রোয়াং [বর্ত্তমান নাম আরাকান] দেশে ছিল। তিনি স্বদেশে—চম্পকনগরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন' শুনিয়া মঘরাজ কিয়ৎপরিমাণ জায়গীর প্রদান করিলেন।' ইত্যাদি নানা কথা আছে। আমরা তৎসমুদয় উপকাহিনী দূরে ফেলিয়া বোর্ডের পত্রখানিকেই সত্যের আসন দিলাম।

(৩) ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীর মহম্মদ কাসেম খাঁর হস্তে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার নায়েব-নবাবী প্রদান করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর প্রদেশ লাভ করেন। সুতরাং সেই সঙ্গে এই ক্ষুদ্র চাক্‌মা রাজ্যও তাঁহাদের অধীন হয়। ইহার অল্পদিন পরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্শ্ববর্ত্তী স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যও ব্রিটিশের কুক্ষিগত হইয়াছিল।

হয় নাই। ১১৪৪ মঘী ইংরাজী ১৭৮২ অব্দে সেরদৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স খাঁ রাজা হইলেন; কিন্তু তিনি প্রাপ্য খাজানার অতি অল্প অংশ মাত্র পরিশোধ করিয়াছিলেন।"

এস্থলে পুনরায় ঐতিহাসিক-বিভ্রাট উপস্থিত হইল। বোর্ডের উপরোক্ত পত্রাংশের সহিত অপর ঐতিহাসিকের অনৈক্য ঘটিতেছে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের শাসনকর্ত্তা সেরমুস্ত খাঁ গভর্ণমেণ্টের কর শোধ এবং নূতন এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন*,—

"Raja Sookdeb Roy A. D. 1737 made settlement with Govern m:nt." অর্থাৎ 'রাজা শুকদেব রায় ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।' তিনি এই সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই। আমরা এই বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য হইতে রেভিনিউ বোর্ডের দলিলকেই অধিকতর মূল্যবান মনে করিতেছি। লুইন মহোদয় সম্ভবতঃ এই বন্দোবস্তের কথা সেরমুস্ত খাঁর স্থলে লিখিতে শুকদেব রায়ের নামে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা উক্ত বিবরণী, এক স্তম্ভে রাজাদের নাম ও অপর স্তম্ভে অনুষ্ঠিত কার্য্যের কথা লিখিয়া, তালিকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং বন্দোবস্তখানির কথা মুদ্রাকর, প্রমাদে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা সেরমুস্ত খাঁর নামের পার্শ্বে রাখিতে পরবর্ত্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামের পার্শ্বে বসানও বিচিত্র নহে। (১)

*The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein.—p 64.

রাজা শুকদেব রায়।

উপরে রেভেনিউ বোর্ডের পত্রকে বিশ্বস্ত স্থির করা গেল বটে, কিন্তু তাহাতে শুকদেব রায়ের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনও ঘটিয়াছিল না। লেখা আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজস্বাদি নিয়মিতরূপে দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয়, ইতোমধ্যে শুকদেব রায়ের রাজত্বও চলিয়া গিয়াছে। তদীয় শাসন কালে রাজস্বঘটিত কোন উচ্ছৃঙ্খলতা বা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বলিয়া বোর্ডের পত্রে কোন উল্লেখ না থাকিবারই কথা। লুইন সাহেবের লেখা ছাড়িয়া দিলেও শুক-

(১) অথবা তাঁহার সংগৃহীত সংবাদেও ভুল থাকিবে, তাঁহার এরূপ ভ্রমের কথা পূর্ব্বেও আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি; এবং বস্তুতে কি, ইহাই শেষ ভুল নহে।

দেব রায়ের রাজত্ব কখনও অস্বীকার করা যায় না। শিলকতীরে "শুকবিলাস" নামক তদীয় মনোরম পুরীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি কেন, আরও বহুকাল ধরিয়া লোকলোচন আকৃষ্ট করিবে। এতদ্নিকটবর্ত্তী "তরফ শুকদেব রায়"ও তাঁহার অমর কীর্ত্তি! চাকমারাজার জমিদারী-মধ্যে এই তরফই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। আর এক প্রমাণ, রাজভাণ্ডার হইতে হস্তগত মুদ্রাগুলির

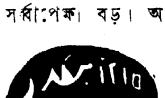

একতম। পার্শ্বে ইহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। পড়া যায়,—

"শুকদেব সহায়

১২১৯"

কিন্তু উক্ত নিয়-রেখাঙ্কিত স্থল অর্থাৎ "সহায়" এবং "১২১৯" পাঠ দুরূহ; অনুমানে ধরা হইয়াছে মাত্র। তাহাতে 'রায়' এবং '১১১৯' ও পাঠ করা যায়। পরন্তু 'শুকদেব সহায়' কোন অর্থগর্ভ নহে; আর '১২১৯' ধরিলে কোন হিসাবে সময় ঠিক করা যায় না। অথচ যদি ১১১৯ ধরা যায়, তাহা মঘাব্দ (১) মনে করিয়া সহজে সিদ্ধান্ত-পথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে রাজা শুকদেব রায় ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইহাতেও যাঁহারা শুকদেব রায়ের রাজত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত নিম্নে—মহামুনি মন্দির-বক্ষে স্থাপিত প্রস্তর ফলকে পুণ্যবতী কালিন্দীরাণী যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে হুবহু তুলিয়া দিলাম।—

"আদৌ রাজা সেরমস্থ খাঁ তৎপর রাজা যুকদেব রায় অতঃপর রাজা সেরদৌলত খাঁ পরে রাজা জানবক্স খাঁ অপরে রাজা টব্বর খাঁ অনন্তর রাজা জব্বর খাঁ আর্য্যপুত্র রাজা ধরম্ বক্স খাঁ তৎ সহধর্ম্মিণি আমি শ্রীমতি কালিন্দী রাণী"

বোর্ডের পত্রখানি পাঠে অনুমান হয়, সেরদৌলত খাঁ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পূর্ব্বপুরুষ নির্দ্দিষ্ট রাজা সেরদৌলত খাঁ। গভর্ণমেণ্টের উভয়বিধ রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন। নতুবা হঠাৎ বিদ্রোহী হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি যে কেবল রাজ-কর বন্ধ করিলেন এমত নহে, পরন্তু রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণে ১৭৭৭ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে মিঃ লেন এবং মিঃ ওটরমারের

(১) এসময়ে চারিদিকে মঘাব্দার প্রাধান্য ছিল। খৃষ্টাব্দের তাড়নায় বর্ত্তমানে ইহা রাজদরবার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া উত্তমর্ণ এবং ব্যবসায়ীদিগের দপ্তরে মাত্র আশ্রয় লইয়া আছে।

নেতৃত্বাধীনে তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল ; (But to no purpose) কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। কাপ্তেন লুইনও এই রাজদ্রোহিতা স্বীকার করিয়াছেন। তৎসঙ্গে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, উক্ত অভিযানদ্বয়ে সেরদৌলত খাঁ ভিন্ন তদীয় অন্যতম আত্মীয় রণু খাঁও লক্ষ্যীভূত ছিলেন(১)। এই রণু খাঁ বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ (২) ও সাধারণের নিকট সেনাপতি বলিয়া পরিচিত। অনেকে কর্ণফুলীর

(১) *Vide*—The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, P. 64.

(২) এ স্থলে কুল-লতিকাকারে বর্ত্তমান রাজবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল।—

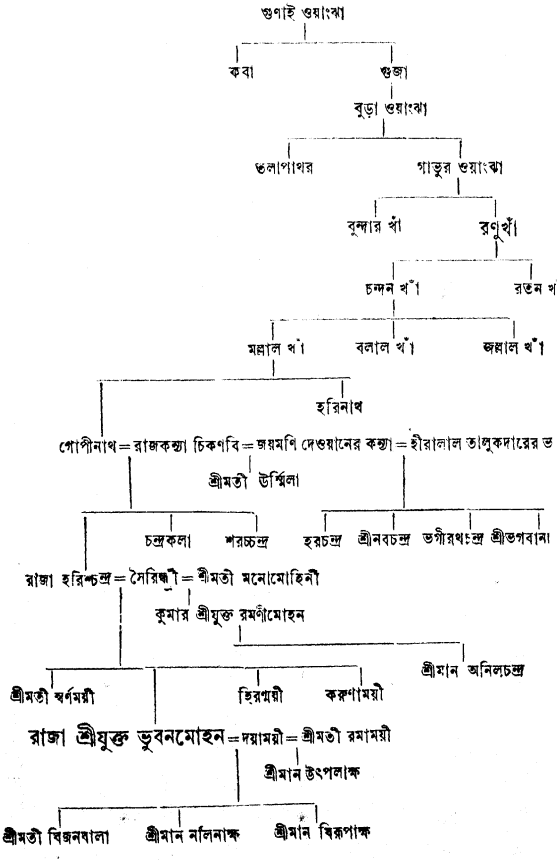

তীরবর্ত্তী 'নজরেরটিলা'য় "রণু খাঁর খেদা" (১) র ভগ্নাবশেষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে (২)। দৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁর সময়েও তাঁহার বিস্তর প্রাধান্য ছিল। শুনিতে পাই, তিনি রাজা মহোদয়ের ভগ্নীপতি ছিলেন।

পূর্ব্বে যে 'পাগলা রাজা'র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কেহ কেহ এই সেরদৌলত খাঁকেই 'পাগলা রাজা' বলিয়া সন্দেহ করেন। যদিও তাহাদের এবম্বিধ সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তথাপি সাধারণের এই অমূলক ধারণা নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি বিদ্রোহাচরণ এবং রাঙ্গুনিয়ার ব্যবসায়ী দিগের দোকান লুণ্ঠন প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটী ঔদ্ধত্যের অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে পাগলা-গারদে নিক্ষেপ করা কোন মতেই উচিত নহে। তাঁহার পক্ষে ওকালতি লইলে বলা যায়, তখন তিনি অধীনতা অস্বীকার করিবার কিঞ্চিৎ সামর্থ্যবান্ ছিলেন, সন্দেহ নাই। বোর্ড নিজেই লিখিয়াছেন, দুই দুইবার অভিযানেও কোন ফল হয় নাই। পক্ষান্তরে রাজ্য-লুণ্ঠনাদি রাজাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম; ইহা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। সেরদৌলত খাঁ কখনই অপুত্রক 'পাগলা রাজা' হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডের পত্রে নিশ্চয়ই সেরদৌলত খাঁর লুণ্ঠনাদি অপরাধের সঙ্গে পাগলা রাজকৃত ভীষণ অত্যাচার কাহিনীরও উল্লেখ থাকিত। আরও একটি কারণে আমরা এই সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক—প্রমাণ করিতে পারি। পূর্ব্বে আমরা চাক্‌মা-দিগের ক্রমোত্তর গতি দেখাইয়াছি। সেই নিয়মে রাজা শুকদেব রায় আসিয়া রাঙ্গুনিয়ার অনতিদূরে "শুকবিলাস" পুরী স্থাপন করেন। যদি পরবর্ত্তী রাজা সেরদৌলত খাঁই কথিত পাগলা রাজা হন, তবে বহু দূরবর্ত্তী দক্ষিণে 'পাগলাবিল', 'পাগলামুড়া' এবং তৈনছরী কূলে 'পাগলা রাজার বাড়ীভিটা' কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ নানা কারণে আমরা এই সন্দেহকে ভিত্তিহীনই স্থির করিয়াছি।

ভিত্তিহীন সন্দেহ।

---

(১) "খেদা"—হাতী ধরিবার খোঁয়ার বিশেষ। জঙ্গল হইতে হাতীগুলিকে 'খেদাইয়া' অর্থাৎ তাড়াইয়া ইহাতে আবদ্ধ করা হয় বলিয়া 'খেদা" আখ্যা হইয়াছে।

(২) আমরা রণু খাঁর বংশধর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানের নিকট হইতে তাঁহার ব্যবহৃত রেসমী কাপড়ের একটী জীর্ণ পেণ্টুলন পাইয়াছি। তাহার উচ্চতা ৪ ফিট ২৷৷০ ইঞ্চি, এবং বেষ্টনী ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি। ইহা হইতে তাঁহার অবয়ব অনুমান করুন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা সেরদৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁ সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মোহরে—

রাজা জানবক্স খাঁ।

"রাজা জানবক্স খা
জমিদার"

খোদিত আছে। তিনি নিজকে 'জমিদার' বলিয়া কেন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অন্য কোন কারণ বুঝিতে পারি না। সার হেনরী কটন মহোদয়ও লিখিয়াছেন *,—"প্রাচীন কাগজপত্র সমুদয় জানবক্স খাঁ ও রণু খার বিবরণীতে পরিপূর্ণ। যদিও জানবক্স খাঁ জমিদার বলিয়া কথিত কিন্তু বহুকাল ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।"

* Revenue History of Chittagang, P. 189.

"১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ (পূর্ব্বোক্ত) কার্পাস মহাল খাজানার দফাবিশেষে ছিল (১)।" "কার্পাস মহাল বলিতে বুঝায়, যাহাতে পাহাড়জাত কার্পাস কর—ইজারাদার হইতে নগদ টাকায় আদায় হইত। এই ইজারাদার আবার চট্টগ্রামের প্রান্তদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণু খাঁর সহিত বার্ষিক ৫০১ মণ (২) কার্পাসের চুক্তি করিয়াছিলেন (৩)।" সেই সময়ে "চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল মাননীয় গভর্ণর জেনেরাল (লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস) বাহাদুরের নিকট লিখেন, 'রণু খাঁ নামধেয় জনৈক পর্ব্বতবাসী কোম্পানীকে কার্পাসের ব্যবসায়ের নিমিত্ত সামান্য কর দিয়া থাকেন; আমি এখানে আসিয়াছি যাবৎ তিনি করদাতাদিগের মন্দ ব্যবহার বা বিদ্রোহ-

(১) Revenue History of Chittagong, P. 189.

(২) কিন্তু বোর্ডের পত্রে আছে, "দেখা যায়, ৫০০ মণ কার্পাস করস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা ইজারাদারকে দেওয়া হইত; তিনি তৎপরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্টকে নগদ টাকা দিতেন।" আবার কাপ্তেন লুইন বলেন, "১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের কার্পাস পরিমাণ কমিয়া ৫০০ মণ ধার্য্য হইয়াছিল" (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, p. 64.)। কটন মহোদয়ের মন্তব্য এবং বোর্ডের পত্রে একমণের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস—"শূন্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য" সংস্কারে রাজস্ব ৫০০ মণ কার্পাস নির্দ্ধারিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ৫০১ মণ দেওয়ার রীতি ছিল। গভর্ণমেণ্ট যাহা পাইয়াছেন, বোর্ড তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। আর কাপ্তেন লুইনও অনুমানে তাহাতে সায় দিয়া থাকিবেন।

(৩) Revenue History of Chittagong p. 20.

চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার পত্র।

মানসে কয়েক মাস পূর্ব্বে কোম্পানীর ভূম্যাধিকারীদের উপর অকারণ রাজকীয় দাবির বহির্ভূত নানাবিধ শুল্কভার চাপাইয়া অতিশয় অত্যাচার করিয়াছেন।' অনেকে তাঁহাকে (কথিত রণু খাঁকে) ধরিবার জন্য নানা আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারা যায় নাই। কেননা রণু খাঁ স্বীয় বাসস্থান হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানাইয়াছিলেন, 'রণু খাঁ বর্ত্তমানে অধিকতর সৈন্য একত্রিত করিয়াছেন এবং অন্তস্তলবাসী আগ্নেয়াস্ত্রে অনভিজ্ঞ (১) উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক সংখ্যায় সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন।' ইহার পর রণু খাঁর তাদৃশী অবাধ্যতায় যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাহাড়ীগণকে ইংরাজাধিকৃত চট্টগ্রামের হাটে বাজারে আসিতে দেওয়া হইত না। ফলতঃ ইহাতেই কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছিল; অতঃপর তাঁহার (রণু খাঁ) সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যায় নাই (২)।" "কিন্তু এই বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ সময়ে ইজারাদার স্বীয় নির্দ্ধারিত রাজস্ব চট্টগ্রামের কোষাগারে (Treasury) খুব কচিৎ দিয়াছেন (৩)।"

জানবক্স খাঁ ও রণু খাঁ।

এখানে রণু খাঁর নামেই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইল। বস্তুতঃ রণু খাঁ, রাজা জানবক্স খাঁর প্রধান দেওয়ান এবং সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার হাত দিয়া সমুদয় কার্য্য হইত বলিয়া দোষভার ও তদীয় স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমানেও বিরল নহে। গভর্ণর জেনেরেল বা লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর যে সকল আদেশ করেন, সাধারণতঃ তৎসমুদয় তাঁহাদের চিফ্ সেক্রেটারীর নামে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেকস্থলে সেক্রেটারী মহাশয়েরাই দোষের ভাগী হইয়া থাকেন। বোর্ডের পত্রেও উপরিউক্ত কথার কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে আছে, "রাঙ্গুনিয়া

(১) কুকিগণ তখনও বন্দুকের ব্যবহার জানিত না, সুতরাং কোন লোক চালের উপর উঠিতে পারিলেও তাহাদের হাত হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিত।

(২) See—The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—p. 21 and A Statistical Account of Bengal, vol. VI,—p. 18. পরন্তু তারক বাবু এই সকল ঘটনার সংবাদ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল একবার এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠে; লুনাই সর্দ্দার রামু খাঁ নিকটস্থ গ্রামসমূহে নানারূপে উৎপাত করিয়াছিল। ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব পাইয়া তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অল্পে সে উপদ্রব প্রশমিত হইল।"

(৩) Revenue History of Chittagong—p. 18.

পরগণাবাসী জানবক্স খাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে (১) ইজারাদারের অনেক খাজানা বাকী পড়িয়া যায়। তন্নিমিত্ত ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ এই তিন বৎসরের রাজস্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দেশের শান্তি-রক্ষার জন্য এসময়ে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়।" "তখন জানবক্স খাঁ (মহাপ্রং) দুর্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু অধীনে আনিয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে (২)।" "১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জানবক্স খাঁ প্রেসিডেন্সিতে গভর্ণর জেনেরেলের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (৩), এবং তদীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশে শান্তি রক্ষা করিবেন স্বীকারে পূর্ব্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (৪)।" কিন্তু তখনও কোন বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছিল না। "এমন কি, যাঁহার প্রতাপে জানবক্স খাঁ (ইংরাজের) বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, (চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা) সেই মিঃ ইরুইনও তাঁহার নিকট হইতে কোন বন্দোবস্ত আদায় করিতে পারেন নাই (২)।"

"১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মেই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রধানকর্ত্তা মিঃ হারিস (Mr. Harris) রেভেনিউ বোর্ডকে অনুরোধ করেন যে 'চুক্তি (ইজারা) দারের হস্তে পার্ব্বত্য প্রদেশীয় কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্য-প্রথা রহিত করা হউক, এবং এই বন্দোবস্ত একবারে জুমিয়া বা জমীদারগণের সহিত হওয়া উচিত। কেননা তাহাদের

ইজারাদার প্রথাচ্ছেদ।

(১) কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন, "রাজা (জানবক্স খাঁ) প্রজার উপর সবিশেষ অত্যাচার করিতেছিলেন। সেই হেতু অনেকে আরাকান পলাইয়া যায়।" (The Hill Tarcts of Chittagong and the dwellers therein, p. 64.)

(২) Revenue History of Chittagong—p, 189.

কিন্তু "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার তারক বাবু লিখিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা), "খৃষ্টীয় শতাব্দীর ১৭৪৮। জানবক্স নামে এক ব্যক্তি চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে উৎপাত আরম্ভ করিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ মতে জেলার কালেক্টর তাহাকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন।" তাঁহার এই সন নির্দ্দেশ কিছুতেই যে ঠিক নহে, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তদ্বিষয়ক দুরারিটী প্রমাণ উপরেই দেওয়া গেল। বোধ হয় ৮৪ স্থলেই ৪৮ হইয়াছে।

(৩) কিংবদন্তী আছে, যে সময়ে জানবক্স খাঁ পলায়ন করেন, তাঁহার সঙ্গে প্রজারাও পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন একজন গর্ভবতী রমণী শারীরিক ক্লেশভার বহন করিতে না পারিয়া রাজাকে স্বগত গালি দিতেছিল। দৈবযোগে জানবক্স খাঁ তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পান। ইহাতে তাঁহার মনে এমনি আঘাত লাগে যে, তিনি আর যুদ্ধ না করিয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। এবং কলিকাতায় গিয়া বড়লাট সাহেবের নিকট উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(৪) A letter of the Board of Revenue.

স্বভাব ভাল এবং বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট (?); যেখানে তাহারা পুরুষানুক্রমে থাকে, তাহাতে কিছু দাবীও আছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক প্রদেশ স্মরণাতীত কাল হইতে লোকসংখ্যানুসারে কার্পাসের করে-পরিমাণ লইয়া গঠিত হইত। জুমিয়া অর্থাৎ রায়তগণ কর্ষিত ভূমির বিস্তৃতি-হিসাবে খাজনা দিতনা, সেই কর পরিবার হিসাবে—প্রত্যেক পরিবারে যত অধিক ব্যক্তি বিবাহিত থাকে, তাহাদের খাজানা নির্দ্ধারিত হইবে; বিবাহের পূর্ব্বে রাজস্বের দাওয়া চলিবেনা।' এই প্রস্তাবমতে ১৫ই জুন গভর্ণমেণ্ট আদেশ করেন যে, পার্ব্বত্য কার্পাসের ইজারাদারের প্রথা রহিত হইবে এবং কালেক্টর কার্পাসের কর উঠাইয়া দিয়া জুমিয়া বা জমিদারদিগের সহিত পরিমিত (তঙ্কায়) জমা ধার্য্য করিবেন। তিনি সেই সঙ্গে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন যে, যদি তাহারা ঐ রাজস্ব নিয়মিতরূপে চালায়, তবে তাহা আর বৃদ্ধি করা যাইবে না (১)।" অতঃপর এদেশে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়। কিন্তু "১৫ই সেপ্টেম্বর কালেক্টর এই ইজারাদার প্রথা রদ করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া পাঠান এবং ৯ই ডিসেম্বর পুনরায় এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টে লেখা-লেখি করেন। অবশেষে মীমাংসিত হইল যে, পাহাড়ীদের নিকট হইতে কর স্বরূপ কার্পাস আদায় করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টপক্ষ হইতে জনৈক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন; তিনি পরে সংগৃহীত কার্পাস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবেন (২)।"

রাজস্বে তঙ্কা প্রবর্ত্তন।

"১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর কালেক্টর, জানবক্স খাঁর অধিকারভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজাগণের উপর ভূমির রাজস্বের ন্যায় কর প্রবর্ত্তিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। বোর্ড ১৭৯১ ইংরাজীর ৯ই ফেব্রুয়ারী অনুমতি দেন যে, জানবক্স খাঁ এযাবৎ যে কার্পাস-কর প্রদান করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার উপর পরিমিত তঙ্কায় রাজস্ব নির্দ্ধারিত হউক এবং অপরাপর সর্দ্দারগণ কার্পাসের বিনিময়ে তঙ্কায় খাজানা দিতে স্বীকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট

(১) Revenue History of Chittagong—P. 189.

(২) A Letter of the Board of Reveneu, আমার "Chittagong Gazetteer"এ দেখিতে পাই, এসমুদয় কার্পাস ঢাকার কেক্টরিতে চালান যাইত।

হইতে কার্পাসই গৃহীত হইবে; তাহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা যাইবে (১)।"

"১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কালেক্টর জানাইয়া ছিলেন, বাঙ্গলা ১১৯৭ এবং ১১৯৮ সনের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই প্রথম দুই বৎসর দশশালা বন্দোবস্তির অন্তর্নিবিষ্ট করা গিয়াছিল, এ সকল বন্দোবস্তে জানবক্স খাঁর উপর ১৮১৫ টাকা কর নির্দ্ধারিত হয় (২)।"

বন্দোবস্ত।

"১১৯৮ সনের নিমিত্ত জুমিয়ারা যে কর দিতে সম্মত হইয়াছিল, দশশালা বন্দোবস্তির অবশিষ্ট সময়ের জন্য সেই খাজানাই স্থির থাকিতে বোর্ড ও গভর্ণমেণ্ট আদেশ করেন। এবং এই সঙ্গে ইহাও বলা ছিল যে, জুমিয়াগণের আবাদ বিস্তারে মোট জমা কোনরূপে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, যেন বোর্ডকে জ্ঞাপন করা হয় (৩)।"

"বাঙ্গলা ১১৯৯ হইতে ১২০৬ সন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ দশশালা বন্দোবস্তির অবশিষ্ট আট বৎসর) কেবল 'জুমবঙ্গ' মাত্র জানবক্স খাঁর নামে বার্ষিক ১৭৫৫ সিক্কাটাকা (৪) জমায় বন্দোবস্ত ছিল এবং অপরাপর জুমমহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন জমায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ যাবৎ এই জুমবঙ্গের জমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই সনে উত্তরাধিকারীসূত্রে রাজা ধরম বক্সের হস্তে উক্ত জুমবঙ্গ রাজ্যভার অর্পিত হয়।" ইহাও বোর্ডের সেই পত্রাংশ। রাজা জানবক্স খাঁ এবং রাজা ধরমবক্স খাঁর মধ্যে আরও দুই জন রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পত্রে রাজা শুকদেব রায়ের নামের ন্যায় তাঁহাদেরও উল্লেখ নাই। তাঁহাদের সময়ে রাজস্বঘটিত কোন গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে বিশেষভাবে নামোল্লেখ না থাকিবার কথা—সম্পূর্ণ পত্র পাঠেও ইহা সহজে প্রতীতি হয়। আমরা পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, রাজা জানবক্স খাঁ রাঙ্গুনিয়ায় রাজবাড়ী স্থানান্তরিত করেন এবং রাজানগর গ্রামও তাঁহা দ্বারা গঠিত হইয়া

(১) Revenue History of Chittagong—P. 189.

(২) Revenue History of Chittagong—P. 190.

(৩) A letter of the Board of Revenue.

(৪) বাদসাহী আমলের রৌপ্য তঙ্কা সিক্কাটাকা নামে প্রথিত। ইহা ওজনে ১৵০ আঠার আনা, সুতরাং মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক।

থাকিবে। ইহা ছাড়া তিনি যদি অপর কোনও সৎকার্য্য করিয়া থাকেন, দুরন্ত কাল সেই গৌরব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার করাল কবলে এইরূপে কত যে মহীয়সী কীর্ত্তিলহরী বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, কে তাহার সন্ধান লয়?

দেখা যায়, ১২০৬ বাঙ্গলা—ইংরাজী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ যাবৎ জুমবঙ্গের বন্দোবস্তি রাজা জানবক্স খাঁর নামেই চলিয়াছিল; সুতরাং এই সময় পর্য্যন্ত তদীয় শাসন এবং এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। অপর কোনরূপেও ইহা অবধারিত করিবার উপায় নাই। জানবক্স খাঁর তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনান্তে যুবরাজ টব্বর খাঁ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। রাজানগরের রাজবাড়ীর সম্মুখীন সুবৃহৎ "রাজার দীঘি" ইঁহারই খোদিত বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু টব্বর খাঁর ভাগ্যে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই; অল্প দিন, খুব বিশ্বাস দুই বৎসরও অতীত না হইতেই তিনি নিঃসন্তান ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজা টব্বর খাঁ।

অনন্তর দ্বিতীয় ভ্রাতা জব্বর খাঁর হস্তে রাজ্যভার পতিত হয়। তাঁহার মোহরে আমরা যে সকল সংবাদ পাই, তাহাতে তদীয় রাজত্ব-বিবরণ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহার বাঙ্গালা এই,—

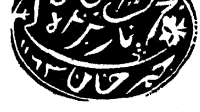

রাজা জব্বর খাঁ।

"শ্রীশ্রীজয়কালী জয় নারায়ণ
জব্বর খাঁ। ১১৬৩।"

সুতরাং ১১৬৩ মঘাব্দ অর্থাৎ ১৮০১-০২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, মোহরমধ্যেও "শ্রীশ্রীজয়কালী জয়নারায়ণ" নাম শীর্ষোপরি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্ সময় হইতে যে ইঁহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। রাজা শুকদেব রায়ের নামটিতে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোন রাজার নিকটে বোধ হয় হিন্দু দেবদেবী এত উচ্চতম সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। রাজা জব্বর খাঁ এই যে বীজ রোপণ করিয়া যান, কালে তাহা হইতে বৃক্ষোদ্গম হইয়া শাখা পল্লববান হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে আবার বৌদ্ধ-

ধর্ম্মবাত্যায় বিগতশ্রী—শুষ্ক কাণ্ডমাত্র অধুনা অবশিষ্ট আছে! যাহা হউক, তিনি যে সমুদায় সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজানগরের ভবন পার্শ্বে স্থাপিত "রাজার হাট"ই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিপীঠ।

রাজা জব্বর খাঁ দশবর্ষাধিক কাল রাজ্যশাসন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠাধিকার বিধান (Law of Priomgeniture) মতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডোলপেটা সুরসুরী জীবিত থাকিতেও জব্বর খাঁর পুত্র

রাজা ধরমবক্স খাঁ।

ধরমবক্স খাঁ(১) ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বোক্ত বোর্ডের পত্রে আছে,—"তিনি স্বেচ্ছা ক্রমেই জুমবক্স ও জুমনওয়াবাদের রাজস্ব ৭০০ টাকা অধিক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বোর্ড ধরমবক্স খাঁর সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতে স্বীকার করেন এবং আরও প্রকাশ করেন যে, এই বন্দোবস্তি কখনও কার্পাস মহালের করবৃদ্ধি মানসে হইতেছে না; মাত্র পূর্ব্বতন ভূম্যাধিকারীদিগের সঙ্গে যে জমায় চলিয়াছিল, এখনও তাহাই থাকিবে। এই করারে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৭০৫ টাকা জমায় দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্তি স্থাপিত হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত ৭০০ টাকা হ্রাস হইয়া পুনরায় ২০০৫ টাকা জমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল।"

রাজা ধরমবক্স খাঁর সময় হইতে উঁহাদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ অদ্যাপি সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও তৎকালীন লোক জীবিত আছেন; তাঁহাদের প্রমুখাৎ আমরা অনেক তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। রাজা প্রায়শঃ রাঙামাটি বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাজানগরেই তাঁহার প্রধান বাসস্থান নিরূপিত ছিল। তিনি রাঙামাটির নিকটবর্ত্তী বহুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আবাদ করিয়াছিলেন, তাহা "ধর্ম্মখিল" নামে প্রথিত হইতেছে। আবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া হইতে বিশেষ সাহায্যদানে অনেকঘর মুসলমান আনাইয়া তথায় বসবাস করাইয়াছিলেন;

(১) সকলে তাঁহাকে "আঠার মাস্যা ধরমবক্স" বলিয়াই জানে। কেননা তিনি নাকি পিতৃ বিয়োগের ১৮ মাস পরে ভূমিষ্ঠ হন—এই সুদীর্ঘকাল মাতৃগর্ভেই ছিলেন। এইরূপ সন্দিগ্ধ-জন্মা ব্যক্তিদ্বারা রাজসিংহাসন এবং জাতিতে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে—আশঙ্কায় বা পিতৃব্য ডোলপেটা সুরসুরির স্বার্থসাধনোদ্দেশে তৈল্যাগোছার অন্যতম নেতা ধরমবক্সকে একদা কৌশলে বলি দিতে গভীর অরণ্যে লইয়া যায়। রাজপক্ষীয়েরা সন্ধান পাইয়া ইংরাজপক্ষের বরকন্দাজের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

তাহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। বস্তুতঃ রাজা ধরমবক্স খাঁর সুশাসনে প্রজাবৃন্দ যথেষ্ট সুখভোগ করিয়াছে। তিনি একাধারে তেজ ও ক্ষমার আকর ছিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তদীয় শাসনকাল আরও বহুকাল ধরিয়া সাধারণের স্মৃতি অধিকার করিয়া রাখিবে! তাঁহার সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের অসভ্য কুকিদিগেরও কোন উপদ্রব-সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অথচ তৎপূর্ব্বে ও পরে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস তাহাদের অত্যাচার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রজাগণ তাঁহাকে "মহারাজা" আখ্যায় গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

প্রজারঞ্জন।

কাপ্তেন লুইনের কথায় পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, '১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মূল চাক্‌মাজাতির অন্যতম শাখার প্রায় ৪০০০ টংচঙ্গ্যা এদেশে আসিয়াছিল। রাজা ধরমবক্স তাহাদের একতমকে সর্দ্দার বলিয়া অস্বীকার করায় অধিকাংশ পুনরায় আরাকানে প্রত্যাবর্ত্তন করে।' ইহাতে অবশ্য রাজা ধরমবক্সের প্রতি টংচঙ্গ্যা প্রজাদিগের অসন্তোষ জ্ঞাপিত হয়; কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিতেছি, টংচঙ্গ্যা প্রজারা তাঁহার প্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত ছিল যে, চট্টগ্রাম সহরে উপযুক্ত বাসস্থান অভাবে রাজার থাকিবার অসুবিধা ঘটে দেখিয়া তাহারা চাঁদাদ্বারা বর্ত্তমান "রাজকুঠি"(১) খানি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং কি ইহাতেও রাজা ধরমবক্সের প্রতি টংচঙ্গ্যাদিগের অসন্তোষ বিশ্বাস করা যায়?

টংচঙ্গ্যা প্রজা।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহারও সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এমন কি, তিনি পিতার অনুকরণে মোহরেও খোদাইয়াছিলেন, —

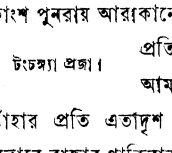

"জয় কালী সহায়
ধরমবক্স খাঁ।"

তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম্ম সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় হিন্দুপর্ব্ব পালন করিতেন এবং বাড়ীতে প্রতিদিন হিন্দুদেবদেবীর পূজার্চ্চনা হইত। রাঙামাটির রাজপুরীতেও মহা আড়ম্বরে এক জয়কালী স্থাপন

ধর্ম্মভাব।

(১) ইহা সুবৃহৎ এবং গঠন প্রণালী অতিশয় মনোমোহকর। এই সহরে তাদৃশ সুরম্য প্রাসাদ আর নাই। কিছুকাল হইতে তথায় দ্বিতীয় কমিশনার বাহাদুর বাস করিয়া থাকেন। চাক্‌মারাজ তজ্জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাড়া পান।

করিয়াছিলেন। দৈনিক কালীপূজার নিমিত্ত যথাবিহিত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত ছিল। কথিত আছে, তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া স্বর্গত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য (১) মহোদয় ও "মহারাজ" উপাধি লাভ করেন; তদবধি তাঁহার বংশধরগণও "মহারাজ ভট্টাচার্য্য" আখ্যায় বিখ্যাত। বস্তুতঃ চট্টগ্রামে এই ব্রাহ্মণবংশ সবিশেষ সম্মানিত। রাজা গুরুদেবকে (২) ৭৪ নম্বর লাট উল্লেখে ৫৮২/০ দ্রোণ (প্রায় ১৯১০০ বিঘা) ২৭৪০৬ নম্বর তালুকে রাধাকৃষ্ণ—নয়াবাদভূমি দান করিয়া ছিলেন; তদীয় বংশধরেরা অদ্যাপি সেই ব্রহ্মোত্তর মাত্র ৪৪৲ টাকা রাজস্বে ভোগদখলকার ও মালগুজার আছেন। ইহা ছাড়া, রাজা ধরমবক্স খাঁর সময়ে রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের খুব যাতায়াত ছিল; এখানে তাহাদের বিলক্ষণ দু'পয়সা 'প্রণামী' ও জুটিত। এবং রাজদরবারে হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; রাজা প্রায় কার্য্যেই তাহাদের সহিত গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল আলোচনা করিতেন।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার কিছুকাল পরে রাজা ধরমবক্স একদা সৈন্যসামন্তাদি সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হন। বহুদূর কণ্টকাকীর্ণ

---

(১) এই মহারাজ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্যই (চট্টগ্রাম) ধলঘাটের কানুনগোয়েদের বাড়ীতে জনৈক শিষ্যের কালীপূজা অতি অল্প সময়ে সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া কালীর বুকে দায়ের আঘাত করেন; তাহাতে সেই বিদীর্ণ মৃণ্ময় বক্ষ হইতে অধিরল ধারায় শোনিত বহির্গত হইতে থাকে। তখন উক্ত শিষ্য সপরিবারে তদীয় চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) বিরুদ্ধ বাদীরা বলেন;—চট্টগ্রামে বাসকালীন একদা চাক রাজা একাকী (চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী) ভ্রমণ-ছলে আপন জমিদারী পরিদর্শন করিতে ছিলেন। কিন্তু অমনোযোগিতায় কিছু অধিকদূর আসিয়া পড়েন। এহেন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে আক্রমণ করে। তথায় এই দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে মস্তকটী রক্ষা করিবারও উপযুক্ত আশ্রয় নিকটে ছিল না। মহাবিপদে পড়িয়া তিনি ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন। এই রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য দূর হইতে ইহা অবলোকন করিয়া স্বীয় পর্ণছত্র মহারাজকে প্রদান করিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ত্যাগস্বীকারে অত্যধিক পরিতুষ্ট হইয়া চাক রাজা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিকটবর্ত্তী উচ্চস্তূপে আরোহণ করতঃ চতুর্দ্দিকে যত দূর দেখা যায়, তৎসমস্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজদরবারেও তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল; তাহাতে মহারাজ আরও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মহারাজ ভট্টাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত করেন। তদবধি হইতে তাহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে।

অপূর্ব্বমিলন। (১)

শিলাময় পথ-পর্য্যটনে রাজা অতিশয় পিপাসা কাতর হইয়া পড়িলেন; জলান্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। একজন আসিয়া জানাইল যে, কিয়দূরান্তরে শৈলশৃঙ্গোপরি (কুরাকুট্যা গোছার) গুজাং চাক্‌মার আবাস আছে। রাজা সেখানে বিশ্রাম লাভাশায় চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ গুজাং সধর্ম্মিণীর সহিত জুমক্ষেত্র বীজ বপন করিতেছেন। আচম্বিতে তাহার আলয়ে মহারাজার পদার্পণ দেখিয়া দম্পতি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞানে হর্ষ-পুলকিত এবং ভক্তিবিনয়াবনত হৃদয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অধিকন্তু তাহাদের পর্ণকুটিরশোভিনী অপরূপ সুষমাময়ী মৃগাক্ষিণী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যারত্নের সৌন্দর্য্য-সুধা মহারাজার শ্রমকাতর প্রাণে অধিকতর প্রীতিদান্ করিয়াছিল। তদীয় সুকোমল করকিসলয়-বাহিত মৃণ্ময় ঝারি পূর্ণ সুশীতল বারিপানে তাঁহার পিপাসার শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অনিমেষ লোচনে সুন্দরীর চঞ্চল নয়নোপরি দৃষ্টি যোজনা করিয়া রহিলেন! তাহাতে কিশোরী মহারাজের চিত্ত-চাঞ্চল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈষদ্ধাস্য-আস্যে মস্তক অবনত করিলেন। এদিকে সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন দেখিয়া, বিহঙ্গমকুল নানাতানে সঙ্গীত ধরিয়া কুলায়াভিমুখে ছুটিল, সহচরগণ দিবাবসান সংবাদ জ্ঞাপন করিলে হঠাৎ মহারাজার চৈতন্যোদয় হইল। অনন্তর তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়াও মহারাজ সেই সুন্দরী-মূর্ত্তি-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দর্শনাভিলাষেই মনোদূত অণুক্ষণ ঘুরিতে লাগিল,—রাজকার্য্যে আর যথারূপ দৃষ্টি রহিল না। পরে আর মনোবেদনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, একদিন প্রিয়তম বয়স্যের নিকটে হৃদয়কপাট উদ্‌ঘাটিত করিলেন। তিনি অপরাপর পাত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কাঁটাছরী হইতে প্রাগুক্ত গুজাং চাকমাকে সপরিবারে রাজবাড়ীতে আনাইলেন। গুজাং দেওয়ান পদবী লাভ করিলেন, তাহাদের যাবতীয় দুঃখ নিরাকৃত হইল। বলা বাহুল্য, দুহিতারত্ন কালাবিবিকে কালিন্দীরাণী নাম দিয়া মহারাজ পাটেশ্বরী করিলেন। এরূপে কিছুকাল গত হইলে

বিবাহ।

(১) এই সমুদয় বিষয়ণী রাজ সরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী শ্বেতাগ্নি (চট্টগ্রাম) নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকমল দাস মহোদয় সঙ্কলিত হস্ত লিখিত কাহিনী হইতে গ্রহণ করিলাম।

কালিন্দীর গর্ভে কোন সন্তানাদি জন্মিতেছে না দেখিয়া, রাজা তদীয় জ্ঞাতি-ভগিনী আটকবিবিকে (১) বিবাহ করেন। তিনি সাধারণের নিকট "মধ্যমাঠাকুরাণী" আখ্যায় পরিচিতা ছিলেন। এই "কুরাকুট্যা গোছার" দৌলত খাঁর বাড়ীতেও মহারাজার প্রায়শঃ যাতায়াত ছিল। ক্রমে তিনি দৌলতের কন্যা হারিবিবির সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইয়া পড়েন। অবশেষে তাঁহাকেও বিবাহ করিয়া "ছোটরাণী" করিলেন। কিন্তু এ সকল 'সপত্নী-সহবাসেও কালিন্দী রাণীর প্রতি মহারাজার ভালবাসার তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। তিনি নিরন্তর কালিন্দীর প্রেমপ্রবাহে মগ্ন থাকিতেন। অতঃ-

সন্তানলাভ।

পর বড়রাণীর গর্ভ চিহ্ন দেখা গেল। তিনি যথাকালে এক সুলক্ষণ তনয় প্রসব করিলেন। অদৃষ্ট বিড়ম্বনা—দুরন্ত কৃতান্ত অকালে রাজপরিবারের এই স্নেহনিধিকে অপহরণ করিল, কালিন্দীরাণীর সন্তান ভাগ্য এইখানেই পর্য্যবসিত হইল! পরে কনিষ্ঠা রাণী হারিবিবির এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল—মেনকা ওরফে চিকণবিবি। অনন্তর কয়েক বৎসর পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে (২)

লোকান্তর।

বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের আষাঢ় মাসে মহারাজ ধরমবক্স সকলকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া রাঙামাটি রাজ-প্রাসাদ হইতে লোকান্তর গমন করেন।

ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা পড়িয়া গেল। অগত্যা "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" হারিবিবির অবিবাহিতা তনয়া চিকণ বিবির অভিভাবক স্বরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কন্যাই সম্পত্তির

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্।

একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে হারিবিবির অতিশয় অহঙ্কার করিয়াছিল; তিনি বড় রাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার মতমাত্রও জিজ্ঞাসা না করিয়া ওয়াংঝাগোছা—কাঁকড়া গোষ্ঠীসম্ভূত পূর্ব্বকথিত রণুখাঁর প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের সহিত হারিবিবি স্বীয় কন্যা চিকণবিবির বিবাহ দিলেন এবং রাজনগরের

(১) কেহ কেহ ইঁহাকে আতপবিবি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

(২) কিন্তু কাপ্তেন লুইন এস্থলে বিশেষ ভুল করিয়াছেন। 'The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers thcrein" নামক পুস্তকে রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুকাল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ লিখিয়া গিয়াছেন (See p. 64)। তাহা পাঠে বর্ত্তমান গ্রন্থকারও ভ্রমে পড়িয়াছিলেন; পরিশেষে অনেকানেক কাগজপত্র দৃষ্টে সংশোধিত হইয়াছে।

নিকটবর্ত্তী সোনাইছরী গ্রামে ভিন্ন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া কন্যা ও জামাতার সহিত কালিন্দী রাণী হইতে পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। আর এদিকে পতিবিরহবিধুরা বড়রাণী সপত্নী বিদ্বেষবহ্নিতে দিন দিন জ্বলিয়া পুড়িয়া অহর্নিশ দয়ারসাগর ভগবানকে স্মরণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন!

অবশেষে যখন বিপক্ষের আক্রমণ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কালিন্দী গভর্ণমেণ্ট সমীপে পরলোকগত স্বামীর রাজত্ব-শাসনভার পাইবার প্রার্থনা করেন। তাহাতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইহার মীমাংসা হওয়া পর্য্যন্ত, ধরমবক্স খাঁরই সগোছা এবং সগোত্রজ বর্ত্তমান রাজচন্দ্র দেওয়ান প্রভৃতির জ্যেষ্ঠতাত শুকলালখাঁকে বার্ষিক ২৪২১৮/১১ পাই জমা দিবার স্বীকারে পার্ব্বত্য প্রদেশের "সরবরাহকারিত্ব" প্রদান করেন। ইহাও আদেশ ছিল যে, সরবরাহকার প্রাণপণ চেষ্টায় যাহয় কিছু অতিরিক্ত সংগ্রহ করিতে পারিলেও, তাহা কালেক্টারিতে দাখিল করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত মাত্র ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ যাবৎ চলিয়াছিল। চট্টগ্রামের জমিদারীভার সীতাকুণ্ডথানার অন্তঃপাতী কাটগরনিবাসী আমানত আলী নামক জনৈক মুসলমানের হস্তে সমর্পিত ছিল। আর পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসনকার্য্য যে দুই বৎসর কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে ছিল, তাহাতে কোন প্রকার নূতন পরিবর্ত্তন হয় নাই; সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রাণী বার্ষিক ২৫৮৩।/২ পাই জমায় ইজারা গ্রহণ করেন।

শুকলাল খাঁ।

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রাণী এই ইজারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ইহা সরকার বাহাদুরের খাসেই শাসিত হইয়াছিল। পরে পুনরায় রাণীর সহিত দুই বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হয়। পরিশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কালিন্দী রাণীকে মৃত-স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিণী সাব্যস্ত করেন।" পরন্তু বলা থাকে যে, তাঁহাকে ইতোমধ্যে

Commissioner's letter no. 588, d. 10-12-1873.

রাণী কালিন্দী।

জাত হরিশ্চন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র নামক চিকণবিবির নাবালক পুত্রদ্বয়ের (১) উপযুক্ত রক্ষাণাবেক্ষণ

(১) এতদ্ভিন্ন চিকণবিবির এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। তাহার নাম রাখা হয় চন্দ্রকলা। কিন্তু এই কন্যা এক বৎসর অতিক্রম না করিতেই ভবধাম পরিত্যাগ করে।

এবং হারিবিবি, আটকবিবি, চিকণবিবি ও জামাতা গোপীনাথের যথোচিত ভরণপোষণ চালাইতে হইবে।

তখন হারিবিবি আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র-দ্বয় সমভিব্যাহারে রাজানগরের বাড়ীতে আসিলেন এবং জ্যেষ্ঠারাণীর পদধারণে স্বীয় দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দয়াবতী কালিন্দী রাণী সপত্নীর করুণ প্রার্থনায় ক্রোধদ্বেষ বিস্মিত হইয়া কনিষ্ঠা ভগিনী প্রায় হারিবিবিকে বাহু-যুগলমধ্যে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সবিশেষ আশ্বস্ত করিয়া স্বীয় কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র নির্ব্বিশেষে চিকণবিবি গোপীনাথ ও হরিশ্চন্দ্র-শরচ্চন্দ্রকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। কালক্রমে হারিবিবি সোনাইছরী বাড়ীতে ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিন মাসের মধ্যে চিকণবিবিও রাজানগর প্রাসাদ হইতে মাতার পদানুসরণ করিলেন; আবার কিছুদিন পরে হায়—দশ বৎসরের বালক শরচ্চন্দ্রও মাতা এবং মাতামহীর সেবায় ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল! উপর্য্যুপরি এই সকল বিপদপাতে বড়রাণী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। জামাতা গোপীনাথকে নিজালয়ে রাখিয়া, ক্রমান্বয়ে আরও দুই বিবাহ করাইলেন (১)। একমাত্র দৌহিত্র—রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্রকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত রাণীর প্রগাঢ় যত্ন ছিল; তজ্জন্য যাহা কিছু সম্ভব, তিনি তৎসমুদয় করিয়াছিলেন।

ক্ষমা।

চট্টগ্রাম বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর মিঃ এইচ, এ, ককারেল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী সমীপে যে পত্র * দেন তাহাতে দেখা যায়,—"প্রায় ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে রাণীর দরখাস্তের উপর রেভিনিউবোর্ড তাঁহার রাজস্বের হিসাব পুনর্নিদ্ধারণের অনুমতি প্রদান করেন। 'প্রাচীন কার্পাসমহলের

* Letter no. 588.

(১) চিকণবিবির মৃত্যুর পর গোপীনাথ দেওয়ান প্রথমে কালিন্দীরাণীর ভ্রাতা জয়মণি দেওয়ানের কন্যা কান্দরীকে বিবাহ করেন। তদীয় গর্ভে উর্ম্মিলা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। কাচালং—কাট্টলীবাসী শ্রীযুক্ত নীলচন্দ্র দেওয়ানের সহিত উর্ম্মিলার বিবাহ হইয়াছিল; তিনি এখনও জীবিত আছেন। পরন্তু কান্দরীর মৃত্যু হইলে গোপীনাথ দেওয়ান পুনরায় আমুগোছার চিকণথাঁর কন্যা হীরালাল তালুকদারের ভগ্নী শ্রীমতী জানকীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, ভগীরথচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র চারিপুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র অধুনা লোকান্তরিত; নবচন্দ্র এবং ভগবানচন্দ্র রাজমহলের বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন।

বিষয়' বিবেচনা করিয়া (২০৮৫।৩ সিক্কা খাজানায়) তাহা ধরমবক্সখাঁর মৃতা কন্যা

বন্দোবস্ত।

চিকণবিবির শিশু পুত্রের নিমিত্ত রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বন্দোবস্ত তখনও সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কালেক্টর কর্ত্তৃক (প্রতিবেশী সর্দ্দার) বোমাংকে যে বন্দোবস্তি দেওয়া হইয়াছিল, কালিন্দী রাণী সেই মর্ম্মে মালিকী-বন্দোবস্তি প্রার্থনা করিলে—তাহা প্রদত্ত হয়। এই আদেশে বুঝা যায় যে, রাণী নিজেই এই বন্দোবস্তি করিয়াছিলেন। ইহা কায়েমী অর্থাৎ চিরস্থায়ী; রাণী অধিকারিণী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। তিনি উত্তরাধিকারিণীর দাবি যাহাতে অসঙ্গত বলিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে, সেই ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত বন্দোবস্তি চাহিয়াছিলেন।"

যাহা হউক, অনন্তর হরিশ্চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাণী তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহু অনুসন্ধানের পর আত্মীয়-স্বজনদিগের পরামর্শক্রমে লার্ম্মাগোছার—পিড়াভাঙাগোষ্ঠজ রত্নখাঁ দেওয়ানের (১) কন্যা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা সৈরিন্ধ্রীর সহিত রাজানগর

হরিশ্চন্দ্রের বিবাহ।

প্রাসাদে মহা সমারোহে শুভপরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। এই বিবাহে চট্টগ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রায় সমগ্র অধিবাসী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতে গায়ক বাদ্যকর প্রভৃতি আনা হয়; এক পক্ষকাল ধরিয়া গীতবাদ্যাদি চলিয়াছিল! এতাদৃশ আড়ম্বর পূর্ণ বিবাহ চাক্‌মাসমাজে এযাবৎ হয় নাই। রাণীর সুবন্দোবস্ত গুণে এই বিরাটব্যাপারেও কোন ত্রুটী ঘটিয়াছিলনা। ইহার অনেকদিন পরে হরিশ্চন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে রত্নখাঁ দেওয়ানের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনীকেও তাঁহার বিবাহ করাইয়াছিলেন।

মাত্র এই সমুদয় কার্য্য লইয়াই মহীয়সী কালিন্দীরাণীর শাসনকাল অতিবাহিত হয় নাই। কি উৎকট রাজনৈতিক সংঘর্ষণে, কি গুরুতর সমস্যা পূর্ণ ধর্ম্ম ও সামাজিক বিপ্লবে, সর্ব্বত্রই তদীয় মহতী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে এপর্য্যন্ত যতজন মহিলা রাজ্যভার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া সাম্রাজ্ঞী

(১) রত্নখাঁ দেওয়ানের নাসিকা অতিশয় উন্নত ও সুঁচালো ("চুচ্যাং") ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে "চুচ্যাং দেওয়ান" নামে অভিহিত করিত।

ভিক্টোরিয়ার অব্যবহিত নিম্নে একমাত্র কালিন্দীরাণীর নামই সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় তথাপি কোন কোন স্বার্থপীড়িত মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের উপর বিকৃত বর্ণ ফলিত হইয়াছে! আমরা উভয় পক্ষ হইতে যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি, নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিবেন।

কাপ্তেন লুইন স্বয়ং একস্থলে লিখিয়াছেন * ;—"১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা পার্ব্বত্য প্রদেশের আভ্যন্তরীণ মিতব্যয়িতায় মুখ্যভাবে হস্তক্ষেপ করিনাই। সেইবৎসর ত্রিপুরা জেলার নিকটবর্ত্তী কুকিগণ (খণ্ডলের) ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রজাদিগের উপর কয়েকবার হত্যাপূর্ণ অত্যাচার করিয়াছিল (১)। এই বিপ্লবসমূহ এরূপ ভীষণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, গভর্ণমেণ্টের ভয় ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়াছিল। অবশেষে সীমান্তপ্রদেশরক্ষার নিমিত্ত এই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন।"

*The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein — P. 23.

জেলাগঠন।

এবং এই বৎসরের "১লা আগষ্ট ২২ আইনানুসারে (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শাসনাধীন) পার্ব্বত্য প্রদেশকে চট্টগ্রাম হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র জেলা স্বরূপে পরিগণিত করা হয়।" কিন্তু "চট্টগ্রামের কালেক্টর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যাবৎ (অত্রত্য) খাজানা-সংগ্রহ সংক্রান্ত কাগজাদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রদান করেন নাই।" পরে "১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই (নব গঠিত) জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর পদবী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরিবর্ত্তে ডেপুটিকমিশনার আখ্যা হয়। তিনি এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের

A Statistical Account of Bengal—Vol. III P 18.

Revenue History of Chittagong—P. 100

(১) তাহারা প্রায় ১৬০ জন ইংরাজ প্রজা হত্যা করে, এবং শতাধিক লোক ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "রাজমালার" ৩৬১-৩৬৭-৩৭০ পৃষ্ঠায়ও আছে। পরবর্ত্তী জানুয়ারীতে আবার তাহারা উৎপাত আরম্ভ করে, সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বরের উদয়পুরাদি ধ্বংস করিয়া কালিন্দীরাণীর অধিকৃত কয়েকখানা গ্রাম পুড়িয়া দেয়। তখন রাণীর প্রার্থনানুসারে, তাহাদের দমন করিতে ইংরাজ সৈন্যগণ 'ষড়কল' (ইহার পরিচয় ১২০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেওয়া হইল) পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহাতেই তথা হইতে ১৮ মাইল দূরস্থিত বিদ্রোহী কুকিরাজ রতন পুঁইয়ার অধিকারস্থ প্রজাগণ ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া পলাইয়া যায়। অনন্তর সেই সনে রতন পুঁইয়া আত্মসমর্পণ করে।

যাবতীয় শাসন ও বিচারকার্য্য চালাইবার ক্ষমতা লাভ করেন; এবং সেই সময়ে এই জেলা সবডিভিসনেও বিভক্ত হয়। নিয়তন কর্ম্মচারী-দিগের উপর তথাকার ভার থাকিত।" এতদ্ভিন্ন তখন বিচারাদি চালাইবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে কয়েকটী বিশেষ বিধি নির্দ্ধারিত হয়। যথা—

The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therin, P. 23.

১। পাহাড়ীদের মধ্যে অভিযোগ ঘটিলে পক্ষসমর্থনার্থ উকিল-মোক্তারাদি কোন আইন-ব্যবসায়ী দিতে পারা যাইবেনা। ২। ষ্টাম্পের প্রয়োজন হইবেনা; যথাসম্ভব স্বল্প খরচায় আইনানুসারে সরল ও ন্যায্যবিচার প্রদান

বিচার ব্যবস্থা।

করিতে হইবে। ৩। জাতীয় আচার ও সংস্কার মানিতে হইবে, এবং তৎপ্রতি সম্মান দেখাইবে। ৪। ডেপুটিকমিশনার ম্যাজেষ্ট্রেট-কালেক্টরের পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন। একমাত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট তদীয় বিচারের 'আপিল' চলিবে, এবং গুরুতর অভিযোগের শেষমীমাংসাও তিনি করিবেন। পরিশেষে ১৮৯২ অব্দে লুসাই পর্ব্বত ইংরাজের অধিকৃত হইয়া গেলে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকার্য্যাদি চট্টগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা হয়। ১৯০০ সনে এথাকার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট এক বিধান 'পাস' করেন, পরিশিষ্ট ভাগে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

বস্তুতঃ এই পার্ব্বত্য প্রদেশ স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হওয়া অবধি আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্ম্মে গভর্ণমেণ্টের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে চট্টগ্রামের অধীনে অবস্থান কালে নিরীহ পাহাড়ীগণের প্রকৃত অভাব-অভিযোগাদি জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্যই ছিল। জেলা-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট।

সীমান্তবর্ত্তী চন্দ্রঘোনায় বিচারালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও পাহাড়ীদিগের অসুবিধা বহু পরিমাণে নিরাকৃত হয়। এখানে বসিয়াই আগারুয়া (যাহারা উপরে গিয়া বাঁশবেতাদি কাটিয়া আনে,)-দের নিকট হইতে 'ট্যাক্স' আদায় করা হইত। অনন্তর ইহাদের আরও অধিকতর সুবিধা-মানসে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সমুদয় অফিস পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় কেন্দ্রস্থল—রাঙামাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট শেষোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা কয়টীদ্বারা পাহাড়ীদিগের সহজে সুবিচার পাওয়ার পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অন্তরের সহিত স্বীকার

করি যে, মাননীয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ঈদৃশী নীতিতে প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধি অশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তদ্বারা দেশীয় রাজার ব্যক্তিগত প্রাধান্য উচ্ছেদ প্রায় হইয়াছে। "রাজামালা"কারও ইহা লিখিয়াছেন *, "১৭৮২ শকাব্দে (গভর্ণমেণ্ট) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করেন। তদবধি ক্রমে ক্রমে চাক্‌মাসরদার-দিগের রাজশক্তি হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধারণ জমিদারশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।"

* ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট চাক্‌মারাজার ১৪ ও ৮৬ নম্বর 'লাট' নিলাম করিতে চাহিলে কালিন্দীরাণী তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত করেন। ইহাতে চট্টগ্রামের কালেক্টর ১৮৬৬ ইংরাজীর ২রা জানুয়ারী যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

"আবেদনকারিণী সমুদয় লাটের বিক্রি সম্বন্ধে বলেন, এই সমস্ত ভূমি তদীয় সত্ত্বাধিকৃত জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত; গভর্ণমেণ্টের খাস নহে। তিনি বাঙ্গালা ১১৭০ সনের ৬ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১৭৬৩ সালে ঘোষণার উপর নির্ভর করিয়া এই আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে তদা-

প্রাচীন সীমা।

নীন্তন চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান কর্ত্তা মিঃ হারি ভেরেলষ্ট সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেণী হইতে শঙ্খ, এবং নেজামপুর রাস্তা (বোধ হয়, ইহা বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকাভিমুখে প্রবাহিত রাস্তা— Dacca Trunk Road) হইতে কুকিরাজ্য পর্য্যন্ত সমগ্র পার্ব্বত্যপ্রদেশ রাজা সেরমুস্ত খাঁর জমিদারীর কার্পাসমহাল ভুক্ত; এবং আদেশ ছিল,—গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব চালাইলে ইহা, তাঁহার দখলেই থাকিবে। আর অধস্তন কর্ম্মচারিগণকে বারণ করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীদিগের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা না হয়। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যদি এই দাবি বজায় রাখা যাইতে পারে, তবে কোন আইন-সঙ্গত উপায়ে ইহা রাণীর পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উক্ত ঘোষণায় সীমাবদ্ধ পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই রাণীর স্বত্ত্ব সমভাবে বর্ত্তিবে।　　×　　×　　×　　×

(স্বাক্ষর) এ, স্মিথ,
কালেক্টর।"

এই কৈফিয়ৎত দেখাইয়া কালেক্টর মিঃ স্মিথ ১৭ই জুলাই (১৮৬৬ খৃঃ অঃ) রাণীর দাবী অগ্রাহ্য করেন। রাণী মাননীয় বোর্ড-সমক্ষে ইহার আপিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড ১০ই সেপ্টেম্বর ১৪৯৯ নম্বর পত্রযোগে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন,— "কালেক্টর অতি সাবধানতার সহিত ইহার বিচার করিয়াছেন। পতিত

জমির উপর রাণীর কোনও স্বত্ব নাই। তিনি পাহাড়ী জুমিয়াদিগের সরদার। রাণী ভূমির কর গ্রহণ করিতে পারেন না, কেবল মাত্র 'পারিবারিক-কর' (১) লইয়া থাকেন। কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করেন যে, গভর্ণমেণ্টই পতিত ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা অপর কোন প্রকার স্বত্ব দ্বারা ভারগ্রস্ত হয় না। অতএব এই আপিল অগ্রাহ্য করা হইল।"

রাজকীয় স্বত্ব।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট টি, এইচ্, লুইনকে 'কাপ্তেন' (২) রাজসম্মান দিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপে পাঠান। পরে অবশ্য যথাসময়ে তিনি 'ডেপুটি কমিশনার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি' পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫ই মে তিনি অত্রত্য কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ফলতঃ তাঁহার হস্তেই এদেশে ব্রিটিশের অধিকার ও প্রাধান্য সুদৃঢ় হয়। এখানকার সাধারণ লোকেরাও আরও বহু কাল ধরিয়া 'লুইন সাহেব'কে স্মৃতিমধ্যে সযত্নে রক্ষা করিবে। কিন্তু কেন জানিনা, প্রথম হইতে কালিন্দীরাণীর উপরে তিনি সন্দিগ্ধনয়নে দৃষ্টি স্থাপন করেন! উভয়েই লোকাতীত প্রতিভাশালী, এবং কার্য্যদক্ষতায় অসীম ধন্যবাদার্হ! সংস্কারবাদী মাইকেলের কথায় বলা যায়,—"কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা, দোঁহে রিপুভাবে!" লুইন মহোদয় তদীয় "এ ফ্লাই অন্ দি হুইল" (A Fly on the wheel) নামক গ্রন্থে রাণী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহা উল্লেখ করিতেছি।—

"রাণী বৃদ্ধবিধবা ছিলেন। তিনি কতিপয় স্বার্থসংপৃক্ত মন্ত্রীর পরামর্শে চলিতেন এবং আমি যতকাল (চট্টগ্রাম) পার্ব্বত্য প্রদেশে ছিলাম, সর্ব্বদাই মদীয় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। প্রথমবারে রাণী আমার বিচারের বিরুদ্ধে প্রথমে কমিশনারের নিকটে, পরে হাইকোর্টে 'আপিল' করেন। যাহাহউক, আমি বড়ই সতর্ক হইলাম। যখন কোথাও সন্দেহ হইত, তাহা বন্ধুবর কমিশনার মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত স্থগিত রাখিতাম; এইরূপে আমার কোন ত্রুটী ধরিতে পারা যায় নাই। পরে আমার উপর নানা দোষারোপ করিয়া কলিকাতায়

Page—326.

অনুযোগ।

(১) ১০৫ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় এই 'পারিবারিক-কর' পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

(২) Captain in Her Majesty's 10th Regiment.

কতকগুলি (বেনামী) 'উড়োচিঠি' প্রেরিত হয়। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কৈফুয়িয়ত দিবার নিমিত্ত আমার নিকটে সেই সমস্ত প্রেরণ করেন। বস্তুতঃ এই যুক্তি-শূন্য অপবাদ গুলি খণ্ডন করিতে আমাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। এইরূপে নানা উত্তেজনাপূর্ণ বেনামী চিঠি ও আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। অনন্তর লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর আমার বিরুদ্ধে বহুবিধ অবিচার ও অত্যাচার বিবরণী সম্বলিত সাতজন পাহাড়ী নেতার স্বাক্ষরযুক্ত এক খানি দরখাস্ত প্রাপ্ত হয়েন। এ সম্বন্ধে আমার কার্য্যস্থলে অনুসন্ধান করিতে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনারকে লিখেন। কমিশনার আসিয়া উক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারী নেতা সাতজনকে ডাকাইলেন। কিন্তু সকলেই এই অভিযোগ এবং স্বাক্ষর অস্বীকার করেন। অধিকন্তু অনেকে মদীয় শাসনে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া কমিশনার সমীপে আবেদন করিলেন। শুনিয়া সুখী হইলাম, ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান বোমাং রাজা মংফ্রু ও একজন। এবং মঙ্‌রাজা ক্যজচাঁই স্বয়ং গিয়া কমিশনারকে অনুরোধ করেন যে, আমাকে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়।"

Page—327.

"পরন্তু এই অনুসন্ধান-ফলে আমি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম এবং আমার কার্য্যদক্ষতার ধন্যবাদসূচক পত্রও পাইয়াছিলাম। রাণীর (?) নিগ্রহ-চেষ্টা সত্ত্বেও যে উন্নতি হইল, তজ্জন্য আমি নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার সম্মানের উপর আক্রমণে বিফল মনোরথ হইয়া, অবশেষে তিনি (?) মদীয় জীবননাশে কৃতসংকল্পা হইলেন। একদা আমি "মহামুনি-মেলা" (১) হইতে অতিশয় ক্লান্ত শরীরে বাসায় আসিয়া কিছু আগেই ঘুমাইতে যাই; কিন্তু ঘুম হয়না। কিয়ৎক্ষণ পরে চুরুট জ্বালাইতে উঠিয়া দেখিলাম, দীপশলাকার বাক্সটী নাই; চাকরেরা আমার আবাস-শৈলের নিম্নস্থিত তাহাদের বাসগৃহে চলিয়াগিয়াছে। × × হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, একখানি জানালা খোলা রহিয়াছে। আমার সন্দেহ হইল। বালিসের নীচে প্রত্যহ রাত্রিকালে গুলিভরা একটি পিস্তল থাকিত; তাহা লইয়া নিঃশব্দে বিছানা হইতে

Page—328.

Page—329.

হনন চেষ্টা।

(১) মল্লিখিত "মহামুনি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মেলার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য:— "কোহিনুর," ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১১।

নামিয়া পড়িলাম! এবং উক্ত জানালার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া সতর্কতার সহিত দেখিয়া রহিলাম। ফুস্ ফুস্ মন্ত্রণা হইতেছিল; দরজার পথে চারিজন মনুষ্যের ছায়া পড়িল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাহাদের বর্শাও ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। তখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইতেছিল যে, কে প্রথমে প্রবেশ করিবে! অনন্তর একজন ঢুকিয়া আমার শূন্য শয্যার উপর ছুরিকাঘাত করিতে লাগিল। আর অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাহাদেরে তাড়াইতে পিস্তলের সহিত ভীষণ চীৎকারে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। তথায় এক কর্কশ শব্দ উঠিল! আমি দুর্বৃত্ত কাপুরুষের উপর পিস্তল ছুড়িলাম। পরে প্রহরী এবং চাকরেরা আসিল; এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল! তাহাদের মধ্যে একজন আহত হইয়াছিল, এবং এক পার্শ্বে দুইটী বর্শা পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া "বাঙ্গালা" হইতে পশ্চাৎ অভিমুখে রক্ত-ধারা দৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই পলাইয়াছিল; কে কে যে ইহাতে লিপ্ত ছিল, তাহা আমি কোনরূপে বাহির করিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম, রাণীর উত্তেজনাতেই ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার উপযোগী প্রমাণ পাইতে পারি নাই। অতঃপর কিছু দিন আমার নিদ্রা যাওয়ার সময় বারান্দায় একজন প্রহরী থাকিত। পরে যখন আমার বন্ধু মঙ্ রাজার উপদেশে শয়নকক্ষ পরিত্রস্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া, সেখানে তাঁহার প্রদত্ত একটী সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, তদবধি আমি সেই পবিত্রমূর্ত্তির রক্ষণাধীনে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতাম।"

Page—330.

কোন নিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়াই এরূপে তিনি রাণীর উপর অযথা নানা প্রকারে দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, চাক্‌মাদিগের মধ্যে বর্শার ব্যবহার নাই। আর এতাদৃশ গুরুতর কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত কোন বিজাতীয় লোককে বিশ্বাস করা রাণীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে! তখনও কুকির উপদ্রব সম্পূর্ণ দমিত হয় নাই; তাহাদের কর্ত্তৃক যে ইহা ঘটে নাই, কে বলিবে? বিশেষতঃ কোন বিচার-কর্ত্তার বিরুদ্ধে 'আপিল' করিলেই যে শত্রুতাচরণ করা হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। স্বার্থে আঘাত পড়িলেও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লোক প্রত্যক্ষে আসিতে ভয় পায়। সুতরাং নাম গোপন করিয়া প্রকৃত অভাব-অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা সর্ব্বত্রই দুর্ব্বল মানবের পক্ষে একমাত্র উপায়; তাহাতে

অপবাদ-গণ্ডন।

আবার প্রাচ্যদেশের (১) প্রতি এত কটাক্ষ কেন? এ সকল যে কালিন্দীরাণীর যোগে হইয়াছিল, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দুঃখের বিষয় জানিতে পারিলাম না, যে সাতজন পাহাড়ীনায়কের নাম আবেদন পত্রে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কোন জাতীয়! বিচারকার্য্যে ডেপুটি কমিশনারের সহিত দেশীয় রাজা হইতে প্রজার সম্পর্ক কম ছিল না! অতএব বোমাং ও মঙ্‌ রাজা তদীয় শাসন-বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করিলেও রাণী নীরব থাকায়, তাঁহার উপরেই যাবতীয় সন্দেহের আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। বোমাং ও মঙ্‌ রাজার এরূপ 'গায়ে পড়িয়া' কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার কারণও ছিল। এই নূতন রাজা মফ্রুকে তিনিই বোমারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যতঃ তাঁহার কৃপা না ঘটিলে বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত আমরা মঙ্‌ রাজার নাম শুনিতাম না। কেননা আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, পূর্ব্বে মঙ্‌ রাজার স্বতন্ত্র কোনও রাজা ছিল না। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুঞ্জধামাই নামধেয় জনৈক মগসর্দ্দার ৭।৮ শত পরিবার প্রজা লইয়া চাক্‌মারাজাকে বার্ষিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা "মাটিপোড়া খাজানা" (২) দেওয়ার স্বীকারে

মঙ্‌ রাজার বিবরণ।

সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন (৩)। তিনি পরে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়াছেন। কুঞ্জধামাইর পুত্র ক্যজচাঁই, কাপ্তেন লুইনের শাসনকালের প্রথম ভাগেও কালিন্দীরাণীকে এই রাজস্ব দিয়াছেন। শুনিয়াছি, রাণীর তদানীন্তন নায়েব—বর্ত্তমান গ্রন্থকারের প্রাতঃস্মরণীয় মাতামহ চট্টগ্রাম ফটিকছরী থানার অন্তঃপাতী ধুরুঙ্গগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত হরগোবিন্দ রায় মহোদয় এই "মাটিপোড়া খাজানা" উক্ত মঘ সরদার হইতে আদায় করিয়াছিলেন; এবং অন্যতম নায়েব শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দেওয়ানও সেই কর উশুল (৪) করিয়াছেন।—অদ্যাপি তিনি জীবিত

(১) কাপ্তেন লুইন "এ ফ্লাই অন্‌দি হুইলে" পূর্ব্বোক্ত উড়োচিঠির কথা উত্থাপন করিবার সূচনায় বলিয়াছেন,—"Next a very harassing mode of attack was adopted, and one much in favour in the East."—Page 326.

(২) "মাটিপোড়া খাজানা" অর্থাৎ জুমকর। জুম জ্বালাইতে মাটিও পোড়া যায় বলিয়া, ইহাকে 'মাটিপোড়া' বলা হইয়াছে।

(৩) ইনি নাকি বোমাং এর অধিকার হইতে পলাইয়া আইসেন; তজ্জন্য মোকর্দ্দমা হয়।

(৪) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় সার্কেল বিভক্ত হইয়াগেলে, গিরিশবাবু মঙ্‌ রাজার

(১)। লুইন ক্যজচাঁইর ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নাকি চাক্‌মা-রাণীর কর বন্ধ করিতে পরামর্শ দেন। পরে তিনি গভর্ণমেণ্টে বিস্তর লিখিয়া চাক্‌মারাজ্য হইতে মঙ্‌রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া লয়েন। কালিন্দী ইহার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টে 'আপিল' করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য হয় (২)। সুতরাং কেবল ক্যজচাঁই কেন, মঙ্‌রাজ্যের উপভোগকারী পুরুষানুক্রমে সকলেরই কাপ্তেন লুইনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য।

ক্যজচাঁইর সহিত লুইনের সৌহার্দ্দ-নিদর্শন দুই এক স্থলে দেখাইয়া আসিয়াছি। পাঠকবর্গের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ করিতে, এস্থলে আর একটি চিত্র তদীয় "এ ফ্লাই অন্ দি হুইল" হইতে তুলিয়া দিলাম:—"মঙ্‌চিফের বাসস্থান মাণিকছরীতে পৌঁছিলে, রাজার নিজগৃহের এক বৃহৎ কামরায় আমি রহিয়াছিলাম। ইহা অবশ্য বিশেষ অনুগ্রহের লক্ষণ। এযাবৎ কোনও ইংরাজ পুরুষ এতাদৃশ পারিবারিক আত্মীয়তার মধ্যে স্থান পায় নাই। আমার মাধ্যাহ্নিক

Page—359.

অধিকার-মধ্যে পড়েন। মঙ্‌রাজার ম্যানেজার বাবু পূর্ণচন্দ্র দাসকে প্রথম কর দিবার সময় গিরিশবাবু সবিষাদে বলিয়াছিলেন,—'হায় অদৃষ্ট—এই হাতেই মঙ্‌রাজা হইতে খাজানা আদায় করিয়াছি, আবার এই হাতেই মঙ্‌রাজাকে খাজানা দিতে হইতেছে!'

(১) এস্থলে পরম দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পুস্তকের এই অংশ লিখিত হওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কফুয়িয়ত এই (Letter no. 543 P. D. dated—7. 10. 1898) যে, "the first Mong Raja having been an Arracanese Mug whom it was convenient to the Government to place over the tribes in the north, as being the most important person in those parts." তাঁহারা বলেন, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ স্বতন্ত্র জিলারূপে গঠিত হইলে উত্তরাংশের শাসনকার্য্য ভাল চলিতেছেনা দেখাগেল। যদিও ইহা চাক্‌মাচিফের নামমাত্র অধিকারে ছিল, কিন্তু ফলে দূরে থাকাতে লোকজনের উপর প্রকৃত শাসন চলিত না। কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ জানাইতে পারে এমন কোন উপরিস্থ তথায় না থাকাতে, বড়ই অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। ক্যজচাঁই সেইখানকার সম্মানিত ও অবস্থাপন্ন ছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাই তাঁহাকে তত্রত্য সরদার মনোনীত করেন।

অধিকন্তু শুনাযায়, ক্যজচাঁইকে "থামাই" না ডাকিয়া "মঙ্‌রাজা" বলিবার নিমিত্ত কাপ্তেন লুইন দেশেবিদেশে ঢেঁড়েরা পিটাইয়াছিলেন। সুতরাং এই 'মঙ্‌রাজা' পদবী লুইনেরই প্রদত্ত হইবে। সে যাহা হউক এস্থলে আমরা মঙ্‌রাজবংশের একখানি তালিকা প্রদান করিলাম।—

সৌহৃদ্য

ভোজনের সামগ্রী (মঙ্) রাণীর নিজ তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইয়াছিল। পরিবেশন-কালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, সুকোমল অঙ্গুলিনিচয়দ্বারা কয়েকটি বিশেষ মনোনীত সামগ্রী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, আমাকে খাইতে অনুরোধ এবং জেদ্ করিয়াছিলেন। বেতসাগ্র, বংশমূল প্রভৃতি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব দ্রব্যও আমি সাহসের সহিত খাইয়াছিলাম। অনন্তর গৃহকর্ত্রী অতিথি-সৎকারের উদ্দেশ্যে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে আসিয়া মৎসম্মুখে একটি পিত্তল পাত্র স্থাপন করিলেন। ইহাতে তৈলেভাজা নরম চারিটি

Page—360.

শ্বেতকীট (১) ছিল। তিনি তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযোগে তাহার একটি লইয়া আমার কল্পিত ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া অনিচ্ছাসূচক হাসির সহিত তাহা দূরে ফেলিলাম। কিন্তু যখন তাঁহাকে সন্তোষজ্ঞাপনের চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভ অসম্ভব বুঝা গেল, তখন আমার সদ্ব্যবহারের সম্মান রাখিবার নিমিত্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। পরে বিদায়কালে রাজার অনুরোধে তাঁহার ক্ষুদ্র বালক—নরপতিকে স্বীয় পুত্রবৎ সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।"

ইহা হইতেই সম্ভবতঃ কাপ্তেন লুইন মনে করিয়াছিলেন যে, পার্ব্বত্যদেশে অবরোধপ্রথা নাই। তাই তিনি অতঃপর একবার কালিন্দীরাণীর সহিত

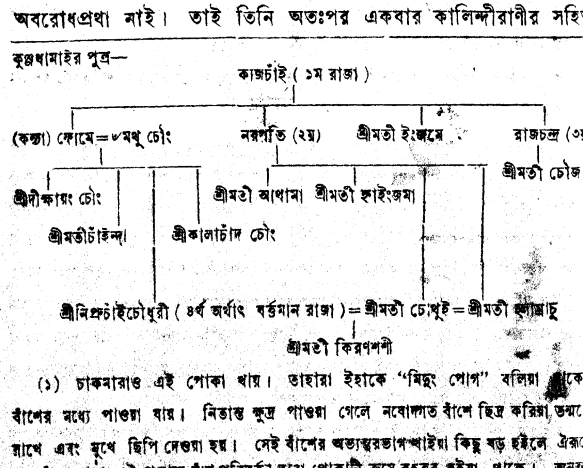

(১) চাকমারাও এই পোকা খায়। তাহারা ইহাকে "মিদুং পোগ" বলিয়া থাকে। বাঁশের মধ্যে পাওয়া যায়। নিতান্ত ক্ষুদ্র পাওয়া গেলে নবোদ্গত বাঁশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে রাখে এবং মুখে ছিপি দেওয়া হয়। সেই বাঁশের অভ্যন্তরভাগ খাইয়া কিছু বড় হইলে ঐরূপে অন্য বাঁশে রাখে, এই প্রকারে বাঁশ পরিবর্ত্তন দ্বারা পোকাটী ক্রমে বৃহত্তর হইয়া থাকে। অনন্তর ভাজিয়া খাইতে নাকি বেশ আস্বাদ লাগে। ইহা বড়ই তৈলাক্ত।

দেখা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন; কিন্তু রাণী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তজ্জন্য তিনি সবিশেষ কুপিত হইয়া, কতিপয় পাহাড়ীকে দাসস্বরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ছলনায়—কালিন্দীরাণীকে বন্দী করিতে উপযুক্ত সংখ্যক সিপাহী সমভিব্যাহারে সহকারী মিঃ রেইণীকে পাঠাইয়াছিলেন। রেইণী প্রথমে রাজবাড়ীতে উপনীত হইয়া দাসরূপে আবদ্ধ লোকগণকে তলব করেন; রাণী তাহাতে কোনও বাধা দেন নাই। পরন্তু তাহারা সকলে একবাক্যে স্বেচ্ছাকৃত চাকরী স্বীকার করিয়া যায়। তখন রেইণী আর কোন পথ না পাইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে কাপ্তেন লুইনের নির্য্যাতন-স্পৃহা দূর না হইয়া বরং ঘৃতপ্রক্ষিপ্ত-অনলবৎ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি 'হাতে না পারিয়া দাঁতে'—কাগজেকলমে রাণীর যথাসম্ভব অনিষ্ট করিয়া যান।

অবরোধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা।

লুইন মহোদয়ের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ(১) ঘটিবার কারণ আমরা সবিশেষ অবগত নহি। উপসংহার ভাগে তচ্চিত্রিত বাঙ্গালীর ছবিও দেখাইব। পরন্তু তিনি কালিন্দীরাণীর সমালোচনায় বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণকেও অনুযোগ-ভাগী করিতে যাইয়া একস্থলে লিখিয়াছেন*,—"সতত-মত-বিরোধী রাণী এবং তদীয় বাঙ্গালী মন্ত্রিগণ ভিন্ন জেলার সমস্ত নায়কদিগের সহিত আমার সদ্ভাব ছিল।" বোধ হয়, তিনি এবম্বিধ মন্তব্য সম্বলিত একখানি গুপ্ত লিপি বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দিয়াছিলেন। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়েই অস্থায়ী কমিশনার লর্ড এইচ, ইউলিক ব্রাউন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন, † "কালিন্দী রাণী ব্যতীত অন্যান্য রাজা ও প্রজাগণ লুইনের সবিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করে।" আরও আছে, "এখানে পার্ব্বত্য প্রদেশের অনিষ্টের একমাত্র কারণ, পার্ব্বতীয়শাসনকার্য্যের বিষম অন্তরায়-স্বরূপিনী, বাঙ্গালী মন্ত্রীর পরামর্শ-পরিচালিতা কালিন্দীরাণী, তহশীলদার

অনুযোগে—কালিন্দীরাণী ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী।

* A Fly on the wheel—P. 37.

† Letter no. 421, dated 12-11-1868.

(১) এ সম্বন্ধে তদীয় 'A Fly on the Wheel" এ বিস্তৃত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। "The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein" এর উপসংহারেও লিখিয়াছেন, "With the Bengalees I have never been accord."

বিনিয়োগের পরিবর্ত্তে অবিবেচকতার সহিত পাট্টা দিয়া, বহুকাল প্রচলিত পদ্ধতির উচ্ছেদে চাকমাদিগের অসন্তোষোৎপাদন এবং প্রজা সাধারণের অশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন। পার্ব্বত্যগণ তালুকের জমির ন্যায় বন্দোবস্তিভুক্ত হইয়া থাকে। প্রায়শঃ বাঙ্গালীরাই (জুমিয়াদের কর বাড়াইয়া ও নিজেদের কমিশন না দিয়া) উচ্চ হারে বন্দোবস্তি গ্রহণ করে। ইহাতে দেওয়ান প্রথা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। গ্রাম্য বিচারাদির নিমিত্ত বন্দোবস্ত নাই। পাট্টাদারেরা কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট তালুক বিক্রয় করে। তন্নিমিত্ত পাহাড়ীদিগকে (অধিকারীর সঙ্গে সঙ্গে) একগ্রাম ছাড়িয়া অপর এক নূতনগ্রাম গঠন করিতে হয়। এই সমুদয়ে শাসন কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। × × × × কালিন্দীরাণীর প্রার্থনার মধ্যে দুইটী প্রধান।—১। তাঁহাকে দৌহিত্রের ম্যানেজার স্বরূপ গণ্য না করিয়া চাকমাদিগের শাসনকর্ত্রীরূপে স্বীকার করা হউক, এবং ২। তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করে বন্দোবস্ত দেওয়া যাউক। × × × × অনেক চাকমা প্রজা চাবের জমি প্রার্থনা করিয়াছে, ইহাতে কালিন্দী রাণীর স্বীয় প্রজার প্রতি অবজ্ঞা এবং বাঙ্গালীদিগের যোগে শাসন-অত্যাচার সূচিত হয়। পাহাড়ীগণ বলে, 'তিনি (কালিন্দীরাণী) আমাদিগকে বাঙ্গালীর মুন্সেফিতে (১) ছাগলের মত বিক্রয় করেন।' চাকমারা তদীয় অধীনতা পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে চায়; কেন না তিনি অধীশ্বরীর কোনও কর্ত্তব্য পালন করেন না। প্রজাগণ যখন সর্দ্দার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়, তাহারা আর তাঁহাদের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, খাস মৌজায় আশ্রয় দেওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র যদি শীঘ্র রাজ্যভার গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে—আমি আশ্চর্য্য হইব না! কারণ, এখনই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। অনেকে খাস মৌজায় বন্দোবস্তি প্রার্থনা করিয়াছে। × × এই তালুকদারী-প্রথা রহিত হইয়া চাকমাদিগের মধ্যেও রোয়াজা (২) নিয়োজিত হউক। × × × দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমি যাহা প্রস্তাব করি, তিনি (কালিন্দীরাণী) সমস্তেরই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।" স্পষ্টই বুঝা

(১) পাট্টাগ্রহিতা বাঙ্গালীগণ চট্টগ্রামের মুন্সেফিতে প্রজাদের নামে নালিস উপস্থিত করিতেন।

(২) 'রোয়াজা'—এই পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় মগ ও ত্রিপুরাদিগের গ্রাম্যমণ্ডলের উপাধি। তিনি কর আদায় এবং গ্রাম্য সাধারণ বিচারাদি নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

যাইতেছে—লর্ড ব্রাউন যাহা লিখিয়াছেন, এতৎসমুদয়ই কাপ্তেন লুইনের ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র! পরন্তু রাণীর মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরবর্ত্তী, লুইন মহোদয়ের স্থলাভিষিক্ত মিঃ এ, ডব্লিউ, বি, পাউয়ার (১) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ৪৭২ নম্বর পত্রে সেই 'সংস্কারে' বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন,—"ধরমবক্সের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী কতিপয় অসংযমীর হাতে পড়িয়া অপরাপর কুনীতির মধ্যে—হিন্দু আইনানুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ এবং মনুষ্য-তালুকের অংশ বিক্রয় অনুমোদন করিয়াছিলেন।"

এইরূপে 'বিড়াল শাবকে বাঘের উপদ্রব প্রচারিত হইয়া (২)' রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমেই গুরুতর হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণও নিমিত্তভাগী হইয়া পড়িয়াছেন। যে সমুদয় বাঙ্গালীমন্ত্রনা-দাতার স্কন্ধে রাজপুরুষেরা দোষারোপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী (বাড়ী—কেলিসহর, চট্টগ্রাম) এবং জগন্মোহন গুহ (বাড়ী—ভূর্ষি, চট্টগ্রাম) এই দুইজনই প্রধান ছিলেন। রাণী প্রায়শঃ তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। কিন্তু সাধারণ্যে তাঁহাদের কোন অপবাদ নাই, অধিকন্তু সচ্চরিত্রতারই প্রসিদ্ধি আছে। তবে হইতে পারে, তাঁহারা স্বজাতিবাৎসল্যে কোন কোন বাঙ্গালীর প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে নিরীহ চাক্‌মাগণ উৎপীড়িত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের পক্ষ-সমর্থনার্থ এই মাত্র অনুমান করা যায়; নতুবা তাদৃশ ভীতিবঞ্জক বর্ণনার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে রাণীর প্রকৃতি যাদৃশ বিকৃত ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টও বিরক্ত না হইয়া পারেন নাই।

(১) ইনি ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৩রা জুলাই পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারই দ্বারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পূর্ব্ব প্রান্ত এবং লুসাই প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারিত হয়।

(২) কথিত আছে, একব্যক্তি কোনও বাজারের রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী 'খানায়' একটী ক্ষুদ্র বিড়ালশাবক দেখিয়া যায়। কিন্তু সে গিয়া অপর একজনের নিকট বর্ণনাকরে যে, "বাজারের রাস্তার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড বিড়াল দেখিয়া আসিলাম"; পরে ২য় ব্যক্তি অপরকে "অপূর্ব্ব ব্যাঘ্রাকৃতি মার্জ্জার", ৩য় ব্যক্তি অন্যজনকে "ব্যাঘ্রাকার মার্জ্জার," ৪র্থব্যক্তি একবারে "বাজারে সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র নামিয়াছে" সংবাদদিল। পরে জনরব উঠিল যে "বাজারে যে বাঘ আসিয়াছে, তাহার উৎপাতে বাজারবাসী ইতস্ততঃ পলাইতেছে" ইত্যাদি।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী সেক্রেটারী মিঃ আস্‌লি ইডেন মহোদয় ২৭০ নম্বর পত্রে চট্টগ্রামের কমিশনারকে জানাইয়াছিলেন,—"মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, যদি রাণী এরূপে স্থানীয় শাসন কর্ত্তার কার্য্যে বারম্বার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন, এবং তদীয় প্রকৃতি সংশোধন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর-বরাহকারিণী হইতে পদচ্যুত করা যাইবে। অপর দুই (বোমাং ও মঙ্) রাজা বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইলে, কালিন্দীরাণীর কোন ওজর আপত্তি শুনা যাইবে না। লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর তাঁহার প্রতিবাদ খণ্ডনে প্রস্তুত আছেন।" ফলতঃ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া রাণী কর্ত্তৃপক্ষের অতিশয় বিরাগভাগিনী হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। পরন্তু তিনি যে গভর্ণমেণ্টের প্রতি সাতিশয় আস্থাবতী ছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত সিপাহিবিদ্রোহকালে যখন ব্রিটিশ-রাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এদেশে কালিন্দী রাণীর সময়ের লোক এখনও যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার কথা তুলিলে সকলেই 'হায়—হায়' করিয়া থাকেন! এমন কি দূরবর্ত্তী চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র বালক-মুখে পর্য্যন্ত তদীয় প্রাতঃস্মরণীয় নাম শুনিতে পাওয়া যায় (১)। পাঠক বিচার করুন, ইহা অত্যাচারের অভিশাপসন্তপ্ত সকরুণ আর্ত্তনাদ, কি সুকৃতি-মন্দিরের অনন্ত আরতি!

কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ।

পরন্তু রাণীর শাসনকালের এইমাত্র অভিযোগ শুনিতে পাই, তাঁহার সহোদর জয়মণি দেওয়ান ফকির তনুরাম চাক্‌মার শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া উপদেশ পায় যে, যদি কেহ "চেঙ্গী" উপনদীর করদ সরিৎ "নুনছরী"র উৎপত্তি স্থানে হ্রদমধ্যস্থিত গোলাকৃতি শিলাখণ্ডোপরি সাতজন হিন্দুকে বলি দিতে পারেন, তাহা হইলে সেই শিলাখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া "সাত রাজার ধন মাণিক" তাহার করতল-গত হইবে। জয়মণি এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ৭ সাতজন হিন্দু বেপারীকে সবলে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একজন ধূর্ত্ত-চূড়ামণি নাপিত ছিল।

নরবলি।

(১) বর্ত্তমান গ্রন্থকার অতি বাল্যকালেই পূজনীয়া মাতৃদেবী সকাশে মহীয়সী কালিন্দীরাণীর কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া ছিলেন। সেই অবধি তদীয় বিস্তারিত জীবনী জানিতে তাঁহার অতিশয় আকাঙ্খা জন্মে।

অপর ছয়জনকে বলিদানের পর, নাপিতকে স্নানের নিমিত্ত নদীতে লইয়া গেলে, সে ডুব দিয়া অদৃশ্য হয়। এবং অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়া সে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট সমীপে যাবতীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। তাহাতে জয়মণি বন্দী হন, এবং অবশেষে নানা চেষ্টায় অব্যাহতি লাভ করেন। জয়মণিকৃত আরও কয়েকটি অত্যাচারে বাস্তবিক প্রজাসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। উৎপীড়িত জনগণ কাতরকণ্ঠে—

"রাজার শালা জয়মণি;
রক্ষা কর কালিন্দীরাণী।"

বলিতে বলিতে দয়াময়ী রাণীর চরণতলে স্মরণ লইত। সেই শোকময় কোলাহল অদ্যাপি লোকের কর্ণে প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। ইহা হইতেও রাণীর ন্যায়পরতার প্রতি সাধারণের ভক্তিমত্তার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়!

কালিন্দীরাণীর শাসনবিবরণী যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্রের কলঙ্ক প্রায় তাঁহার কেবল মাত্র একটী অবিবেচকতার কাজ হইয়াছিল—'মনুষ্য-তালুক' সৃষ্টি এবং তদংশ বিক্রয়ে ক্ষমতা প্রদান। নিন্দাকারিগণ এই ছিদ্র পাইয়াই নানা বিশেষণে সাজাইয়া তাঁহার দুর্নাম গাথা বাহির করিয়াছিলেন। ইহার কুফল পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে রাণী কখনই এই নূতন পদ্ধতি চালাইতেন না। 'দেশে' যে মালাকার, লগ্নাচার্য্য, ভাট ও আদ্যপুরোহিতদিগের যজমানের-তালুক আছে, সেই অনুকরণেই বোধ হয় তিনি স্বীয় প্রজাদিগের তালুক গঠন করিয়াছিলেন। এবং উহাদের মধ্যে যেমন যজমান-তালুকের স্বেচ্ছানুরূপ অংশ ক্রয় বিক্রয় আছে, এইপ্রজা-তালুকেও সেই অধিকার দান করেন। কিন্তু তখন তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, তাহার প্রজা-তালুকের অংশ বিক্রয়ে তালুকদারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের বাসস্থানও স্থানান্তরিত করিতে হয়। যজমান-তালুকে সে অসুবিধা নাই। কেননা তৎসীমা 'চৌহদ্দি' দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। পক্ষান্তরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রজাপরিবার লইয়া প্রজা-তালুক গঠিত হইত। তবে ইহাকে তাঁহারা যেরূপ ভীষণ বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, ফলে তাহা নহে, এখানে আমরা তৎপাট্টার এক প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।—

মানুষে তালুক।

(স্বাক্ষর) শ্রী[illegible]।

"পাট্টা কবুলকরার দাদেষকবুলিয়ত শ্রীঈশানচন্দ্র দেওয়ান পিছরে লবণ খাঁ দেওয়ান মৃত সাকিন কাচালং জোমবক্স খানে কাচালং প্রভৃতি কামি দামি ইস্তিমেরারি তালুকি পাট্টা পত্রমিদং আগে আমার জমিদারির অধীন কার্পাস মহাল সংক্রান্ত তোমার সাবেক মুরচি তালুকদার মোট পাকা (১) ১১ ঘরের কাতে কাচা ১৭৩ ঘর রায়তের সালিয়ানা হস্তবুদ মবলক ১১২৸৶১০ গণ্ডা কোম্পানী বেশী ৭৶৬ গণ্ডা পুণ্যাহ নজর ২৲ টাকা চিনার খরচা ১৲ টাকা আগ্‌চনি ৫৲ টাকা হদিশ আমলা আন ৪৲ টাকা সাকুল্যে মং পাট্টা। ১৩০৶/১৬ গণ্ডা বাদখরূপ ২৸০ বাকি স্থিত ১২৮/১৬ গণ্ডা খাজানার পরে তুমি তালুকী পাট্টা পাওয়ার দরখাস্ত করিবায় তাহা মঞ্জুর ক্রমে তোমা হইতে কামি দামি ইস্তিমিরারী তালুকী কবুলিয়ত লইয়া কামি দামি ইস্তিমিরারী তালুকী পাট্টা দিতেছি যে নিরূপিত খাজানা বাজে রকম সহ সন বসন তুমি ও তোমার পুত্র পুত্রাদি ক্রমে নীচেরলিখিত কিস্তিমতে চালান সম্বলিত আমার জমিদারী সেরেস্তাতে দাখিল করি দিয়া দাখিলা লইবা ও লইবেক শর্ত্তমিতে কিস্তমতে খাজানা আদায় না কর ও না করে প্রচলিত কানুন জারিতে ও আগমস্ত যাহা কানুন প্রচলিত হয় তদ্দারাহ খাজানা গং তোমার মাল মনকুলা স্থাবর সম্পত্ত্যাদি ক্রোক ও নিলাম বিক্রি পূর্ব্বক আদায় লইতে কোন ওজর না করিবা ও না করিবেক। ভেটবেগার নজর বীকার খাইন মাথট রসদ পল্টন খয় খরচা ও সাদি ক্রিয়াতে নজরাণা ও খরচা পূর্ব্ব মতে ও যখন যাহা উপস্থিত হয় এবং হুজুরের অঙ্ক বেশী হয় সর তালুকদারানমতে দিবা ও দিবেক তালুকা হেথা খারিজ আমারি হুকুম বিনা না করিবা বেআইনী কোন কর্ম্ম না করিবা কর তোমার নিজে নিশা করিবা তালুকাতে কোন ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় তৎশীঘ্রহ হুজুরে অথবা আমার নিকট এত্তেলা করিবা তালুকার রায়ত উৎবৃদ্ধ হয় নিরূপিত জমামতে তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারাণ ভোগবান থাকিবা ও থাকিবেক রায়ত ফতেফেরাল হয় খাজানা আদায়ের পক্ষে কোন ওজর না করিবা ও না করিবেক জঙ্গ জরীপে আমার মালিকীতে তোমার তালুকা বরাইবা তালুকার রায়ান রাণা রাণী খিসা সাবেকমত দখলে রাখিবা এতদর্থে কামি দামি ইস্তিমিরারী তালুকা পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩১ মং তারিখ ২ আষাঢ়—"

ইহাদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তালুকদারগণের জমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিস্তী-বন্দীমতে তাহা চালাইয়া এবং সময় বিশেষে রাজব্যাপারাদির চাঁদা দিয়া

---

(১) দশ কাঁচাঘর অর্থাৎ পরিবার লইয়া এক পাকাঘর গণনা হইত। পূর্ব্বে প্রতি কাঁচাঘরের খাজনের করিয়া কার্পাস করস্বরূপ নির্দ্দিষ্টছিল, জানবক্স খাঁর সময় তাহা মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত হয়।

তাহারা পুরুষানুক্রমে বন্দোবস্ত মহালের উপসত্ব ভোগদখল করিতে পারিতেন। এই আয় দায়ভাগমতেই বিভক্ত হইত, অর্থাৎ কোন তালুকদারের মৃত্যু হইলে মহাল তৎপুত্রগণের মধ্যে তুল্যাংশে বিভাজিত হইয়া পড়িত। যাহা হউক, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি ২৯৫ নম্বর পত্রে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের জনৈক সেক্রেটারী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারকে লিখিলেন যে, "বিগত ১২ই নবেম্বরের ৪২১ নম্বর (লর্ড ব্রাউনের প্রাগুক্ত) পত্রের প্রস্তাবানুসারে মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর (রোয়াঝা অর্থাৎ) হেড্‌ম্যান (Head man) নিয়োগ প্রথা অনুমোদন করেন। ইঁহারা গ্রামবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া রাজা-দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। ডেপুটী কমিশনারের নিকট ইঁহাদিগের একখানি তালিকা থাকিবে।

হেড্‌ম্যান নিয়োগ।

রাজারা যাবতীয় পরিবর্ত্তন-সংবাদ তাঁহাকে যথাসময়ে জানাইবেন। হেডম্যানেরা রাজাদের নিমিত্ত "কেপিটেসন টেক্স" (১) (পারিবারিক কর) আদায় করিবেন এবং যে কোন অভিযোগ ডেপুটী কমিশনারের নিকট জানাইবেন। (মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে) তাহা চালাইবার ও সাক্ষ্য যোগাইবার ভার তাঁহাদের উপরই থাকিবে। তাঁহারা সাধারণতঃ ডেপুটি-কমিশনারের আদেশ পালনে বাধ্য রহিবেন। × × অনুরোধ করিতেছি যে, রাণীকে জানাইবেন—তিনি এযাবৎ এই সম্বন্ধে যতসব আবেদন করিয়াছেন, তৎসমস্তেরই মীমাংসায় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর রাণীকৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরবরাহকার অপেক্ষা উচ্চতর পদবী অস্বীকার করেন। যতদিন পর্য্যন্ত সপত্নী-দৌহিত্র বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় তাঁহার হস্তে এই সম্পত্তি ও জাতীয়ভার রাখিতে সম্মত থাকেন, ততদিন রাণী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ও অভিমত পালন পূর্ব্বক কার্য্য চালাইবেন। তাঁহাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি সরদারের প্রতিনিধি মাত্র। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার কোনও স্বত্ব নাই। × × লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর আপনাকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন যে, (আপনি সম্পূর্ণ বিবেচনার সহিত ইহার উপায় বিধান করিয়া) রাণীর শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীতে পার্ব্বত্য প্রথার জন্য জেদ করিতে পারেন, এবং তাঁহাকে যাবতীয় তালুকদারী ও ইজারা রহিত করিতে

(১) "কেপিটেসন টেক্স" (Capitation tax)—ইহার প্রকৃত অর্থ 'লোক প্রতি কর'। মিঃ পাউয়ার বলেন (see—letter no. 872, date 17-6-1875), "এই ভুল নামটি আরাকান হইতেই আসিয়াছে। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক পাহাড়ীদিগের মাথাগণনায় (অর্থাৎ লোক-প্রতি) কর মাত্র। কিন্তু এখানে যে কর গ্রহণ করা হয়, তাহা পরিবারপ্রতি; অর্থাৎ পরিবার-মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক একাধিক থাকিলেও, অতিরিক্ত কর দিতে হয় না।" এইজন্য "কেপিটেসন টেক্সের" অনুবাদ এইপুস্তক 'পারিবারিক কর'—করা হইল।

আদেশ দিতে পারেন। ঐ সকল তালুকদারেরা যদি জাতিতে চাক্‌মা হন, তবে তাঁহারাই রোয়াঝা অর্থাৎ হেড্‌ম্যান হইবেন। রাণী যদি স্বয়ং পাহাড়ে বাস করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্রবাবু তথায় বাস করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনারের সহিত স্বয়ং সম্পর্ক রাখিবেন। যদি দেখা যায় যে, রাণী ইহাতে বাধা দিতেছেন বা গভর্ণমেণ্টের প্রতি তদীয় কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শিত হইতেছে, তখন তাঁহাকে সরবরাহকার হইতে পদচ্যুত করিতে গভর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করিবেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ফলতঃ অতঃপর সীমাবিশেষবর্ত্তী অধিবাসীদের উপর হেড্‌ম্যান নিয়োজিত হইলেও তাদৃশ পারিবারিক-কর গ্রহণের কোন এক সাধারণ পরিমাপ ছিল না। হেড্‌ম্যানেরা অধীন প্রজাগণের সহিত একটা চুক্তি করিয়া লইতেন। অনন্তর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এক 'রিজলিউসনে'

জুমকর নির্দ্ধারণ।

প্রকাশ করেন যে, "১৮৬৯ সনে প্রত্যেক জুম্মিয়া-পরিবারের উপর ৪৲ টাকা খাজানা নির্দ্ধারণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। কাপ্তেন লুইন বলেন, এ সময়ে কোন সাধারণ পরিবর্ত্তন বা নূতন নির্দ্ধারণ উচিত নহে। তবে গভর্ণমেণ্ট-ধর্ম্মাধিকরণে এতৎসম্পর্কীয় বিচার নিষ্পত্তির সময় ৪৲ টাকা হিসাবে মীমাংসিত হইবে।" বস্তুতঃ কাপ্তেন লুইনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে) এখানে 'পারিবারিক-কর' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বলেন, এই জুমকর রাজস্বের ভিত্তিস্বরূপেই গৃহীত হইবে!

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে কর্ণফুলী নদীর শুল্ক একমাত্র চাক্‌মা রাজারই অধিকারে ছিল। তজ্জন্য মোগল বা ব্রিটিশ

কর্ণফুলী নদীর শুল্ক।

গভর্ণমেণ্টকে কোন রাজস্ব দিতে হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাতে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং হাত পড়ে। তখন কালিন্দী রাণীর সহিত—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ৭৫৬৬ টাকা জমায় ইহার বন্দোবস্ত হয়। পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লুইন এই বন্দোবস্তে রাণীর বার্ষিক লাভ কত হইতেছে, জানিতে চাহেন; রাণী তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ বৎসরের যে আয় তালিকা পাঠাইয়াছিলেন (১)। তাহা হইতে লুইন মহোদয় প্রথম তিন বৎসরের

(১) শুনিতে পাই, পাছে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বর্দ্ধিত করেন বা একবারে খাস করেন, সেই ভয়ে আয়-তালিকায় লাভ-সংখ্যা খুব কম করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু "ঠকা"তে

হার কষিয়া বার্ষিক ২২৮৬ টাকার অর্দ্ধেক ১১৪৩ টাকা, বন্দোবস্ত ব্যতিরেকেই কালিন্দী রাণীকে বার্ষিক দিয়া কর্ণফুলীর শুল্ক আদায় ভার গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগের (Forest Dpt.) হস্তে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই নূতন অধিকার সাগ্রহে অনুমোদন করেন; পরন্তু রাণীকে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব, উপস্থিত (১৮৭২ সালের) লুসাই-অভিযানে (১) তদীয় ব্যবহার বুঝিয়া স্থির করা হইবে আশ্বাসে বিবেচনাধীন রাখিলেন। অনন্তর সেই অভিযানের সাহায্যে সন্তুষ্ট হইয়া সদয় গভর্ণমেণ্ট ৯ই অক্টোবরের (১৮৭২ সাল) ৫৭৬৩ নম্বর পত্রে পূর্ব্বোক্ত ১১৪৩ টাকা চাক্‌মারাজার বার্ষিক জমা হইতে বাদ দিবার স্বীকার করেন। তদবধি কর্ত্তৃপক্ষ এই বার্ষিক ১১৪৩ টাকা লুসাই অভিযানে চাক্‌মাসরদারের কৃত সাহায্যের পুরস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন (২)। রাণী যে সকল ক্ষমতাশালী হেডম্যানকে দিয়া গভর্ণমেণ্টের এতাদৃশী সহায়তা করিয়াছিলেন, কথিত পুরস্কারের অংশ তাহাঁদিগকেও ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। যাহা হউক, অদ্যাপি চাক্‌মারাজ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে এই টাকা মুক্তি পাইয়া থাকেন।

রাণীর রাজত্ব-বর্ণনা শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আর দু'চারিটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রকৃতি কার্য্যে প্রতিভাত হয়, ইহা বিজ্ঞানসম্মত ধ্রুব সত্য। লোকে যাঁহাদিগকে একান্ত গোঁড়া বলিয়া মনে করে, সেই দার্শনিক মহাশয়দেরও এইমত! এস্থলেও রাণীর প্রকৃতি উপলব্ধি

গেলেই ঠকিতে হয়," রাণী আপন ফাঁদেই আপনি জব্দ হইলেন। অধুনা ইহার আয় ব্যয়তীর ব্যয় বাদেও লক্ষাধিক টাকা হইবে। রাণীর সময়ে কি ২০।২৫ হাজারও ছিল না?

(১) ১৮৭০-৭১ খৃঃ অব্দে কুকিরা পুনরায় কাছাড়ে উপদ্রব আরম্ভ করে। সেইবার তাহারা কতিপয় ইংরাজ চা-করকে হত্যা করিয়াছিল, এবং নবম বর্ষ বয়স্কা মেরী উইনচেষ্টার নাম্নী এক ইংরাজ-তনয়াকে লইয়া যায়। তখন এই ১৮৭২ অব্দে কাছাড় দিয়া একদল সৈন্য জেনারেল বুসিয়ারের এবং আর একদল চট্টগ্রাম দিয়া জেনারেল ব্রাউনলোর নেতৃত্বাধীনে তাহাদের আক্রমণ করে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি ও ট্রাঙ্গভালের ভীষণ সমরবিজয়ী লর্ড রবার্টস্ তখন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেলরূপে কাছাড় দলে ছিলেন। (কুকিসর্দ্দার ভলোনেলের নামানুসারে লর্ড রবার্টস্ তদীয় প্রিয় অশ্বের নাম "ভলোনেল" রাখেন, সেই ঘোড়া ১৮৭৭-১৮৯৬ পর্য্যন্ত তাঁহার বাহক ছিল। স্বর্গীয়া সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আদেশে কাবুলবিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ভলোনেলের দেহ চারিটী সুবর্ণ পদকে সুশোভিত হয়।) চট্টগ্রামের সৈন্যদলই মেরী উইনচেষ্টার প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছিল। এস্থলে বলিয়া রাখি, সেই দুঃসময়ে স্বর্গত রায় অম্বরাচরণ মিত্র বাহাদুর উক্ত কাছাড় সৈন্য দলের সহিত ছিলেন; তাঁহার তদানীন্তন সাহস ও বিক্রমের কথাও গৌরবের সহিত উল্লেখ যোগ্য। অনন্তর এই বর্ব্বরজাতি হইতে এদেশ রক্ষা করিতে কর্ত্তৃপক্ষ রাঙামাটিতে ৬৫৬ জন সিপাহী রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মার্টিনী হেনরীর বন্দুকসহ ১৩৮ জন মাত্র আছে।

(২) Vide—Commissioner's letter No. 998 dated 10th December, 1873.

করিবার জন্য কোন উপকথা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুমহৎ কার্য্যাবলীই অনুষ্ঠাত্রীর সহৃদয়তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। রাঙ্গু-

রাণীর কার্য্য।

নিয়ার "রাণীর হাট" বোধ হয় যুগযুগান্তর ধরিয়া তদীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। ইহার পূর্ব্বে তিনি স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে পদ্দোয়ায় "রাজার হাট" স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার "মহামুনি" প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাত্রীসঙ্গম ও সপ্তাহাধিককাল স্থায়ী বিরাট মেলার ব্যবস্থা—তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ! মহামুনিমন্দির-বক্ষে স্থাপিত প্রস্তর ফলকে তিনি যে বিনীত নিবেদন (১) লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে তাঁহার অলৌকিক উদারতা—অত্যুজ্জ্বল ধর্ম্মোন্মাদনা সহজেই প্রতীত হইয়া থাকে। যেরূপ শুনিতে পাই, সেই সময়কার তুলনায় বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার বেশ দখল ছিল। রাণীর লিখিত অপর কোন লিপি পাওয়া যায় না ; আমরা বহু যত্নে তদীয় একটি স্বাক্ষর মাত্র এস্থলে রক্ষা করিতে পারিলাম।—

বলা বাহুল্য তাঁহার আমলেই বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রথম প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছি, বহুদিন পরে পারসীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা গেল। পক্ষান্তরে তাঁহারই সময়ে (১৮৩৭ খৃঃ অব্দে) গভর্ণমেণ্ট বিচারালয় প্রভৃতিতেও পারসি স্থলে ইংরাজী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মুসলমানদিগের পক্ষে আক্ষেপের কারণ, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদের এই কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত যে, রাজভাষা ছায়ার ন্যায় রাজার অনুগামী হইতে বাধ্য ; তাঁহাদের প্রাধান্য কালেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এদিকে রাণীর সহানুভূতিতে সমগ্র চাক্‌মা সমাজেই বাঙ্গালা ভাষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

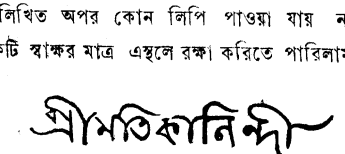

এক্ষণে রাণীর ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে। সাহস সহকারে বলা যায় যে, ইহাতে তিনি সমুদয় স্ত্রী-সমাজেরই মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

রাণীর ধর্ম্মভাব।

ধনসম্পত্তিতে মগ্ন রহিয়া, এমন রাজ্যাধীশ্বরী হইয়াও তাঁহার মত ধর্ম্মচর্য্যা করিয়াছেন, এহেন রমণীর উদাহরণ বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত বিরল ! তিনি পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মে

(১) ১১৩ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইল।

দীক্ষিতা হইলেও সকল ধর্ম্মকেই সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আলিঙ্গন করিতেন। বিশেষতঃ হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজে তাঁহার এরূপ নিরপেক্ষ ও মাখামাখি ভাব ছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে আপনাদের দলভুক্ত মনে করিতেন।

হিন্দু ধর্ম্মে—

তাঁহার মত ভক্ত কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ৭।৮ জন ব্রাহ্মণ প্রতিনিয়ত রাজালয়ে থাকিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা ইত্যাদি করিয়া তৎচরণামৃতসহ নির্ম্মাল্য দান, এবং প্রাতঃ ও সায়ংকালে রাণী-সকাশে বিভুনাম কীর্ত্তন করিতেন। এতদ্ভিন্ন শনিবারে শনিপূজা, বৎসরান্তে নবগ্রহার্চ্চনা, শ্রাবণে বিষহরী, আশ্বিনে ভগবতীদুর্গা ও লক্ষ্মী—কার্ত্তিকে দীপান্বিতা ব্রতসংযুক্ত কালী—মাঘে সরস্বতী পূজা এবং ফাল্গুনে দোলমঞ্চে রাধাকৃষ্ণেরসেবা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত পূজাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইত। ফাল্গুনের অমাবস্যায় বিরাট সমারোহে রাজানগর হইতে ৪ চারি মাইল উত্তরবর্ত্তী কালীপুরে কালীপূজা হইত। তথায় এক ইষ্টকময় কালীমন্দির ছিল (১)। রাণী উক্ত তিথিতে পার্শ্বপ্রবাহিতা ইচ্ছামতী (২) উপনদীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া শুচি হইতেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দান-দক্ষিণা দিয়া শিবিকা-রোহণে স্বকীয় "গোলবদনী" প্রভৃতি ১৮টী সুসজ্জিত হস্তী ও বহু অনুচর পূর্ণ নানা আড়ম্বরের সহিত কালীপুর যাইতেন। তথায় যথাবিধি পূজা, বলি প্রভৃতি হইয়া না গেলে তিনি আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না। পরদিন তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও পূর্ব্বরূপ আনন্দোৎসব চলিত।

তদীয় প্রাত্যাহিক উপাসনা পদ্ধতি আরও মহত্তর ছিল। বাস-ভবনের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ তিনি পূজার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তাহাতে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিলই না; এমন কি তাহা পরিষ্কার করিবার

(১) এই কালিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কালীর নামেই বোধ হয়, গ্রামের নাম কালীপুর রাখা হইয়াছিল। ইহা কালিন্দীরাণী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চাক্‌মারাজারই কীর্ত্তিচিহ্ন হইবে।

(২) 'ইচ্ছামতী' ও প্রাগুক্ত 'শিলক' নাম্নী উপনদীদ্বয় পরস্পর বিপরীতাভিমুখ হইতে আসিয়া কর্ণফুলী নদীর একই স্থানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই মহাসঙ্গম সন্নিধানে ইচ্ছামতী দেবীর মন্দির আছে। চট্টগ্রামের হিন্দুসমাজ দেবী ইচ্ছামতী এবং তদীয় স্রোতোধারার প্রতি সবিশেষ ভক্তিপরায়ণ। প্রতিদিনই তথায় কাহাকেও না কাহাকে মানস দান করিতে দেখা যায়। বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সনের "সাহিত্যে" ইচ্ছামতী শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

নিত্য পূজা।

তারও রাণী স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। মালাকার প্রতিদিন পুষ্পচয়ন করিয়া বহিঃপার্শ্বস্থ নাগদন্তকে সাজি তুলিয়া রাখিত। তিনি অবগাহনান্তে পট্টাম্বর পরিধান পূর্ব্বক পুষ্পপাত্র সাজাইয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিতেন. পূজাকালে অষ্টোত্তরশত ঘৃতদীপ যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। প্রজ্বলিত শ্বেতচন্দনে মৃগনাভি মিশ্রিত গুগ্‌গুল ধূপ পুড়িয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিত এবং থাকিয়া থাকিয়া ঘণ্টারবসংযুক্ত শঙ্খের ভৈরব হুঙ্কারে সমস্তাৎ বিকম্পিত হইত! তৃতীয়বার বাদ্যধ্বনি হইয়া গেলে, পূজক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপাদোদক ও ব্রহ্মপাদোদক এবং রজত থালায় শুভ নির্ম্মাল্য লইয়া বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেন। পূজা সম্পন্ন হইয়া গেলে প্রিয় সহচরী দুই জন বাহুযুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করাইত। অনন্তর দ্বিজবর শিরোপরি আশীষপুষ্প প্রদান করিলে তিনি উল্লিখিত পাদোদক গ্রহণ পূর্ব্বক আহারার্থে গমন করিতেন।

রাজসভায় প্রায়শঃ শাস্ত্রালোচনা চলিত। তিনি পর্দ্দান্তরাল হইতে শ্রবণ করিতেন এবং আবশ্যক বা সন্দেহ স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন। একদা এরূপ আলোচনাকালে তিনি সমবেত সুধীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'পূর্ব্ব জন্মকৃত কোন্ পাপে ইহলোকে পুত্রহারা এবং অকালে পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা পাইতে হয়।' বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নে রাণী স্বীয় হতভাগ্যের কারণই জানিতে চাহিয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী নানা আলোচনার পর স্থির করিলেন, 'কর্ম্মবিপাক' নামক শাস্ত্র পাঠে ইহা নির্ণীত হইবে। অনন্তর সকলের নির্দ্দেশক্রমে চট্টগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত রামমণি ন্যায়বাগীশ এবং গোপীনাথ শিরোমণিকে আনাইয়া শুভদিনে উক্ত শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করা হয়। রাণী স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক অজিনাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তিভাবে তাহা শ্রবণ করিতেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পাঠের পর নির্দ্ধারিত হইল, পূর্ব্বজন্মে অপরের পতিকে বশীভূত করিয়া স্বামী বিরহ যন্ত্রণা প্রদান করিলে বালবৈধব্য ভোগ অবশ্যম্ভাবী (১); এবং হিংসা-পরবশে পর পুত্রের জীবন বিনষ্ট করিয়া থাকিলে ইহজন্মে নিশ্চিত পুত্রহারা হইতে হইবে (২)। উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবপূজা পূর্ব্বক

পাপ-তত্ত্ব।

---

(১) "যান্যং পতিং বশীকৃত্য স্বামিবিচ্ছেদবহ্নিনা। পীড়য়েৎ স্ত্রিয়মন্যাঞ্চ বালবৈধব্যমেতি সা॥" ইতি চৈত্র মাহাত্ম্যম্।

(২) "কদনং হিমহাঘোরং পরপুত্রাভিঘাতনং। নিরয়ং বিবিধং ভুক্তা যোবিজ্জন্ম অবাপ্যচ॥

রৌপ্য বৃষারূঢ় সুবর্ণ হরগৌরী প্রতিমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, এবং সুবর্ণোপবীত বিষ্ণুর নামে উৎসর্গ করিয়া হোমান্তে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলে, যথাক্রমে বৈধব্য ও মৃতবৎসা (গর্ভস্রাব) দোষ হইতে মুক্তি পায় (১)। বলাবাহুল্য, তিনি অনতিবিলম্বেই বহু অর্থব্যয় ও কঠোর শ্রমস্বীকারে উক্ত পুণ্যব্রতদ্বয়ের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর তিনি এক মহান্নদানও করিয়াছিলেন ; তাহাতেও প্রায় ২৮০০০ টাকা ব্যয় হয়।

মুসলমান ধর্ম্মে—

ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি রাজভবনের (রাজানগর) সম্মুখীন বৃহৎ সরোবরের উত্তরবর্ত্তী জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে একখানি মসজিদ্ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে 'আজান' এবং সায়ং সময়ে প্রদীপ দিতে একজন বিশুদ্ধাচারী খোন্দকার নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতি 'জন্মা' অর্থাৎ শুক্রবারে খোন্দকার, মৌলবী, কাজী প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া, বাহিরের ঘরে আধ মণ দুগ্ধের পায়সান্ন রন্ধন করত—হজরতের সরামতে খোদার নামে নিবেদনান্তর অনেকানেক মুসলমানকে খাওয়াইতেন। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে মসজিদের সাহায্যার্থ রাজসরকার হইতে অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

মসজিদ্ নির্ম্মাণ।

বৌদ্ধধর্ম্মে—

প্রথমতঃ সাধারণ প্রসক্তিমাত্র ছিল। অনন্তর এক সময়ে আরাকান হইতে সংঘরাজ এবং হারুবাঙের গুণামেজু নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে

অজস্রং গর্ভাস্রাবজং দুঃখং পরম দারুণং। মরণাদ্বেপর' তচ্চ দুর্ব্বহং যন্ন শক্যতে॥" ইতি ভৃগুবাক্যম্ (ইহা গর্ভস্রাবের কারণ হইলেও, মৃতবৎসা সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা এই হেতু নির্দ্দেশ করেন।)

(১) "উমামাহেশ্বরী কার্য্যা প্রতিমা স্বর্ণ সম্ভবা। ত্রিকর্ষস্য তদর্দ্ধস্য কর্ষাস্যাপিমিতস্য চ॥ দ্রব্য শাঠ্যং ন কুর্ব্বীত সর্ব্বথা হিতমিচ্ছুকঃ। স্থাপয়েৎ শ্বেত বস্ত্রাঢ্যে রাজতে বৃষভে শুভে॥ ব্যাঘ্রাজিন সমাকীর্ণে সংস্থাপ্যাভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ। উপবাসেন তত্রাদৌ চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ॥ শৈবং সাহস্রিকং হোমং কুর্য্যাদ্ গৌর্য্যাশ্চ যত্নতঃ। প্রাপ্তে প্রভাত সময়ে স্নাত্বা সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ॥ আহুয় বেদবিদুষো ব্রাহ্মণান্ পরিপূজ্য চ। অর্পয়েৎ প্রতিমাং শম্ভোর্বৈধব্যদোষ শান্তয়ে॥ শৃণু রাজন্। প্রবক্ষ্যামি দানং বৈধব্য নাশনং। উমা মাহেশ্বরং নাম যা নারী কুরুতে ব্রতং॥ সধবা শ্রদ্ধয়া যুক্তা শৃণু প্রাপ্নোতি যৎ ফলং। জন্ম জন্মান্তরে ক্বপি বৈধব্যং লভতে নহি। ইতি অত্রিবাক্যং। "যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত কাঞ্চনস্য স্বশক্তিতঃ। রৌপ্যপাত্রেচ সংস্থাপ্য পলার্দ্ধে নার্দ্ধতোপি বা॥ গ্রন্থি প্রদেশে দেয়ন্তু মৌক্তিকং বাপিরাজতং। প্রক্ষাল্য পঞ্চগব্যেন গায়ত্র্যা তাম্রভাজনে॥ অজ্ঞে পাত্রোপরিস্থন্তু ধারয়েদুপবীতকং। গন্ধ পুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈরপি ভক্তিতঃ॥ চতুর্ব্বাহুং বিভুঃ বিষ্ণুং শঙ্খ চক্র গদাধরং। প্রপূজ্য কারয়েদ্ধোহমং মন্ত্রৈর্বৈষ্ণব সংজ্ঞকং॥ তিলাজ্যামধুনা মিশ্রং যবৈরষ্টোত্তর" শতং। হোমান্তে [illegible]ণে দেয়ং শ্রদ্ধয়া চোপবীতকং॥" ইতি ভৃগুবাক্যং।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্ররোচিত করেন (১)। তাঁহাদের প্রমুখাৎ ভগবান্ সম্বুদ্ধের চরিতামৃতকাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন এবং অনতিকালবিলম্বে শুভদিনে যথাবিধি তদ্‌ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। পরে ইঁহাদেরই

মহামুনি প্রতিষ্ঠা।

উপদেশে রাজানগর রাজভবনের পূর্ব্ব পার্শ্বে সুরম্য নবরত্ন মন্দির প্রস্তুত করিয়া—চট্টগ্রাম, আরাকান ও লঙ্কাদেশের নানাভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক মহাসমারোহে বাঙ্গালা ১২৭৩ সনের ৮ই চৈত্র দিবসে আরাকানের অনুকরণে "মহামুনি" স্থাপন করেন। তৎমন্দিরের অংশিক চিত্র এই।—

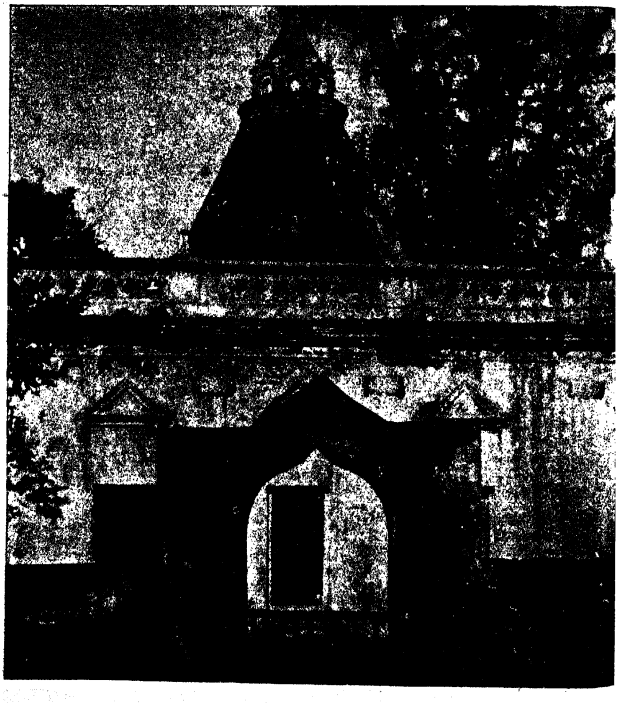

(১) কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সিংহলে অধীতবিদ্য হরি ঠাকুর নামক জনৈক চট্টগ্রামবাসী ভিক্ষুর দাবিই অগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন।

মন্দিরের বক্ষেই প্রস্তরফলকে খোদিত আছে ;—(১)

"শ্রীশ্রীভোক্ত

ফড়া

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারনের অবগতার্থে এ বিজ্ঞাপন, প্রচার করিতেছি যে অত্র চট্টগ্রামস্থ পর্ব্বতাধিপতি আদৌ রাজা সেরমস্থ খাঁ" তৎপর রাজা যুকদেব রায় অতঃপর রাজা সেরদৌলত খাঁ পরে রাজা জানবক্স খাঁ অপরে রাজা টর্ব্বর খাঁ অনন্তর রাজা জর্ব্বর খাঁ আর্য্য পুত্র রাজা ধরমবক্স খাঁ তৎসহধর্ম্মিণি আমি শ্রীমতি কালিন্দী রাণি আপোন অদৃষ্ট সাফল্যাভিলাসে তাহানদ্বিগের প্রতি

প্রস্তর-লিপি।

কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার প্রদান করিলাম মদীয় পূর্ব্ববত্তির ধর্ম্মার্থে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য দ্বিগ্‌দ্বেসিয় অনেকানেক যুধিগন কতৃক সাস্ত্রানুসারে ১২৭৬ বাঙ্গালার ৮ চৈত্র দিবসে অত্র রাজানগর মোকামে স্থলকুল রত্নাকর "চিঙ্গ" সংস্তাপন হইয়াছে তাহাতে আজন্মাবধি বিনা করে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বি ঠাকুর হইতে পারিবেক উল্যেখিত পুন্যক্ষেত্রের দক্ষিনাংশে শ্রীশ্রী৺ ছাইক্য মুনি স্থাপীত হইয়া তদুপলক্ষে প্রত্যেক সনাথেরিতে মহাবিষুর যে সমারোহ হইয়া থাকে ঐ সমারোহেতে ক্রয় বিক্রয় করনার্থে যে সমস্থ দোকানি ব্যাপারি আগমন করে ও মঙ্গলময় মুনী দরশনে যে সমস্থ জাত্রিক উপনিত হয়, তাহারার দ্বিগ হইতে কোন প্রকারের মহাযুল অর্থাৎ করগ্রহন করা জাইবেক না ইদানিক কি ভবিষ্যতে উল্যেকিত ব্যক্তিগন হইতে ইহা লঙ্ঘন করিয়া করগ্রহন করি বা করাই কি করে বা, করায় তবে এই জর্ম্মে ঐ জর্ম্মে এবং জর্ম্মে জর্ম্মে মহাপাতকিপাত্র পরিগণিত হইবেন।

কিমাধিক মিতি—　　× × ×"

এই অনুশাসন লিপির অক্ষরে অক্ষরে রাণীর প্রগাঢ় বুদ্ধবিশ্বাস এবং অমানুষিক উদারতা প্রতিভাত হইতেছে। সুখের বিষয়, তদীয় উপযুক্ত উত্তরাধিকারিগণ কায়-মনোবাক্যে উক্ত "রাণীর আদেশ" প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

অতঃপর রাণী অন্তিমে পুত্রকার্য্য হইবে না বলিয়া, একটি মহাদানে ব্রতী হইলেন। তাহাতে সাধারণ পরিবারে যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চট্টলের ভিক্ষুগণকে সম্প্রদান করেন এবং এই সঙ্গে ব্রাহ্মণকেও একপ্রস্থ (Set) রজত বাসন দান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, প্রায় দুই সহস্র বাহুত নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ১।০ পাঁচসিকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হয়। অগণিত ভিক্ষুকও সমবেত হইয়াছিল ; ভোজনে ও পারিতোষিকলাভে সকলেই পরিতুষ্ট

(১) লিপিখানি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম ; সুতরাং ভাষা বা বর্ণাশুদ্ধি মার্জ্জিতব্য।

হইয়া যায়। কিছুকাল পরে পুনঃ পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুদ্বয় এবং উনাইনপুর (চট্টগ্রাম)-নিবাসী চন্দ্রকুমার ভিক্ষু রাজভবনে উপস্থিত হন; সেই সুযোগে রাণী প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া তাঁহাদের মুখে বুদ্ধ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। অনন্তর অবোধ চাক্‌মা প্রজাসকলের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তার-কামনায় অমিয় বুদ্ধচরিত পালি হইতে বঙ্গভাষায় অনুদিত করাইতে সঙ্কল্প করেন। এই পণ্ডিতবর্গের মতানুসারেই নয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)-নিবাসী কুল লোথক দ্বারা ব্রহ্মভাষার "থাদুত্তোয়াং" নামক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়া, বাবু নীলকমল দাস কর্ত্তৃক লিখাইয়া লন। এই পুস্তকের নাম দেওয়া হইল—বৌদ্ধরঞ্জিকা।" ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণ-ঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। পরে তিনি ইষ্টকময় 'ক্যং' (১) নির্ম্মাণে মনোযোগ দেন। সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টায় যথাসম্ভব সত্বর মন্দির প্রস্তুত হইল। কিন্তু কি দৈব-দুর্ব্বিপাকে—উপরের কার্য্য শেষ করিয়া মিস্ত্রীগণ অবতরণ মাত্র সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি ভূপতিত হইয়া গেল! রাণী এই দুঃখাবহ সংবাদে অতিশয় মর্ম্মাহতা, এবং ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিতা হইলেন; মন্দির পুনর্গঠনের নিমিত্ত লোক নিয়োজিত করিলেন। তখন শারদীয় পূজা সমুপস্থিত, দুইজন পূজক ব্রাহ্মণ ব্যতীত হিন্দুকর্ম্মচারিগণের আর সকলেই বিদায় পাইয়াছিলেন। কেবলমাত্র বাবু নীলকমল দাসের উপর আদেশ রহিল, বিজয়া দশমীতেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আসিতে হইবে। পরবর্ত্তী মাসে 'ক্যং' প্রতিষ্ঠার কামনা আছে; সেই সময়ে চাক্‌মাদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত তিনি ইতিমধ্যে শীঘ্রই কলিকাতা গিয়া ১০০০ এক হাজার "বৌদ্ধরঞ্জিকা" মুদ্রিত করিয়া আনিবেন।

ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টা।

কিন্তু হায়,—সেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৮৩ সনের ৫ই আশ্বিন বিপুল শারদীয় উৎসবের সময় রাণী স্বীয় পূজাগৃহে বসিয়া প্রাত্যহিক ইষ্টসাধনা করিতেছিলেন, এহেন সময়ে গৃহমধ্য হইতে ঘোর দৈবনির্ঘাত-ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহাতে ভয় পাইয়া প্রিয় সহচরীদ্বয় অতি সন্তর্পণে কপাট খুলিয়া দেখিতে পাইল, রাণী নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপপ্রায় নিশ্চল ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে রহিয়াছেন! ইহাতে তাহারা আরও ভয়াতুরা হইয়া

রাণীর স্বর্গযাত্রা।

(১) 'ক্যং'—বৌদ্ধমঠ।

'মা-মা' আহ্বানে রাণীর হস্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন, 'কেন তোমরা পূজাগৃহে প্রবেশ ও আমাকে অসময়ে স্পর্শ করিয়াছ?' তাহারা কাতরতার সহিত অবিবেচকতার নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিল! প্রিয়তমা সখিগণের কাতরনিবেদনে রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, 'যা'হউক, এক্ষণে আমাকে বিছানায় লইয়া চল।' অতঃপর তাহারা অতি সাবধানে রাণীকে পর্য্যঙ্কোপরি লইয়া গেল; কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক সাংঘাতিক বেদনা উপস্থিত হইল! তাহা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তিনি যুবরাজ হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাইলেন। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র যুবরাজ সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের সহিত রাণীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি মুমূর্ষা-জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'হরিশ, এই লও তোমার—ধনসম্পত্তি রাজ্য সকলই তোমার, আশীর্ব্বাদ করি,—ভগবানের কৃপায় তুমি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সংসারের সুখে কালাতিপাত করিতে থাক; স্বধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া পুত্রবৎ প্রজাপালনে তৎপর হও। আমি যাইতেছি, আমাকে লইবার জন্য অই স্বর্গীয় দূত রথ লইয়া শূন্যমার্গে অপেক্ষা করিতেছে; আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না! আমা-র—জ্ঞ-ন্য—কাঁ—দি—ও—না।' এই শেষ হইল—বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের প্রাণপাখীও মর্ত্ত্যের এ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল! তখন করুণ আর্ত্তনাদে রাজপুরীতে যে কি ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছিল, সে বর্ণনা করিয়া ফল নাই (১)। কিন্তু হায়! রাণীর চিরাভীপ্সিত ক্যং-উৎসর্গ এবং বৌদ্ধরঞ্জিকা বিতরণ (২) হইল না! অবশেষে যথাসময়ে মহামুনিমন্দির ও ক্যং-ভবনের মধ্যভাগে চন্দনকাষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ ঘৃত সহযোগে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইল। এক্ষণে তদুপরি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাণীর অমরকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

---

(১) এইমাত্র বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে, রাণীর মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া তদীয় প্রিয় হস্তিণী "গোলবদনী" কর্ত্রীর শ্মশানে গড়াইতে গড়াইতে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, অবশেষে নাকি তাহাকেও প্রায় চল্লিশ টাকার নববস্ত্রমণ্ডিত করিয়া সৎকার করা হইয়াছিল।

(২) শুনা যায়, পরিশেষে রাঙামাটি স্কুলের আদি শিক্ষক আবদুল হাকিম মহোদয়ের সম্পাদকতায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা বহুকষ্টেও তাহা কিরূপ হইয়াছিল—দেখিতে পাইলাম না।

ডেপুটিকমিশনার কাপ্তেন লুইনের পত্রে রাণী কালিন্দীর মৃত্যু (১)-সংবাদ জানিয়া অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এইচ্, এ, কোকারেল বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সমীপে "বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে এবং চাক্‌মাজাতির পারিবারিক-করের বন্দোবস্তির ও শাসনকার্য্যের সুবিধান নিমিত্ত প্রাচীন পদ্ধতি মতে তাহাদের জাতীয় শৃঙ্খলাবিধান বিষয়ক এক 'গোপনীয় পত্র" * প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর কমিশনারমহোদয়ের প্রায় যাবতীয় প্রস্তাবই অনুমোদন করেন। রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ্, এল, ডেম্পিয়ার কমিশনারকে জানাইলেন † :—

* Letter No. 988, dated 10-12-1873.

† Letter No. 154, dated 21-1-1874.

× × × × ×

"২। রাণী চাক্‌মাদিগের প্রদত্ত খাজানার সরবরাহকার মাত্র ছিলেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সত্ব পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর ২৯৫ নম্বর পত্রে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর রাণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি এবং সরবরাহকারিণী অপেক্ষা উচ্চতর পদবী অস্বীকার করেন—বিশেষরূপে মীমাংসিত এসকল কথা রাণীকে অবগত করাইতেও লিখিয়াছিলেন।

"৩। × × ইহা প্রস্তাব হয় যে, হরিশ্চন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত এই সরবরাহকার প্রথা চলিবে। জমা সম্বন্ধে (যাহা নাকি আপনার পত্রের ৭ম হইতে ৯ম 'প্যারায়' বিবৃত হইয়াছে) গভর্ণমেণ্ট অপরাপর জাতির নিমিত্ত পূর্ব্বে যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সেই পরিবার প্রতি ৪৲ চারি টাকা হারে পারিবারিক-কর ধার্য্য হইবে। ইহা হইতে এক টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ হেড্‌ম্যান, দুইটাকা সরবরাহকার হরিশ্চন্দ্র পাইবেন এবং অবশিষ্ট এক টাকা রাজস্ব গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। যদিও ৪৲ টাকা করিয়া প্রত্যেক পরিবার হইতে কর গ্রহণ করা সাধারণ নিয়ম রহিল, কিন্তু সরবরাহকার চাক্‌মাগণ হইতে এই খাজানা কম বা বেশী যাহাই হউক না কেন, সেই পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে কাপ্তেন লুইন প্রস্তাব করেন নাই। ইহাও প্রস্তাবিত হয় যে, যতদিন

(১) পরম্ভ মধ্যমা ঠাকুরাণী আটকবিবি আরও কিছুকাল ইহলোকে ছিলেন। চট্টগ্রামের ভীষণ ঝটিকার বৎসর (১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

পর্য্যন্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতিরেকে তাহারা এইভাবে চলিতে পারে, ততদিন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এ সমুদয় প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

"৪। × × এই কর নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহা বর্ত্তমানে চলিতেছে, তাহার গণনা ও রেজেষ্টারী শেষ করা আবশ্যক। ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কালিন্দীরাণীর সহিত যে সকল সর্ত্তে বন্দোবস্তি হইয়াছিল, সেই করারে কর আদায় করিবার নিমিত্ত হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা হইল। আপনি × × দেখাইয়াছেন, এই অস্থায়ী বন্দোবস্ত ১০৮১।৪ পাইতে হইবে; ইহা রাণী কালিন্দীর সময়ের ২০৮৫।৪ সিক্কা (অর্থাৎ টাকা ২২২৪।৪ পাই) জমা হইতে লুসাইবিদ্রোহে সাহায্য করায় ১১৪৩ টাকা বাদ গিয়া অবশিষ্ট থাকে। এই অভিযান কালে গভর্ণমেণ্ট হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র বিশেষ সন্তোষের সহিত দেখিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত তাঁহাকে তত্ত্বাবধান-ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল (১)। তাহা উল্লেখ করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর এই প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন। হরিশ্চন্দ্রকে ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, কর স্থায়িরূপে হ্রাস করা হইল না। × ×

"৫। লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর আরও ইচ্ছা করেন যে, ন্যূনজমাতে অস্থায়ী বন্দোবস্তি দিতে ইহা স্বীকার করাইয়া লওয়া হউক, তিনি চাক্‌মাদিগের গণনা এবং রেজেষ্টারী সম্পাদন বিষয়ে রাজভক্তিপূর্ণ সাহায্য করিবেন, অন্যথা শাস্তিস্বরূপ পূর্ব্বজমা ২০৮৫।৪ পাই দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন "৬। × × ইহাও প্রস্তাব করা যায় যে, হরিশ্চন্দ্রের বাসস্থান পার্ব্বত্যদিগের মধ্যে রাখিবার নিমিত্ত এই বন্দোবস্তির একসর্ত্ত থাকিবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জেদ্ করাও হইবে।" অনন্তর গভর্ণমেণ্টের সরবরাহকার স্বরূপে "রাজা" (২) পদবী দিয়া হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর।

(১) অধিকন্তু এই লুসাই অভিযানের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সহৃদয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ হেঙ্কী (Hanke) মহোদয়ের যোগে হরিশ্চন্দ্রকে ১৫০০ টাকা মূল্যের সুবর্ণ ঘড়ী ও চেইন এবং "রায় বাহাদুর"—রাজসম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ঘড়ী ও চেইন অদ্যাপি বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর ব্যবহার করিতেছেন।

(২) 'গভর্ণমেণ্টের সরবরাহকার স্বরূপে রাজা' অর্থাৎ ভূমি সম্বন্ধে যাবতীয় সত্ব গভর্ণমেণ্টের খাস অধিকার ভুক্ত। রাজা কেবল অধিবাসীদিগকে শাসন করিবেন এবং তাহাদের নিকট

হয়। বলা বাহুল্য এতদিন পরে "মুনিমা গোছার" "ধার্বানা" বংশ হইতে "ওয়াংঝা গোছার" "কাঁকড়া" বংশ রাজগৌরব লাভ করিল। তাঁহার সময়ের দুইটী মোহর প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটিতে অঙ্কিত আছে,—

"শ্রীহরিশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর"

অন্যটিতে—

"শ্রীযুক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর"

বাদামী আকারে উভয় মুদ্রাতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালায় এই নাম দুইটী খোদিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এসময় হইতে মুদ্রাগুলির আকার এবং অক্ষর মার্জ্জিত হইতে আরম্ভ হইল।

রাজত্বভার গ্রহণ করিয়াই হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তিত করেন (১)। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য রাঙামাটি—রাজবাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী "সিঙিনালা" নামধেয় সুবিশাল ভূমি আবাদ। এস্থান পূর্ব্বে ঘোরতর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; ব্যাঘ্র-বরাহাদি হিংস্র বন্য জন্তুগণ সতত বিচরণ করিত। এক সময়ে যে স্থানের নাম মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হইত,—রাজা হরিশ্চন্দ্রের চেষ্টায় আজ তাহা শ্যামল শস্যে পরিবৃত হইয়া দর্শকের নয়ন পরিতৃপ্ত এবং কৃষক কুটির ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করিতেছে। কেবল এই দুই কার্য্যেও তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

সিঙিনালা আবাদ।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসন-প্রারম্ভেই বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টে এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে চারিপ্রধান ভাগে (২) বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ৪৭২ নম্বর পত্রে বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মত এই, যে সকল জুমিয়া কোন রাজার অধিকার ছাড়িয়া খাসমহালে জুম করিবে, তজ্জন্য তাহাদিগ-হইতে খাজনা ৪৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকা লওয়া হইবে এবং

সার্কেল-বিভাগ প্রস্তাব।

হইতে সংগৃহীত রাজস্বের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ পারিতোষিকস্বরূপে রাখিয়া অবশিষ্ট যথাসময়ে গভর্ণমেণ্টে দাখিল করিবেন।

(১) বরাদমের ৺ নীলচন্দ্র দেওয়ানও এই লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের পত্রেও ইঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। See—the Deputy Commissioner's letter No. 472, dated 17-6-1875.

(২) ১। চাক্‌মা সার্কেল, ২। বোমাং সার্কেল, ৩। মঙ্‌ সার্কেল, এবং ৪। খাসমহাল।

তাহার দুইটাকা যে রাজার অধিকার হইতে সে প্রজা আসিয়াছে, তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। চাক্‌মাদিগের কতকাংশ ফেণীকূলে বাস করিয়া থাকে। সেখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ তিন হাজার। ইহাছাড়া চাক্‌মাসার্কেলের উত্তর সীমায়—চেঙ্গী উপত্যকাতে কতিপয় চাক্‌মা বসতি আছে। তাহাদিগের উপর হস্তক্ষেপ করা অবিবেচকতার কার্য্য হইবে। রাজা হরিশ্চন্দ্র উত্তর-পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারণ কালে আপত্তি উত্থাপিত করেন। বোধ হয় তিনি প্রজাগণের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ স্থান পাইতে উত্তরে চেঙ্গী ও কাচালঙের উপত্যকা এবং পূর্ব্বে ছার্থে ও উনিপাম পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত চাহেন। এই আপত্তিতে আমার উত্তর এই, তিনি একটি উৎকৃষ্ট অংশ পাইয়াছেন। যেখান হইতে চাক্‌মাগণ (কুকি) আক্রমণ ভয়ে পলাইয়াছে, সেই চেঙ্গী উপত্যকা আমরা ত্রিপুরা ও পালেংছা (মঙ্‌রাজার) জাতিকে দিব। চাক্‌মাদিগের রেজেষ্টারী প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহার ফল এযাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যাহা হউক জানা যায় যে, ইহাতে ৮৩টী তালুক (অর্থাৎ এক এক হেড্‌ম্যানের অধীন করদ মৌজা) আছে। স্থূলতঃ ১৭৯৬ পরিবার খাজনা দেয় এবং ৫৮৯ পরিবার নিষ্কর। বোধ হয়, মোটের উপর কিছু বেশী হইবে।"

সার্কেলবিভাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র যে আপত্তি করেন, এ স্থলে সেই আবেদন পত্রখানির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

আবেদন।

"বর্ত্তমান মাসের ৫ই তারিখের ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের পরওয়ানায় জানিতে পারিলাম, গভর্ণমেণ্ট পার্ব্বত্যরাজাদিগের শাসিতব্য প্রদেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মাত্র স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশবাসী জুমিয়াগণ হইতে পারিবারিক-কর আদায় করিতে পারিবেন; স্বজাতীয় সকলের নিকট হইতেই খাজনা আদায় চলিবে না। আবেদনকারী নিম্নোক্ত প্রার্থনা-গুলি বিচার ও আদেশের নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছে।

"২। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, এই জেলা চারিটি করদ সার্কেলে বিভক্ত হইবে। তাহারই মীমাংসাকল্পে বিভাগীয় কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউণ, ডেপুটি কমিশনার কাপ্তেন লুইন এবং পার্ব্বত্য রাজগণকে লইয়া স্বীয় আবাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এতাদৃশ বিভাগে সকলেই সমস্বরে আপত্তি করেন। কমিশনার এ সমস্ত ঘটনা গভর্ণমেণ্টকে জানাইলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই মর্ম্মে আদেশ হইল যে, দরখাস্তকারী এবং অপরাপর রাজাগণ স্ব স্ব বংশীয় প্রজাগণ যেখানেই বাস করুক বা জুম করুক না কেন, কর আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু আবেদনকারীর অসৌভাগ্য নিবন্ধন প্রাগুক্ত প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইয়াছে।

"৩। আবেদনকারীর নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ক্ষুদ্র সার্কেলে অনেক ছনখোলা রহিয়াছে; কাজেই

জুমের উপযোগী ভূমি অত্যল্প মাত্র। প্রার্থিকের দুই তৃতীয়াংশ রায়ত এই সার্কেলে এবং এক তৃতীয়াংশ সীমার বাহিরে বাস করে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণী এই আবেদনের ৪র্থ ও ৫ম দফায় লিখিত হইল। এই আবেদনকারী প্রার্থনা করে, যেন প্রাচীন রীতিতে গভর্ণমেণ্টের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আদেশানুসারে স্ববংশজ সকলের নিকট হইতেই পারিবারিক-কর পাইতে পারি।

"৪। দরখাস্তকারীর প্রজাগণ দক্ষিণে কাপ্তাই (কর্ণফুলীর উপনদী বিশেষ), উত্তরে ফেণী, পূর্ব্বে কুকিপ্রদেশ এবং পশ্চিমে পার্ব্বত্যপ্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত স্মরণাতীতকাল হইতে জুম করিয়া আসিতেছে। কয়েকজন মাত্র বন্দোবস্তি প্রাপ্ত মঘ ও ত্রিপুরা এতন্মধ্যে জুম করিত এবং তাহারা একিবারে গভর্ণমেণ্টে খাজনা দাখিল করিত। কিন্তু আবেদনকারী ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সমুদয় চাক্‌মাপ্রজা হইতে পারিবারিক-কর আদায় করিয়াছে, এবং গভর্ণমেণ্টকে নিয়মিত কর দিয়া তাঁহাদের লভ্যাংশ উপভোগ করিয়াছে। প্রার্থী সবিনয়ে জানাইতেছে যে, ১ নম্বর সার্কেলে সমস্ত রায়তের উপযুক্ত স্থান নাই। কেননা, জুম করিবার যথেষ্ট জমি পাওয়া যাইবে না। অবশ্য আপনি অবগত আছেন, জুমের নিমিত্ত প্রতি বৎসর নূতন ভূমি প্রয়োজন হয়। একবার জুম করা হইলে সেই ভূমিতে ৮।১০ বৎসরের মধ্যে আর জুম চলে না।

"৫। ১ নম্বর সার্কেলের বহির্ভূত যে সকল স্থান চাক্‌মাগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, এস্থানে তাহা উল্লিখিত হইল। কাচালঙের উপনদী শিশুকের তীরবর্ত্তী স্থান,—ইহার মোহনা হইতে একদিনের পথ পর্য্যন্ত; চেঙ্গীর উপনদী গাইন্ধাছরীর মোহনা হইতে তিন দিনের পথ পর্য্যন্ত তীরবর্ত্তী স্থান; ধুরুং উপনদীর তীরবর্ত্তী স্থান মঙ্‌ সার্কেলান্তর্গত কেংলাছরী, নাভাঙা এবং ফেণীকুল; আবেদনকারীর কতকগুলি প্রজা ত্রিপুরামহারাজের রাজ্যে বাস করে। বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত সীমা যদি পরিবর্ত্তিত না হয়, তবে প্রার্থিকের পারিবারিক-কর আদায়ের ক্ষমতা অনেকাংশে তাবৎ রাজাদিগের হাতে পড়িবে। আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে কত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। চাক্‌মারা কখনও অন্য কাহাকেও পারিবারিক-কর দেয় নাই। কেবল তাহাদের নিজ রাজাকেই দিত। তাহারাও এক্ষণে অন্যকে কর দিতে আপত্তি করিতেছে। দরখাস্তকারী প্রার্থনা করিতেছে যে, গভর্ণমেণ্টের নূতন আদেশে তাহাকে যে সমগ্র চাক্‌মাজাতির অধীশ্বর করা হইয়াছে, সেই প্রদত্ত আদেশ যেন কার্য্যকর হয়।

"৬। চাক্‌মাদিগের অধ্যুষিত স্থান সমূহ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে;—বড় কল্লের (১)

---

(১) "বড়কল"—মোহনা হইতে প্রায় একশত মাইল উপরে কর্ণফুলীর সর্ব্বনিম্ন জলপ্রপাত-মালা। ইহা ছোটবড় ৮।১০টী জলপ্রপাত লইয়া প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নদগর্ভ শিলাময়; যাবতীয় জিনিষাদি নামাইয়া বড় সাবধানে নৌকা নিতে হয়। জিনিষ টানিবার জন্য নদীপারে এই দুই মাইল ট্রামের বন্দোবস্ত আছে। প্রপাতগুলির মধ্যে তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তন্মধ্যে মধ্যেরটিই ভয়ানক; প্রায় ১৪।১৫ হাত উচ্চ হইতে ভীষণবেগে জল পতিত হয়, তাহাতে প্রায় ৬।৭ হাত গভীর এক আবর্ত্ত ঘটে। বিস্তারিত বিবরণী ২৫শে ফাল্গুনের (১৩১১ সন) "জ্যোতিঃ"তে দ্রষ্টব্য।

উপরে খাসমহাল, মাইয়নী রিজার্ভ, মঙ্ সার্কেল, ও চাক্‌মা বা আবেদনকারীর সার্কেল। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদিও বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাতে চাক্‌মাগণ ইচ্ছামত স্থানে জুম করিতে পারে, তথাপি আবেদনকারীর কতকগুলি প্রজা পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চলিয়া গিয়াছে। আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, তাহাদিগকে আনিয়া সমুদয় চাক্‌মাগণকে দরখাস্তকারীর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সার্কেলের সীমার মধ্যে পুনরায় স্থাপন করা কতদূর সম্ভবযোগ্য হইতে পারে!

"৭। আবেদনকারীর প্রার্থনা এই, আপনি সাতিশয় দয়া পূর্ব্বক এই দরখাস্তখানি গভর্ণমেণ্টের সুবিচারের নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন, যেন প্রার্থী বর্ত্তমান প্রচলিত রীত্যনুসারে বাসস্থান-নির্ব্বিশেষে সমগ্র চাকমাজাতি হইতে কর আদায় করিতে পারে।"

ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার এই আবেদনপত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে তদুপরি এই স্বাভিমত * জানাইয়াছিলেন :— "আপনি দেখিবেন, কত অধিক সংখ্যক চাক্‌মা ২ নম্বর (মঙ্) সার্কেলের ফেণী তীরে বাস করে। × × × রাজভক্তিমাত্র তাহাদিগকে একত্র রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে। তাহারা সম্ভবতঃ পুরুষ পরম্পরাবদ্ধ রাজাকে ছাড়িয়া অপর বিজাতীয় রাজার শাসনাধীনে যাইতে হইবে ভয়ে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলাইয়া যায়। কাপ্তেন লুইনকৃত শাসনাধিকারের সীমা-নির্দ্দেশের প্রস্তাবে চাক্‌মারাজা এবং তদীয় প্রধান প্রধান দেওয়ানগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। আমি বিশেষরূপে বলি যে, যদি গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বপ্রস্তাবিত সীমা পুনর্নির্দ্দিষ্ট না করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেন, তাহা হইলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। × × আমি মনে করি—সীমা পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া চাক্‌মাগণকে তাহাদের পুরুষ পরম্পরাবদ্ধ রাজার অধীনে জুম আবাদ করিতে আরও অধিক স্থান দেওয়া যাউক। কিন্তু বিষয়টী নিতান্ত সহজ নহে। ১ নম্বর সার্কেলের বহির্ভূত চাক্‌মাগণকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ স্ব স্ব রাজাকে ছাড়িয়া কম সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিতে হইবে—চাক্‌মাগণের যদিও চাষ-আবাদ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এবং তাহারা ইচ্ছামত একস্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যায়, কিন্তু মূল আবাসস্থান স্থায়ী।" অতঃপর গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ধীরতার সহিত ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া আন্দোলন-আলোচনার পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আদেশ † বাহির হয়,— এই (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম) জেলা তিন সার্কেল ও দুই খাসমহলে বিভক্ত হইবে।—

* Letter no. 319— dated 20-4-1876.

† Letter No. 1985— 797 L.R.

"১ নম্বর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সার্কেল :

"উত্তর—কাচালঙ ফরেষ্ট রিজার্ভ, গাইদ্ধাছরী কেংলাছরী, নাভাঙা ছরার উৎপত্তি স্থল পর্য্যন্ত; তথা হইতে ধুরুঙের নিম্ন যাবৎ।

"পশ্চিম—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "কলিকাতা গেজেটের" প্রথম ভাগের ৮১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পার্ব্বত্যপ্রদেশের নূতন সীমা পর্য্যন্ত। (১)

"দক্ষিণ—কর্ণফুলী নদী, সীতাপাহাড় রিজার্ভ, কাপ্তাই ও রাইন্‌খঙের মধ্যবর্ত্তী জলাক ছৈছরা পর্য্যন্ত এবং রাইন্‌খং রিজার্ভ।

"পূর্ব্ব।—ছৈচাল ও 'বড়কল' পর্ব্বতশ্রেণী।"

ইতোমধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী কমিশনার মিঃ জন্, বিম্‌স পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট * উপস্থিত করেন। তাহাতে তিনি হরিশ্চন্দ্রের বাঙ্গালীভাব দেখাইবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :— "(স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার) কাপ্তেন গর্ডনের বর্ণনায় দেখা যায়, × × × রাজা হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালীপদ্ধতির লোক এবং তাঁহার হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানদ্বারা চাকমাগণ অনেক পরিমাণে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

* Letter No. 21.

হরিশ্চন্দ্রের বাঙ্গালীভাব।

× × × ×

"রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। চট্টগ্রামে তদীয় জমিদারী আছে। তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক। বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার এত ঝোঁক যে, তিনি হিন্দুপর্ব্ব ও ভোজাদি পালন করিয়া থাকেন। তিনি অপরাপর সরদারের মত তাঁহার লোকজনের সঙ্গে তত অধিক পরিমাণে পুরাতন জায়গীর সম্বন্ধীয় সম্পর্ক রাখেন না। × × × রাজা আপনাকে হিন্দু ও বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিছেতেন। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী রায়তগণের মধ্যে থাকিতেই তাঁহার ইচ্ছা। স্বজাতীয় প্রজাগণের প্রতি তদীয় চেষ্টা অতি অল্প।"

আমরা যতদূর দেখিতেছি, কমিশনার মহোদয় কাপ্তেন গর্ডন কর্ত্তৃক ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালীসমাজকে ভাল বাসিতে গিয়া নিরর্থক কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেও এরূপ ভালবাসায় রাণীর

(১) চন্দ্রঘোনার সন্নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী উপনদীই এই সীমা কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতেছে।

প্রতি কাপ্তেন লুইনের বিষদৃষ্টি দেখাইয়া আসিয়াছি। পরন্তু উক্ত পত্রেরই প্রত্যুত্তরে * মহামান্য "লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর দেওয়ানগণের ক্ষমতা শক্তিযুক্ত ও রাজা হরিশ্চন্দ্র যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তদুপযোগী প্রস্তাব অনুমোদন করেন।" ইহার কারণস্বরূপ লিখিয়াছিলেন (১), "রাজা তদীয় জাতির সুখ-সুবিধার নিমিত্ত প্রকৃত কোন তত্ত্বাবধান লয়েন না; উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আর্থিক আয় হইতে তাঁহার যাবতীয় অভাব পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে বরাবরই কর্ত্তব্য পরিহার করিতেছেন।"

* Letter No. 1078—450 L. R.—dated 2-5-1879.

পরে যখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ডেপুটি কমিশনার মিঃ এল, আর, ফরবস্ বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর সমীপে অত্রত্য রাজাদিগের রাজস্ব বৃদ্ধি প্রস্তাবে এক পত্র † দিয়াছিলেন, তাহাতে চাক্‌মারাজ-সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য এবং নিম্নোক্ত যুক্তিতে জমা বৃদ্ধির কথা প্রকাশ ছিল :—

† Letter No. 565.

জমাবৃদ্ধি প্রস্তাব।

"রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর—

তাঁহার সার্কেলে অবস্থিত পরিবার সংখ্যা—	৫০১১
মঙ্ সার্কেল হইতে তিনি যত পরিবারের কর পান—	১০৫৮
	৬০৬৯
শতকরা ১৫ হিসাবে বিধবা, বিপত্নীকে, খিসা প্রভৃতিতে বাদ—	৯১০
	৫১৫৯
যতঘর স্বাধীন বন্দোবস্তি করিয়াছে—১২৬৫ তাহা হইতে শতকরা ১৫ হিসাবে বিধবা, বিপত্নীক, খিসা প্রভৃতি বাদ—১৮৯	৫০৭৬
	৬২৩৫ ঘর।
অর্থাৎ (প্রতি পরিবারে এক টাকা করিয়া ধরিলে রাজস্ব)	৬২৩৫ টাকা।
১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবরের ৫৭৬৩ নম্বর গভর্ণমেণ্ট পত্র মতে	
১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানের সহায়তার জন্য মুক্ত খাজনা—	১১৪৩ "
সুতরাং দাতব্য রাজস্ব—	৫০৯২ টাকা।"

(১ ইহার ইংরাজীটুকু এই ;—"The Raja takes no real interest in the management of his tribe, and all that need be secured to him is a reasonable amount of pecuniary profit from the position which he has inherited, but the duties of which he persistently evades."

বলা বাহুল্য, কমিশনার মহোদয়ও তাহা যথাসত্বর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তখন সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যুত্তর * আসে,—"ডেপুটি কমিশনার ১০৮১।৪ পাই জমাকে ৫০৯২ টাকা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর একসঙ্গে এত বৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। (১) পরন্তু ইহা বুঝা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে রাঙামাটিতেই থাকেন; যদি তিনি তদীয় প্রজাগণের সম্বন্ধে অধিকতর পরিমাণে জাতীয় কার্য্যে যোগদান করেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিপত্তিশালী হন, তাহা হইলে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বড়ই আহ্লাদিত হইবেন।"

*Letter No. 1985—797 L. R.—dated 1-9-1881.

স্থানীয় রেসিডেণ্ট অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট-প্রতিনিধির হস্তেই দেশীয় রাজন্যবর্গের নিয়তিচক্র পরিচালিত হইতেছে! তাঁহারা যখন যেভাবে যাহা বলেন, কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিচার-ব্যবস্থা করিতে হয়। সুবিধান বা নিপীড়নে সাধারণ যাহাতে মহামান্য গভর্ণমেণ্টের হাত দেখিতে পায়, বস্তুতঃ তাহা রাজকীয় প্রতিনিধির মন্ত্রণা-ফল মাত্র! কর্ত্তৃপক্ষ আর বেশী তলাইয়া দেখিতে পারেন না, তেমন দেখিবার অবসরও নাই। সুতরাং স্থানীয় রাজপুরুষকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সুখ-সুবিধা দুই আছে, নতুবা ধনে মানে অধঃপাতে যাইতে হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি স্থানীয় ডেপুটিকমিশনার মিঃ ফর্‌বসের অনুকূল মন্তব্যে সহৃদয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর রাজাবাহাদুরের কার্য্যে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে মিঃ ফর্‌বসের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে! তখন তিনি হরিশ্চন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত রাজকার্য্য-পরিচালনে অক্ষম বলিয়া গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। তদুত্তরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সহৃদয়

কৌন্সিল গঠন।

কমিশনার সার এইচ্, জে, এস্, কটন মহোদয়ের অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট রাজার পদচ্যুতি আদেশ প্রত্যাহার করিয়া রাজকর্ম্ম-নির্ব্বাহে হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থে এক কৌন্সিল মনোনীত করিলেন। ইহাতে—

(১) পরে ইহা ৩১৫৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯০৬-০৭ হইতে দশ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ৪৫৫৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বোমাং ও মঙ্ সার্কলেও যথাক্রমে পূর্ব্বে ২৯১৮৲ ও ২৩১৪৲ টাকা ছিল, এক্ষণে ৫৭৭২৲ এবং ৩৪৭৮৲ টাকা হইয়াছে।

৺নীলচন্দ্র দেওয়ান,　　বাড়ী বড়াদম (চেঙ্গী) ;
৺ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস,　　„ ধলঘাট, চট্টগ্রাম ;
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান,　　„ কামিলাছরী ;
„ ত্রিলোচন দেওয়ান,　　„ বড়াদম (কর্ণফুলী) ;
„ রাজচন্দ্র দেওয়ান,　　„ বাঁকছরী ;

সভ্য নিয়োজিত হন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিসের ভূতপূর্ব্ব ইংলিস ক্লার্ক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস মাত্র গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সভ্য ; আর সকলেই দেওয়ান, তালুকদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক সভ্যেরই মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বেতন চলিত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর হইতে ১৮৮৫ সনের ২২শে জানুয়ারী যাবৎ এই কৌন্সিল রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালার ১১ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়—

লীলা সাঙ্গ।

শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর সুশীলা রাণীদ্বয়, স্নেহের পুতুল পুত্রকন্যা এবং অপরাপর পরিবার-পরিজনকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া একমাত্র দুশ্চিন্তার করাল কবলে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। প্রথমা মহিষীর গর্ভে পুত্র ভুবনমোহন এবং স্বর্ণময়ী, হিরণ্ময়ী ও করুণাময়ী—কন্যাত্রয়ের জন্ম হইয়াছিল; কনিষ্ঠা রাণী শ্রীশ্রীমতী মনোমোহিনী একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন—রমণীমোহনকে। স্বর্ণময়ী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ; 'তৈন্যা গোছা'র—'কুর্য্যা' বংশজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দেওয়ানের সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হইয়াছে। বিবাহে যৌতুক স্বরূপ রাজানগরে প্রায় তিনশত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে শুভলং—মিতিঙাছরীর একটি সুবৃহৎ মৌজা প্রদত্ত হয় ; রাজসরকার হইতেও স্বর্ণময়ী মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের এক পুত্র (নাম—পুলিনবিহারী) এবং তিন কন্যা (নাম—হেমনলিনী, নীলনলিনী ও প্রফুল্লনলিনী) ; অপর দুই রাজকন্যা বিবাহ না হইতেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রধানা রাজ্ঞী সৈরিন্ধ্রী বহুকাল পতিবিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে শূলরোগে ১২০২ ইংরাজী ১৭ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৯ বাঙ্গালার ১লা আশ্বিন পুর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ণ ৫টার সময় পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত নাবালকের

পক্ষে উল্লিখিত কৌন্সিল শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তখন পার্ব্বত্যরাজ্য পরিচালনে শ্রীযুক্ত নীলচন্দ্র দেওয়ান সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান সভ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের হস্তে ছিল। অনন্তর জুন মাস হইতে গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে পাশ্চাত্যপ্রদেশের এবং শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ানকে চট্টগ্রামের জমিদারীর ম্যানেজার করিয়া আর সকলকে বিদায় দেন। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে গভর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার ত্রিলোচন বাবুর হাত হইতে লইয়া চট্টগ্রাম "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের" তত্ত্বাবধানে অর্পণ করেন। কিন্তু পার্ব্বত্যপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বাবুর হস্তেই ছিল। শেষ কয়বৎসর তিনি রাজসরকার হইতে মাসিক একশত টাকা করিয়া বেতন পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে পুনরায় কুকিদিগের উপদ্রব আরম্ভ হয়। তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লুসাইতে আবার অভিযান প্রেরণ করেন। কুকি দমিত হয়; এবং আনুষঙ্গিক ফলে লুসাই আসামভুক্ত ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সবডিভিসন হইয়া যায়। পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা হইতে এই শেষোক্ত প্রদেশ পুনরায় স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বিভিন্ন শাসন।

যুবরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাননীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৯৭ ইংরাজির ৭ই মে মোতাবেক ১৩০৮ বাঙ্গালার (১২৫৯ মঘির) ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট কমিশনার (১) মিঃ ডবলিউ, এন, ডেলিভিন (Delivine), সি, এস, মহোদয় রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহ সহকারে তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনিই বর্ত্তমান চাকমা অধিনায়ক (Chakma chief) তাঁহাকে খেলাত প্রদান উপলক্ষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বেলভেডিয়া প্রাসাদে এক বিরাট দরবার (২) অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন প্রজারঞ্জক

বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়।

(১) ১৮৯১ ইংরাজীর ১৬ই নবেম্বর হইতে এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদবী এসিঃ কমিশনার হইয়াছিল, অনন্তর ১৯০০ ইংরাজীর ২রা মে হইতে তৎপদবী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছে।

(২) Vide the full description in the "Statesman" dated 16th December, 1898.

লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সার জন্ উড্বরণ মহোদয় বহু গণ্যমান্য দেশীয় এবং বিদেশীয় ভদ্রলোককে এ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। দরবারের কার্য্য আরম্ভ হইলে, দুইজন আণ্ডার সেক্রেটারী চাক্‌মাপতিকে সসম্মানে মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর-সমীপে লইয়া উপস্থিত হয়েন। তখন চিফ্ সেক্রেটারী মহোদয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলে, মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়বর্গ সকলেই স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করেন। অনন্তর চিফ সেক্রেটারী মহোদয় "রাজা" পদবী সংযুক্ত সনন্দখানি পাঠ করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি তাহা চাক্‌মাধিপতির হস্তে প্রদান করেন। তখন রাজা বাহাদুর প্রতিদানে মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর মহোদয়কে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন। তিনি যথারীতি তাহা স্পর্শ মাত্র করিয়া রাজা বাহাদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন (১) :—

খেলাত প্রদান।

লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের বক্তৃতা।

"আপনি উত্তরাধিকারীসূত্রে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাজাতির অধিনায়কত্ব লাভ করিবার সময় যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বারা আজ আপনাকে বিভূষিত করা আমার সুখজনক কর্ত্তব্য।

---

(১) His Honor addressing the Raja, said :—

"You have, on succession to the chiefship of the Chakma clan of the Chittagong Hill Tracts, received the title with which it is my pleasant duty to invest you to-day. Your clan is the most numerous, and occupies the largest section of the Hill Tracts, and the management of your circle involves much responsibility, and demands the exercise of much tact and prudence. You are young, but enjoy the advantage of having been brought up during a long minority by the Court of Wards and of having received a good education. I trust that, with the advice of the local officers, which will always be given to you, you will be able to manage the affairs of your circle with credit to yourself and advantage to your people. The government looks to you and the other chiefs of the Hill Tracts to assist in all measures which will contribute to improvement of the condition of hill tribes. It attaches great importance, as you are aware, to the abandonment of their nomadic habits by the hillmen, and their adoption of plough cultivation wherever land is available."

আপনার জাতি সংখ্যায় অনেক এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া বাস করিতেছে; আপনার সার্কেলের শাসনপরিচালন গুরুতর দায়িত্বজনক এবং সবিশেষ চাতুর্য্য ও বুদ্ধিনৈপুণ্য সাপেক্ষ। আপনি যুবক; পরন্তু সুদীর্ঘ বাল্যকাল ধরিয়া "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" কর্ত্তৃক আচার ব্যবহারাদি শিক্ষা পাইবার এবং সুশিক্ষিত হওয়ার সুবিধা উপভোগ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, স্থানীয় রাজপুরুষগণ হইতে সতত যে উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে প্রজাসাধারণের সুবিধা এবং স্বীয় গৌরবের সহিত আপনার সার্কেলের শাসন নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন। পার্ব্বত্যজাতিসমূহের অবস্থার উন্নতিকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইবে, তৎসমুদয়ে আপনি এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশের অপরাপর অধিনায়কবর্গ সহায়তা করিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আশা করেন। গভর্ণমেণ্ট পার্ব্বতীয়দিগের স্থিতিহীন অভ্যাস পরিহার করিয়া, যেখানে স্থান পাওয়া যায়--তথায় লাঙ্গলের চাষ অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, ইহা আপনার জানা আছে।"

অতঃপর রাজাবাহাদুর তদীয় আসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সকলে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজা ভুবনমোহন ১৮৭৬ ইংরাজীর ৬ইমে মোতাবেক ১২৮২ বাঙ্গালার (১২৭৭ মঘির) বৈশাখ মাসে রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তদীয় ধীর-গম্ভীর ব্যবহারে পরিবার প্রতিবেশী সকলেই তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত। তিনি ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন, তজ্জন্য দুই বৎসর স্থায়ী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তাহাতেও মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখন সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বিশেষতঃ তাঁহারই পাঠ-সৌকর্য্যার্থে রাঙামাটি মধ্য ইংরাজী স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এসময়ে রাজসরকার হইতে এই স্কুলে মাসিক বিশ টাকা সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত হয়। এক্ষণে তাঁহাদের কেহই পড়িতেছে না, রাজাবাহাদুর তথাপি সাহায্য বন্ধ করেন নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থকারও সেই বৃত্ত্যংশ ভোগ করিতেছেন। মধ্যইংরাজী পাশের পর চারিবৎসরেই ভুবনমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বলাভ করেন। অতঃপর কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তাঁহার ফার্ষ্টআর্ট পাশ করা ঘটিয়া উঠে নাই! অবশেষে স্বাস্থ্যভঙ্গনিবন্ধন সুযোগ্য চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিদ্যালয় ছাড়িলেও তিনি অধ্যয়ন বিসর্জ্জন দেন নাই;

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অদ্যাপি নিয়মিতরূপে নানা সংবাদ ও সামায়িক পত্র এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী অবসর সময়ে পাঠ করিয়া থাকেন।

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি যাবতীয় কার্য্যের সুশৃঙ্খলাবিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজধানীর পারিপাট্য সাধন সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ যোগ্য। পূর্ব্বে এই রাজভবনের অবস্থা অতি সামান্য মাত্র ছিল, যথোপযুক্ত গৃহাদিও ছিল না। যদিও অদ্যাপি রাজ-

কার্য্য।

পুরীর সমকক্ষ হয় নাই, কিন্তু উন্নত জমিদার বাড়ী অপেক্ষা এক্ষণে মন্দ নহে। এবং যাদৃশ আয়োজনের সহিত কাজ চলিতেছে, কালে নয়ন মনোহারী হইবে—আশা করা যায়। রাজকীয় অফিস হইতে 'জমিদার দপ্তরের' আবর্জ্জনাও বিদূরিত হইয়াছে। পরন্তু রাজা ভুবনমোহন আপন মুদ্রাতেও নূতনপ্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে নাম রাখা হয় নাই; ইংরাজিতে পরিধিপ্রান্তে—"চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশ", মধ্যে দুইটি হস্তী, দুইখানি তরবারী ও একটি কামান—রাজচিহ্নের উপরিভাগে ইংরাজিতে "চাকমারাজ" এবং তন্নিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে হিতোপদেশের প্রধান নীতিসূত্র "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" খোদিত হইয়াছে। যে নীতিবাক্যকে 'মটো' করিয়া তিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, তাহাতেই তদীয় শাসনপ্রণালী সহজে উপলব্ধি হইবে। তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাহা দিয়াই প্রজাবর্গের যথাসাধ্য উপকার করিতে তিনি সতত যত্নপরায়ণ। বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণকে বিশেষ সাহায্য করেন, এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাফলে—বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ এখন আর নিরীহ পাহাড়ী-দিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার তত সুবিধা পায় না। বস্তুতঃ রাজনৈতিক স্বার্থ অব্যাহত রাখিয়া ঈদৃশ প্রজারঞ্জন-তৎপর অতি অল্প রাজারই সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া গিয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধবনিতা এমন কি ইংরেজকর্তৃপক্ষগণও তাঁহার ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট—একারণে মাননীয় গভর্ণমেণ্টের নিকটও তিনি বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন। ধর্ম্মে তিনি কোনও নূতন পরিবর্ত্তন করেন নাই। মাতামহীর সঞ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম্মে রাজা হরিশ্চন্দ্রও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের সময়ে তাঁহারা এই ধর্ম্মেই যেন দৃঢ়তম হইয়া আসিতেছেন।

[২]

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ মোতাবেক ১৩০১ সনের ১৮ই ফাল্গুন রাজানগর রাজপ্রাসাদে অত্রত্য কাঁটাছরী নিবাসী 'কুরাকুট্যাগোছার' নেন্দাব গোষ্ঠির শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দেওয়ানের প্রথমা কন্যা দয়াময়ীর সহিত রাজা ভুবনমোহনের শুভ-

পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ১৪ই ফাল্গুন দয়াময়ীর জন্ম হয়। সুতরাং পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, মাত্র দশবর্ষকাল রাজসংসার আলোকিত করিয়া ১৩১২ বাঙ্গলার ৭ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৯০৫ অব্দের ২০শে এপ্রিল রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে কালান্তক স্মৃতিকার প্রবল আঘাতে চিরকালের তরে এই পবিত্র দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে! এই দশ বৎসর তাঁহার সাহচর্য্যে রাজাবাহাদুর কত যে সুখ-শান্তি উপভোগ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে তদীয় স্মৃতি উঠাইলে তাঁহার অপাঙ্গ-জাত অশ্রুকণা সাক্ষ্য দিয়া থাকে। রাণী বহুদিন ধরিয়া রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; রাজাবাহাদুর প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার চিকিৎসাবিধান করেন। কিন্তু হায়! এত ঔষধ—এত শুশ্রূষা সকলই ব্যর্থ করিয়া করাল কাল বিকট বদন ব্যাদনে তাঁহার প্রাণভরা সুখ—বুকভরা আশা সমস্তই বিনষ্ট করিল! আমরণ পতিসেবা ও রাজসেবা করিয়া সেই স্বর্গীয় প্রতিমা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, মহিলা-জীবনে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য-সুখ আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ আরও আশ্বাসের কথা,—তিনি মৃত্যুকালে স্বামীর কোলে অগাধ প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ—অসান্ত-স্নেহ পুত্তলিকা—একটি বালিকা এবং দুইটি বালক দিয়া গিয়াছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী বিজনবালা, বয়স—অষ্টমবর্ষে উপস্থিত (১)। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নলিনাক্ষ ও কনিষ্ঠ শ্রীমান বিরূপাক্ষের বয়স যথাক্রমে ছয় ও চারি বৎসর। রাণী মহোদয়া কেবল যে বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—তাহা নহে, তাঁহার অলৌকিক গুণ-সৌরভে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। বিগত ১৩১১ সনের বোম্বাই প্রদর্শনীতে তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত দু'খানি তসরের কাপড় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তসরের কারুকার্য্যে এই দুইখানিই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করত দুইটি সুবর্ণপদক লাভ করিয়াছে বলিয়া তদানীন্তন নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বিঘোষিত হয়। ততোধিক প্রশংসার বিষয়, এই তসরের বস্ত্র খণ্ডদ্বয় যে তথাকথিত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা

স্বর্গগতা রাণী দয়াময়ী।

পুত্র কন্যা।

---

(১) রাজাবাহাদুর পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাদানের জন্য ফতেয়াবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিশ্বাস নামক জনৈক শিক্ষককে স্বীয়ভবনে রাখিয়াছেন। শ্রীমতী বিজনবালা বর্ত্তমানে উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য পড়িতেছে।

নহে, পার্ব্বতীয়রমণীগণ এইরূপ কারুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ৩২

শিল্প।

লাভজনক হইবে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত তঁ পূর্ব্বনির্ম্মিত এই বস্ত্রখণ্ডদ্বয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে" (১) প্রেরণ করেন। তাঁহারাই বোম্ব'ই প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। "ভারতী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা বঙ্গের মহিলাকুলনিধি শ্রীমতী সরলা দেবী ১৩১১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যরাজ্যের রাণীর স্বহস্ত প্রস্তুত দুইটি অতিসুন্দর বস্ত্রখণ্ড বঙ্গদেশের গৌরবের কারণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' সুবর্ণ মেডেল পাইয়াছেন।" (২) ইহাতেই তদীয় শিল্পনৈপুণ্যের গৌরব উপলব্ধি হয়। এবং তদুপলক্ষেই ২০শে ফাল্গুন স্থানীয় "জ্যোতিঃ" সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "এই দুর্দ্দিনে রাণীর প্রশংসিত শিল্পনৈপুণ্য এবং তাঁহার ঐ মহোচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া আমরা যে কি পরিমাণ আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া রাজসংসার আলোকিত রাখুন; তাঁহার চেষ্টায় আমাদের দীনা চট্টলভূমির গৌরব বৃদ্ধি হউক।" আহা, তাহা আর হইল কই!

---

(১) অধুনা সেই "লক্ষ্মীভাণ্ডার" নাই, তাহার হস্তান্তর ও অবস্থান্তর উভয়ই ঘটিয়াছে।

(২) এই পুস্তকে স্বর্গীয় রাণী মহোদয়ার প্রাপ্ত পদকদুইটীর প্রতিকৃতি রক্ষা করিবার মানসে রাজাবাহাদুরের নিকট পদকদ্বয় চাহিয়াছিলাম। তিনি "লক্ষ্মীরভাণ্ডারের" কার্য্যাধ্যক্ষের কাছে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও পদকসম্বন্ধীয় কোন কথা জানিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। অনন্তর আমি এই প্রতিকৃতি পাইতে "লক্ষ্মীভাণ্ডারের" তৎকালীন সত্ত্বাধিকারিণী শ্রীমতী সরলা দেবী সকাশে লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তাঁহার সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ আমাকে লিখিয়াছিলেন:—"× × 'বোম্বাই প্রদর্শনীতে' চাক্‌মারাণীর এবং ত্রিপুরার রাণীর শিল্পকার্য্য একই আলমারীতে ছিল। প্রথমতঃ আমরা শুনিতে পাই যে, চাক্‌মারাণীই সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে যখন পদক এবং তৎসঙ্গে সার্টিফিকেট আসিল, তখন দেখা গেল, পদকগুলি ত্রিপুরার রাণীর নামে আসিয়াছে। পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর মতে চাক্‌মারাণীর কার্য্যই সুন্দর এবং পদক পাওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং তাঁহারা এরূপই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু চাক্‌মারাণী আদৌ কোন পদক পান নাই।" ইহাতে বুঝা যায়, গোলমালে পড়িয়া চাক্‌মারাণীর প্রাপ্তব্য পদক ত্রিপুরারাণীর নামে হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান রাণী।

মহোদয় গত ৮ই অগ্রহায়ণ (১৩১২) মৃতরাণীর জ্ঞাতি-ভগিনী, শ্রীযুক্ত গঙ্গামাণিক দেওয়ানের প্রথম কন্যা—শ্রীশ্রীমতী রমামন্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আশাকরি বর্ত্তমান রাণীমহোদয়া স্বর্ণগতা দয়াময়ীর পুণ্যগৌরব লাভ করিয়া রাণীর কীর্ত্তিধ্বজা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন; ভগবান সমীপেও আমাদের এই প্রার্থনা। তাঁহার গর্ভে প্রথমে এক কন্যা জন্মিয়াছিল; কিন্তু অতিশিশু কালেই গতাসু হয়। অনন্তর ৩।৪ মাস গতহইল এক পুত্র লাভ হইয়াছে।

কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে কুমার রমণীমোহনের জন্ম হয়। তদীয় আবালপ্রসিদ্ধ তেজীয়সী প্রতিভা এবং কার্য্যতৎপরতার কথা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনিও তত্রত্য হেয়ার স্কুলে পড়িতেন। পরে তিনি রাজাবাহাদুরের কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী চলিয়া আসেন। এখানে থাকিয়া রাঙামাটি হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। অনন্তর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন; কিন্তু দুর্দ্দমনীয় ম্যালেরিয়ায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তিনি 'ফাষ্ট আর্ট' পাশ করিতে পারেন নাই! অনন্তর তিনি বিলাত গমনে অভিলাষী হন। কিন্তু রাজাবাহাদুর নানা কারণে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। বলিতে কি, এইখানেই তাঁহার ছাত্রজীবনের যবনিকা পতিত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এযাবৎ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। ১৩১২ সালে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী সরলাবালার সহিত তদীয় শুভপরিণয় হইয়াছে। বৎসরাধিক গত হইল তাঁহাদের এক পুত্র লাভ হইয়াছে, শ্রীমানের নাম অনিলচন্দ্র।

সৌভ্রাত্র।

রাজকীয় প্রথানুসারে (১) জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; সুতরাং এই পার্ব্বত্যরাজ্যে কুমারবাহাদুরেরও কোন সত্ব নাই। তিনি মাত্র রাজসরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এই পার্ব্বত্য-রাজ্যে অন্যতম হেড্‌ম্যানস্বরূপে তিনি 'বন্দুকভাঙা' নামক সুবৃহৎ মৌজার পরিচালন-ভার পাইয়াছেন। কাগজে পত্রে এই সমস্ত পৃথক বন্দোবস্ত থাকিলেও, তাহা কেবল ভাবীকালের নিমিত্ত। বাস্তবিক তাঁহাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের যাদৃশ পবিত্র অনুরাগ

(১) Law of Primogeniture.

দেখা যায়, বর্ত্তমান স্বার্থ-সর্ব্বস্বযুগে এরূপ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইলেও কুমার রমণীমোহন, রাজাবাহাদুরের মাতৃদেবী পরলোকগতা মহারাণী সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অসাধারণ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার স্বর্গগতা আত্মার প্রীত্যর্থে এবং তদীয় স্মৃতি জাগরূক রাখিতে কুমারবাহাদুর প্রতি বৎসর রাঙামাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোচ্চস্থানীয় পাহাড়ী ছাত্রকে "সৈরিন্ধ্রীমেডেল" নামধেয় একটি রৌপ্য পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সবিশেষ চেষ্টাসহকারে রাজানগরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টঅফিস খুলিয়াছেন; তাহার নাম রাখিয়াছেন—পোষ্ট অফিস "রাজা ভুবন।" ইহাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি নিঃস্বার্থ ভক্তিপরায়ণতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি?

জমিদারী।

দায়ভাগমতে কুমার রমণীমোহন চট্টগ্রামের জমিদারীর অর্দ্ধেক অধিকারী। সম্প্রতি তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদের মধ্যে এক বন্দোবস্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে রাজাবাহাদুর আপন অংশ হইতে তাঁহাকে বার্ষিক দুইশত টাকা আয়ের সম্পত্তি অধিক দিয়াছেন।—ধন্য ভ্রাতৃপ্রেম! বলা বাহুল্য, এই বন্দোবস্তও ভবিষ্যতের জন্য। এক্ষণে সম্পূর্ণ জমিদারীর ভারই কুমারবাহাদুরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় রাজানগর বাড়ীতে থাকিয়া জমিদারী শাসন করিয়া থাকেন। "কোর্ট অব্ অয়ার্ডসের" নীতিযন্ত্রে জমিদারীর কার্য্য প্রায় সুশৃঙ্খল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি আরও সংস্কার বিধান করিয়া সুচারুরূপে শাসন পরিচালন করিতেছেন। জমিদারীর 'পুণ্যাহ' সচরাচর ভাদ্রমাসেই হইয়া থাকে; সে দৃশ্য যথার্থই হৃদয়াকর্ষক। কুমারবাহাদুর রাজানগর রাজপ্রাসাদকে "ফ্যান্সি ভিলা" (Fancy Villa) অর্থাৎ 'সুরম্য পুরী' নামাকরণ করিয়াছেন। তত্রত্য রাজবাড়ী সংলগ্ন মধ্যইংরাজী স্কুলের উন্নতিবিধানের নিমিত্তও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

স্বাধীন ব্যবসায়।

কুমারবাহাদুর স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিই অতিশয় অনুরাগী। একসময়ে তিনি এই পার্ব্বত্য প্রদেশের সমুদয় কার্পাসের একচেটিয়া ব্যবসায় খুলিবার চেষ্টা করেন; কোনও কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই! তবে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ ভাবেই কার্পাস ও তিলের ব্যবসায় চালাইতেছেন। সমস্ত পরের উপর নির্ভর

এখনও আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে কৃষিকার্য্যের [redacted] মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামবিভাগীয় "কৃষিসমিতির" (Agricultural committee) অন্যতম সভ্য। কৃষিবিষয়ক যখন যে নূতন গবেষণা বাহির হয়, তাহা অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন। কোথাও সন্দেহ ঘটিলে তাহা লইয়া কৃষিসমিতিতে আলোচনা, অন্যথা সুপ্রসিদ্ধ "কৃষক"পত্রে জিজ্ঞাসা (১) করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি রাঙামাটির পার্শ্বপ্রবাহিতা কর্ণফুলীর অপর পারে এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র (Model garden) খুলিয়াছেন ; বৎসরের যে কয়মাস রাঙামাটিতে থাকেন, তাহার অধিকাংশ সময় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া এই কৃষিক্ষেত্রসংলগ্ন সাধারণ গৃহে বাস করিয়া থাকেন। ইহার নাম রাখিয়াছেন "শান্তিকুঞ্জ।" নামটী যথার্থ ই হইয়াছে, হৃদয়বান লোক এখানে আসিলে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন (২)। পরিশেষে তদীয় শিকারনৈপুণ্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ রাজ-মহারাজগণ যেরূপ সিপাই-পল্টন লইয়া (!) পশুশিকারে বহির্গত হন, তিনি তাহা করেন না ; প্রায়শই অনন্যনির্ভর। শিকারের মধ্যে এযাবৎ দুইটী 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'ই বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত।

ফলতঃ ভুবনমোহন, রমণীমোহন কি বর্ত্তমান রাণী শ্রীশ্রীমতী রমাময়ীর জীবন-চরিত লিখিবার সময় এখনও বহুদূরে। তাঁহাদের জীবনের উৎকৃষ্টভাগ সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। প্রিয় পাঠকবর্গের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার জন্যই উল্লিখিত কয়েকটি স্থূল কথা এখানে বলিতে হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যৎ ইতিহাস বা জীবনলেখকদিগেরও কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। কখনও এ আশা, কার্য্যতঃ সফল দেখিতে পাইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব!

---

(১) বাঙ্গালা ১৩১২ সনের আষাঢ় সংখ্যার "কৃষক" দ্রষ্টব্য।

(২) কিছুদিন হইল, ইহা এখান হইতে চেঙ্গীতীরে তদীয় বন্দুকভাঙা মৌজায় উঠাইয়া নিয়াছেন। তথায়ও তাঁহার উৎসাহ প্রশংসাযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[১] রাজনীতি—শাসনপ্রথা—রাজকীয় উৎসব ;
[২] তালুক ও তালুক দেওয়ান ;
[৩] মৌজাগঠন ও হেড্‌ম্যান নিয়োগ ; এবং
[৪] কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

[১]

রাজনীতি বলিলে সচরাচর যে অর্থ প্রতীত হয়, সেই "সাম-দান-ভেদ-দণ্ড" একমাত্র স্বাধীন রাজারাই পরিচালনার অধিকারী। অধীনের বিধি ব্যবস্থাতেও স্বাধীনতা নাই ; তাহাদিগকে সভয়ে ও সাবধানে কর্ত্তৃপক্ষের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হয়। ১৮৬০, ১৮৮৪, ১৮৯২ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিধান সমূহের (১) দ্বারা মাননীয় গভর্ণমেণ্ট ক্রমে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বময় প্রভুত্ব হস্তগত করিয়াছেন। ফলতঃ বর্ত্তমানে এদেশ একরূপ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শাসিত হইতেছে। রাজা এবং তদধীন হেড্‌ম্যানগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত প্রজাবর্গের শান্তিরক্ষা ও করসংগ্রহ করিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ রাজস্বাংশ ভোগ করেন। সুতরাং এক্ষণে চাক্‌মা-রাজমহোদয়কে করদরাজসংজ্ঞাভুক্তও করা যাইতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের উন্নত প্রভাব-গৌরব যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অতীতের প্রভাসমণ্ডিত চিত্রখানি বর্ত্তমানের পার্শ্বে ধরিলে নিতান্ত শত্রুকেও ম্রিয়মাণ হইতে হয়! কিছুকাল পূর্ব্বে যে চাক্‌মা নরপতি দীক্ষাদাতা গুরুকে পর্য্যন্ত "মহারাজ ভট্টাচার্য্য" উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আজ সেই চাক্‌মাধীশ্বর অর্থহীন "রাজা", কার্য্যতঃ সরদার বা অধিনায়ক (Cheif) উপাধি মাত্র সম্বল লইয়া আছেন। কালের কি বিচিত্র মহিমা! রাজা বাহাদুর

অধঃপতন।

(১) পরিশিষ্টের 'মধ্যভাগে' ১৯০০ সালের বিধির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

...ন, "কাপুরুষ" আমরা ইহাতে বিধাতার হাত দেখিয়াই ...। কে বলিবে, তাঁহার শুভ-ইচ্ছা আরও কত না অভিনবত্ব ...হবে ?

সমগ্র পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম প্রধানতঃ এক ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরই কর্তৃত্বাধীন। অপর একজন এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও দুইজন সব ডেপুটিকলেক্টর তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামের কমিশনারের হস্তে এথাকার সেসন জজ এবং ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল অব্ পোলিসের ক্ষমতা ন্যস্ত, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের প্রভুত্বও পরিচালনা করেন। গভর্ণমেণ্টপোলিস (১) কর্তৃক গুরুতর এবং পাহাড়ী ও 'দেশের' লোকসংস্পৃষ্ট ঘটনার অনুসন্ধান হয়; অপরাপর অভিযোগের বিচার-ভার সার্কেল চিফের উপর অর্পিত হইয়া থাকে। ইংরাজ-রাজপুরুষদের রিপোর্ট পাঠেও দেখা যায়, গুরুতর অপরাধ কদাচিৎ ঘটে। খুন ও গুরুতর জখম প্রায়ই হিংসা ও পানবশতঃ হয়। অপরাধী কদাচিৎ দোষগোপন ও বিচার অমান্যের চেষ্টা পাইয়া থাকে (২)। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর উচ্চতম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রায় ক্ষমতা মাত্র লাভ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তবে তাঁহাদের হইতে অধিকতর সুবিধা অবশ্যই আছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে নির্দ্ধারিত মাননীয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বিধান মতে তিনি নিম্নোক্ত কতিপয় গুরুতর অভিযোগ ব্যতীত স্বীয় সার্কেলের সাধারণ অধিবাসী কর্তৃক বিহিত যাবতীয় বিষয়েরই বিচার করিতে পারেন; তজ্জন্য তাঁহার জরিমানা, ক্ষতিপূরণ আদায় বা কয়েদ করিবার অধিকার আছে। যাহারা অর্থদণ্ড পরিশোধে অসমর্থ, তাহাদিগকে জেল খাটিতে হয়, রাজবাড়ীতেই জেলখানা আছে। কয়েদীদ্বারা রাজবাড়ী সংস্পৃষ্ট নানা কার্য্য করান গিয়া

বিচার ক্ষমতা।

(১) রুমা, লামা, কাচালং, চন্দ্রঘোনা, রামগড়, রাঙামাটি, বান্দরবন ও মাহালছরীতে সরকারী থানা আছে। যাবতীয় আবশ্যকীয় ঘটনাই পোলিসকে জানান হয়। একজন পোলিস কর্ম্মচারী গড়ে ৩৭ বর্গমাইল—প্রায় ৯০০ লোকের শান্তি রক্ষা করিতেছে।

(২) অদ্যাপি সময়ে সময়ে হেড্ কোয়াটার হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানের বিকৃতমস্তিষ্ক কেহ কেহবা ব্রিটিশ রাজের প্রতি হেয়জ্ঞান দেখাইয়া স্বকীয় অধীশ্বরত্ব ঘোষণা পূর্ব্বক অশিক্ষিত রায়তগণ হইতে কর আদায়ের চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের স্বল্পায়াসেই তাহা দমিত হইয়া যায়।

থাকে। স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজা বাহাদুরের নিষ্পত্তি [redacted] পারেন। ক্ষমতাতিরিক্ত বিচার্য্য যথা :—

১। গভর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং গভর্ণমেণ্টের নিষ্পাদিত বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

২। সাংঘাতিক আঘাত সংঘটিত এবং প্রাণনাশক অস্ত্র-ব্যবহৃত—তাদৃশ দাঙ্গার অভিযোগ।

৩। কাহারও বিরুদ্ধে খুনী, অজ্ঞানকৃত নরহত্যা, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর আঘাত, বে-আইনী আটক, বলাৎকার *, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া *, মানুষ চুরি* এবং অনৈসর্গিক দোষের অভিযোগ।

৪। জোরে গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাইতি, অনধিকার প্রবেশ এবং ঘরে সিঁদ্ দিয়া—৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি লইয়া গেলে, তজ্জন্য অভিযোগ।

৫। জালিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ।

৬। অস্ত্র আইন সংসৃষ্ট অভিযোগ ; এবং

৭। বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর ইহার সাপক্ষে যাহা নির্ণয় করিতে পারেন, তেমন অভিযোগ বা অভিযোগ সমূহ।

---

* পাহাড়ীদের মধ্যে যে সকল বলাৎকার, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া এবং মানুষ চুরি প্রভৃতি ঘটে, তৎসমুদয়ের বিচারভারও রাজাবাহাদুরের হস্তে আছে। তিনি এইরূপ জাতীয়তা-সংপৃক্ত আরো কোন কোন অভিযোগের মীমাংসা করিতে পারেন।

শাসন ব্যবস্থা।

গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ, বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ, মাছ ধরিবার ও গর্জ্জনখোলার পাট্টাগ্রাহিগণ ব্যতীত রাজাবাহাদুরের সার্কেল মধ্যে যাহারা বসতি কি চাষ-আবাদ করে, তাহারা সকলেই তদীয় অধীন প্রজা বলিয়া পরিগণিত। হেড্‌ম্যানগণ রাজার ক্ষমতা ও শাসনাধীনে থাকিয়া তাহাদের হইতে খাজানা আদায় করিয়া থাকেন, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে খিসা (কর সংগ্রাহক), কারবারী (গ্রামের শান্তিরক্ষক), বিধবা, বিপত্নীক, অবিবাহিত, নূতন পৃথক (পরিবার), রোগী (অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠপীড়িত প্রভৃতি), এবং যাহারা সম্ভ্রান্ত দেওয়ান বা তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও হেড্‌ম্যান পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে,

...ইহাতে মুক্তি পাইয়া থাকে। পরন্তু জুমও করে, অথচ সঙ্গে ...চাষ করিতেছে বলিয়া কেহ জুমকর হইতে রক্ষা পায় না, ইহা ছাড়া ১৯০০ সালের নিয়মানুসারে স্থিরীকৃত হয়,—কোন জুমিয়া যদি এক সার্কেলে বসবাস করিয়া অন্য সার্কেলে জুম করে, তবে তাহার আপন রাজাকে যাহা দিতে হয়, তদ্ব্যতীত যে রাজার সার্কেলে জুম করে—তাঁহাকেও সম্পূর্ণ জুমকর দিতে হইবে। আর একই রাজার সার্কেলাধীনে এক মৌজায় বাস করিয়া অপর মৌজায় জুম করিলে, আপন হেড্‌ম্যান্‌কে নিয়মিত প্রাপ্য দিয়া তদতিরিক্ত যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুম করে,—তাঁহাকেও জুমকরের অর্দ্ধেক দিতে হয়। এস্থলে চাক্‌মা রাজার "জুম রেজেষ্টারী'র একটী "ফরমের" নমুনা দেওয়া হইল। এতদ্বারা অতি সহজেই তদীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কর আদায়-ব্যবস্থা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।—

REGISTER OF JOOMIAHS

IN THE

OFFICE OF THE CHAKMA RAJAH'S ESTATE,

Chittagong Hill Tracts, for the year......

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
					যোগ (Addition owing to immigration)।												
তালুকের নাম ও নম্বর।	মৌজার নাম ও নম্বর, হেডম্যানের নাম	প্রজার ক্রমিক নম্বর	রায়তের নাম ও গ্রাম	সন ১২৬ সনের মোট ঘরের সংখ্যা	হিল ত্রিপুরা হইতে আগত	মান রাজার সার্কেল	বোমাং সার্কেল	কালেক্টরী	আরাকান	কুকি প্রদেশ	নূতন বেকল (New separation)	গোপনীয় ঘর প্রকাশ	অন্য মৌজা হইতে আগত	খাস মৌজা হইতে আগত	আনুষঙ্গিক মৌজা হইতে আগত	সমষ্টি	৫ ও ১৭ ঘরের সর্ব্বমোট

(Continued)

১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
বিয়োগ (Reduction owing to emigration)।													অবশিষ্ট
হিল ত্রিপুরা পলায়ন	মান রাজার সার্কেল	বোমাং সার্কেল	কালেক্টরী	আরাকান	কুকি প্রদেশ	অন্যের সঙ্গে যোগ হওয়া	ডকরার (Double entry)	অন্য মৌজায় যাওয়া	খাস মৌজায় যাওয়া	আনিডেণ্টিফাইড মৌজায় যাওয়া	নির্বংশ	সমষ্টি	

(Continued)

৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
সকর			নিষ্কর								মন্তব্য।
জুমিয়া	জুমিয়া ও চাষা	সমষ্টি	হিলা	কারবারি	রাঁড়া (Widowers)	অবিবাহিত	নতুন বেলক	রোগী ইত্যাদি	প্রকৃত চাষা	মোট	

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ কর প্রচলিত। ১। জুমকর,—১৮৭৩ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে পরিবার-প্রতি চারি টাকা নির্দ্ধারিত হয়। তন্মধ্য হইতে গভর্ণমেণ্ট একটাকা, রাজা দুই টাকা এবং হেডম্যান এক টাকা পাইয়া থাকেন। এতদতিরিক্ত হেড্‌ম্যানের প্রত্যেক পরিবার হইতে একজনের চারিদিন "বেগার" প্রাপ্য আছে; জুমিয়াগণ

এই চারিদিন বেগারের পরিবর্ত্তে টাকা একটি দিয়াও রক্ষা পাইতে পারে (১)।

করের বিবরণ।

পরবর্ত্তী নিয়মে চিফ্ কমিশনারের উপর দশবৎসরের জন্য এক নির্দ্ধারিত জুমকর ধার্য্য হইয়াছে, প্রজাসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির সহিত ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। ২। চাষের খাজানা (২)। যদি কোন উপযুক্ত লোক এই পাহাড়ে লাঙ্গলের চাষের জন্য জমি চাহে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, রাজা অথবা হেড্‌ম্যান তাঁহাকে অনুমতি দিতে পারেন। প্রথম তিনবৎসর জমি সম্পূর্ণ নিষ্কর দেওয়া হয়। অনন্তর স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় কর নির্দ্ধারণ করেন। কর একবার ধার্য্য হইলে দশ বৎসর যাবৎ তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকে। এই চাষের খাজনা রাজাবাহাদুরের শাসন ও পরিদর্শনাধীনে হেড্‌ম্যানগণ কর্ত্তৃক আদায় হয়। অবস্থানুসারে ইহা রাজার হাত দিয়া বা একেবারে গভর্ণমেণ্টের উশুলকারির কাছেও দেওয়া যাইতে পারে। ৩। অকৃষ্ট ভূমিকর। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক অকৃষ্ট ভূমি সকলের উপর কর নির্দ্ধারিত হইলে, তাহা চাষের জমির তৌজিভুক্ত হয় এবং এই সমুদয়ে প্রাপ্ত রাজস্বও চাষের খাজনার নিয়মে গভর্ণমেণ্ট, রাজা ও হেড্‌ম্যানের মধ্যে ভাগবণ্টন হইয়া থাকে। কিন্তু রাজার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা খাটে না। তাহা সুপারিটেণ্ডেণ্ট মৌজা হইতে পৃথক করিয়া স্বয়ং লাগিয়ত করিতে পারেন, এবং তৎপরিচালন কার্য্য—তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, হয়ত হেড্‌ম্যানের যোগে অথবা নিজেও চালাইতে পারেন। ৪। ছন এবং গর্জ্জন খোলা কর।—সুপারিটেণ্ডেণ্ট বাহাদুরই ছনখোলা লাগিয়ত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বৎসর বৎসর অথবা দশবৎসরের অনধিককালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পরন্তু ইহার খাজানা পূর্ব্বোক্ত তৌজিভুক্ত হয় না, কিংবা চাষের বা অকৃষ্ট ভূমির করের ন্যায় বিভক্ত হয় না। জুমকরের গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ এবং চাষের লব্ধ রাজস্ব প্রতিবৎসর মার্চ্চমাসের মধ্যেই সরকারে দাখিল করিতে হয়। অনন্তর রাজা ও হেড্‌ম্যানগণ উপরি-উক্ত বিধানে কৃষ্ট ও অকৃষ্ট ভূমিকরের কমিশন ফেরত পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এখানে জলকর, বন্দুকের খাজানা, খোঁয়াড়-টেক্স, পার-ঘাটার টেক্স, আবকারী-টেক্স, ফরেষ্ট বিভাগের শুল্ক প্রভৃতি যথা

---

(১) সাধারণ পাহাড়িগণ এতদতিরিক্ত সরকার বাহাদুরকেও আবশ্যক হইলে বৎসরে ১৫ দিন করিয়া বেগার দিতে বাধ্য; তজ্জন্য তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা করিয়া মুজুরী পায়।

(২) ১৮৭৫ অব্দে চাষ সংক্রান্ত কর মাত্রই ছিল না, ১৯০৩-০৪ অব্দে ২২০০০৲ হইয়াছে।

নিয়মে আছে। ইত্যাদি যাবতীয় বাবদে ১৯০৩-০৪ সালে এই দেশ হইতে মোট ১৩৪০২৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এসকল কর Financial year অর্থাৎ ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বৎসর ধরিয়া লওয়া হয়।

জাতীয় বিধান।

রাজা বাহাদুর জাতীয় বিধান মতে হেড্‌ম্যান অর্থাৎ দেওয়ান ও তালুকদার, এবং খিসা বা কারবারীর বাড়ী ভিন্ন অপর কাহারও আলয়ে গমন করিতে পারেন না! দৈবযোগেওবা সাধারণ চাক্‌মাগৃহে পদার্পণ করিলে,তাহাকে অন্ততঃ খিসা কি কারবারী করিয়া দিতে হয়। রাজাদেশ ব্যতিরেকে সাধারণ পরিবারে কেহ কোন স্বর্ণাভরণ, এমন কি "বাহু", "চন্দ্রহার" এবং পায়ের "মল" প্রভৃতি রৌপ্যালঙ্কারও ধারণ করিতে কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় অবরোধ-প্রথা প্রবর্ত্তনেও সক্ষম নহে। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট দেওয়ানের মাত্র এতাদৃশ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আছে। পরন্তু সাধারণ চাক্‌মা-পরিবারে কখনই স্বর্ণালঙ্কার ধারণের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন রাঙামাটিস্থ চাক্‌মা ও ত্রিপুরাগ্রামের উপর চাক্‌মারাজার কতিপয় বিশেষ প্রভুত্ব আছে। এই সকল গ্রামানিবাসী চাক্‌মা ও ত্রিপুরাগণ জুতা, মৌজা এবং থরম ব্যবহার করিতে পারে না; এবং একমাত্র তদীয় অনুমতি ব্যতীত প্রাগুক্ত অলঙ্কার ব্যবহার কিম্বা অবরোধ প্রবর্ত্তন, এমন কি কাঁচা বা পাকা ঘর প্রস্তুত করিতেও অসমর্থ। এই কারণে রাজাবাহাদুরের অধীন প্রজাগণ ১। খাস মৌজাবাসীদিগের মধ্যে যাহারা উপরোক্ত বাধ্যতার অধীন, ২। জাতীয় সুবিধা ভোগে অধিকারী চাক্‌মা হেড্‌ম্যানের অধীন মৌজাবাসিগণ, ৩। তাহাতে বঞ্চিত চাক্‌মা হেড্‌ম্যানের অধীন মৌজাবাসিগণ, এবং ৪। চাক্‌মা ভিন্ন অপর জাতীয় হেড্‌ম্যানের অধীন মৌজাবাসিগণ ইত্যাদি— ভেদে শ্রেণীচতুষ্টয়ে চিহ্নিত রহিয়াছে।

রাজ-অফিস।

রাজকীয় দপ্তরখানা,বিচারালয়,হাজত-ঘর ইত্যাদি সমস্তই আধুনিক সভ্যতানুমোদনে গঠিত। কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ ও কতকপরিমাণে পৌরাণিক সংস্কার ছাড়িয়া আসিয়াছে। পাঠক "জুমরেজেষ্টারী" হইতেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যে সমুদয় কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সহিত অতি অতিশয় নিকট সম্বন্ধ, তাহার বিচার-মীমাংসা (Proceeding) একমাত্র ইংরাজীতেই সম্পাদিত হয়। কেবল প্রজাকে লইয়া ব্যবহৃত কাগজপত্র বাঙ্গালায় চলিয়া থাকে। রাজাবাহাদুর নিয়মিত সময়ে অফিসঘরে আসিয়া বিচারাদি সুনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তা' ছাড়া দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি রাজকীয় কর্ম্মে ব্যয় করেন। বাবু পীতাম্বর দাস

রাজাফিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ; এতদ্ভিন্ন ইংরাজী কেরাণী (Engligh Clerk) বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান, আমিন বাবু অধীনচন্দ্র বড়ুয়া, দ্বিতীয় মোহরের বাবু শুভঙ্কর বড়ুয়া, এবং অন্যতম মোহরের বাবু কৃষ্ণকুমার দাসের নামও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। রাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট অফিসের অনুযায়ী এই কার্য্যালয় বন্ধ দেওয়া হয় ; সুতরাং প্রজাগণ একসময়ে আসিলে উভয় ধর্ম্মাধিকরণেরই সাহায্য পাইতে পারে।

"পুণ্যাহ" (১) ভারতীয় রাজন্যবর্গের এক অতি পবিত্র দিন। সাধারণ জমিদার মহলে পর্য্যন্ত এই শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাজনদিগের "নূতন খাতা"ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে তাঁহারা স্ব স্ব সম্পর্কিত জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া নানা আড়ম্বরসহকারে বৎসরের প্রথম প্রাপ্য গ্রহণ করেন। জুমের ধান ও তিলসূতা উঠিয়া গেলে, কার্ত্তিক মাসে পাহাড়ীদিগের হাতে টাকা-পয়সা আসে। তখন তাহারা বৎসরের কর প্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। এই সুযোগ অপেক্ষা করিয়া চাকমারাজ অগ্রহায়ণের প্রথমভাগে শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পবিত্র "পুণ্যাহ" কর্ম্ম সম্পাদন করেন। এসময়ে তাঁহার অধীন যাবতীয় হেড্‌ম্যানগণ আহূত হইয়া প্রত্যেকে এক বা ততোধিক রৌপ্যমুদ্রা নজর এবং সংগৃহীত জুমকর হইতে আপনাদের প্রাপ্য অংশ বাদ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ও সংগৃহীত চাষকর প্রদান করিয়া থাকেন। জাঁকজমক, গীতবাদ্যে ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য স্মরণ করাইয়া দেয় ; আর দর্শকগণ সেই রামায়ণ-মহাভারতবিশ্রুত গৌরবমহিমার অপূর্ব্ব স্ফূরণ দেখিয়া আনন্দে মজিয়া রহে! এই "পুণ্যাহ" উপলক্ষে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলও একদিনের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। পুণ্যাহের দিন প্রাতে স্কুলবোর্ডিংএর ছাত্রবর্গ এবং সমাগত হেড্‌ম্যানগণ রাজালয়ে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। আনুষঙ্গিক ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক, পুরাকালে "মাংচী দেওয়ান" নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রজা রাজসমীপে প্রার্থনা করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে মদ খাওয়ার নিমিত্ত দেওয়ান-তালুকদারগণের বংশ-মর্য্যাদানুসারে এক টাকা, আট আনা ও চারি আনা ইত্যাদিক্রমে "ভাঙ্‌তি খরচ" পাইবার অনুমতিলাভ করেন। হেড্‌ম্যান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও এই ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে, রাজসরকারের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ পুণ্যাহান্তে দাখিলা

রাজকীয় উৎসব।

(১) ইহার বিস্তারিত বিবরণী ১৩১২ সনের মাঘ সংখ্যার "প্রবাহে" মল্লিখিত "চাকমারাজার পুণ্যাহ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দেওয়ার সময় হেড্‌ম্যানগণকে যথাযোগ্য "ভাঙতি খরচ" প্রদান করিয়া থাকেন।

একষট্টি পৃষ্ঠার টীকায় "রাজপাড়ালিয়া"দিগের বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে রাজপরিবারের দাসত্বকার্য্য সমুদয় করিতে রাঙামাটিতে কয়েকঘর ত্রিপুরা আছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কোন ভীষণ দুর্ভিক্ষে তদানীন্তন চাক্‌মারাজা ক্রয় করিয়াছিলেন, তদবধি ইহারা চাক্‌মারাজার "গোলাম" আখ্যায় অভিহিত। চামর ঢুলান, ছত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্য ইহাদিগেরই দ্বারা করান হয়।

রাজগোলাম।

ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রধানতঃ ত্রিপুরা ছিল। কালে মঘ, চাক্‌মা, টংচঙ্গ্যা প্রভৃতির শ্রেণীর লোকও এই জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিয়া (১) তাহাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে; এবং অনেক অনাথ চাক্‌মা বালকও ইহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া তথাকথিত শ্রেণীভুক্ত হইয়া আছে।

[২]

চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধানকর্ত্তা মিঃ হারি ভেরিলষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মাধিপতির বিশাল সীমা স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা যথাস্থানে দেখাইয়া আসিয়াছি। তন্মধ্য হইতে কতকাংশ—সীতাকুণ্ডের পাহাড় প্রভৃতি চট্টগ্রাম জিলাভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চমাংশেরও অধিক ৬৫৩·১ বর্গ মাইল মঙ্‌রাজা বে দখল করিয়াছেন এবং আরও প্রায় তৃতীয়াংশ সীতাপাহাড় (১১), রাইন্‌খ্যং (২২৮·৩), কাচালং ও মাইরনী (৭৯৫) —একুনে ১০৩৪·৩ বর্গমাইল বনপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের "ফরেষ্ট-রিজার্ভে" রক্ষিত হইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর নির্দ্ধারিত "রাজা হরিশ্চন্দ্রের সার্কেল"ও অধুনা পরিবর্ত্তিত। এইরূপে প্রায়ই চঞ্চলা চাক্‌মা রাজ্যলক্ষ্মীর অঞ্চল সঙ্কুচিত হইতেছে। গত ৮৯৮ সনেও একবার এই সীমা নির্দ্দেশ হইয়া গেল। তাহাতে

সীমা ও পরিমাণ।

(১) পরন্তু ইহাদিগের বিবাহবন্ধনকে "মানুষের চাষ" মাত্র মনে হয়। ভগ্নীকন্যা, ভ্রাতৃকন্যা, শালীকন্যা, মাসী, পিসী, বড়শালী, ভ্রাতৃবধূ, ভাগিনেয়বধূ, ভ্রাতৃপুত্রবধূ, বৈপিতৃবধূ, বিমাতা, সহোদরা-শ্বশ্রূ এবং নানা শ্রেণীর শ্বশ্রূ এমন কি সহোদরাকে পর্য্যন্ত বিবাহের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। লিখিতেও লজ্জা আসে, পুষ্পবতী নাম্নী এক রমণী সুরাধন নামে কোন ব্যক্তিকে প্রথমে ধর্ম্মপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, অনন্তর পতিত্বে বরণ করিয়াছে!!! এরূপ পাশবদৃশ্য মনুষ্যনামধারী অপর কোন সমাজে আছে কি না, অবগত নহি।

উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমানে চাক্‌মারাজার অধিকৃত এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের পরিমাণ ফল—১০৯৭·৯ বর্গমাইল।

তালুক ও তালুক দেওয়ান।

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনা কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মা সার্কেল ৯ নয় খণ্ডে (Block) বিভক্ত করা হয়। পরে ১৮৯২ সালের আইনে সেই বিভাগই স্থায়িরূপে অনুমোদিত হইয়া খণ্ডগুলি 'তালুক' নামে অভিহিত হইয়াছে। তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ওল্ডেমের প্রস্তাবে এই সকল তালুকের উপর এক একজন 'তালুক দেওয়ান' নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং এই ১৮৯২ সালের আইনে স্থিরীকৃত হয় যে, বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর কথিত তালুক-দেওয়ান নিযুক্ত করিবেন। প্রত্যেক তালুকের অধিবাসিবর্গ—কেবল গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের পরিবারেরা ব্যতীত আর যাহারা তালুকে চাষ করে বা বাস করে, সকলেই তত্তৎ দেওয়ানের ক্ষমতাধীন হইবে; তালুক দেওয়ানেরা স্ব স্ব তালুকান্তর্গত হেড্‌ম্যানদিগের বিচারের পুনর্বিচার, হেড্‌ম্যানের ক্ষমতাতীত কোন কোন অভিযোগের বিচার, তন্নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা, জরিমানা আদায়, ও এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তি যাবৎ আসামী আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন; এতদ্ভিন্ন লাঙ্গলের চাষে লব্ধ রাজস্ব হইতে রাজা ও হেড্‌ম্যানদিগের প্রাপ্যাংশ ভিন্ন তিনিও ৮ অংশ পারিশ্রমিকস্বরূপে প্রাপ্ত হইবেন; এই সকল বিধানানুসারে নিম্নোক্ত মহাশয়েরা তালুক-দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন:—

তালুকের নাম।				তালুকদেওয়ান।
১ নম্বর	তালুক	কাচালং	...	শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান।
২ „	„	চেঙ্গী	...	৺ নীলচন্দ্র দেওয়ান।
৩ „	„	মহাপ্রুং	...	শ্রীযুক্ত রাঞ্চচন্দ্র দেওয়ান।
৪ „	„	সন্তা	...	„ কমলাক্ষ চৌধুরী *।
৫ „	„	ইচ্ছামতী	...	„ শরচ্চন্দ্র রোয়াজা *।
৬ „	„	রাঙামাটি	...	„ কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান।
৭ „	„	রাজভবন	...	রাজার খাস।
৮ „	„	শুভলং	...	শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান।
৯ „	„	বড়কল	...	„ কুমার রমণীমোহন রায়।

ইহাদের মধ্যে * তারাচিহ্নিত দুইজন মঘজাতীয়; এবং রাজা ও কুমারবাহাদুর ভিন্ন অবশিষ্ট পাঁচজনও চাক্‌মাসমাজের মুখপাত্র ছিলেন। রাজাবাহাদুর ঈদৃশী

ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা দেখাইয়া আপত্তি উত্থাপিত করেন; তাহাতে অবশেষে তালুকদেওয়ান-প্রথা রহিত হইয়া যায়।

[৩]

এই সকল তালুক আবার ১২৪টী মৌজায় বিভক্ত। ফলতঃ ১৮৯২ এবং ১৯০০ সালের আইনে যথাক্রমে সার্কেল ও মৌজাবিভাগ দৃঢ়তর হইয়াছে।

মৌজা গঠন।

শেষোক্ত আইনমতে প্রত্যেক মৌজার পরিমাণফল ১½ বর্গমাইলের কম বা ২০ বর্গমাইলের অধিক হইবে না। যে যে স্থানে চাষের কাজ চলিতেছে, অথচ স্থায়ী বসতি আছে, প্রথমে সেই সকল স্থানে মৌজা গঠিত হয়। কোনস্থান মৌজাভুক্ত না হইলে অনির্দ্দিষ্ট (undefined) ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মৌজায় ৫০ একর উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমি গভর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে থাকে; তাহা 'সার্ব্বিস ল্যাণ্ড' (Service land) অর্থাৎ জায়গীর বা চাকরাণের জন্য রাখা হয়। গ্রাম্য কার্য্যের জায়গীরস্বরূপ—হেড্‌ম্যান, পাটোয়ারী (খিসা) বা কারবারী কিম্বা যদি প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর তাহাদের মধ্যে কার্য্যকালের নিমিত্ত উক্ত ভূমি নিষ্কর ভোগদখল করিতে প্রদান করেন। প্রায় প্রতি হেড্‌ম্যানই ইহা হইতে ২৫ একর করিয়া পাইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, ধুর্য্যা—কুর্য্যা—ধাবানা—পিড়াভাঙা বংশচতুষ্টয় চাকমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজার মন্ত্রীত্ব করিতেন; তাঁহাদের "দেওয়ান" পদবী ছিল। পাগলা রাজার বিধবা পত্নীর মৃত্যুর পর চাকমা রাজসিংহাসনের অধিকারী নির্ব্বাচনের সময় ধুর্য্যা ভ্রমক্রমে অপদস্থ হইয়া উচ্চসম্মান হারাইয়াছিলেন। পদচ্যুত হইয়া তিনি তালুক গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে পদবীও তালুকদার হইয়া যায়। উত্তরকালে বংশ বিস্তৃত হওয়ায় কুর্য্যা, পিড়াভাঙা, এমন কি—রাজপরিবার ব্যতীত ধাবানা বংশের আর সকলকেও সংসারযাত্রা পরিচালনের নিমিত্ত সেইরূপ তালুক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তখনও ইহাদিগের দেওয়ান আখ্যা পরিবর্ত্তিত হয় নাই (১)।

দেওয়ান ও তালুকদার।

---

(১) সরকার, কানুনগো, মজুমদার প্রভৃতি পদবীগুলির ন্যায় "দেওয়ান" উপাধিও ক্রমে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। তবে দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এই সামান্য অধিকারটুকুও হারাইয়া

এই মৌজাবিভাগের পূর্ব্বে দেওয়ান ও তালুকদারগণ স্ব স্ব তালুকের দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্ব করিতেন, কেবল প্রাণদণ্ডাজ্ঞার নিমিত্ত রাজানুমতি লইতে হইত। শেষে শেষে রাজা বাহাদুরকে প্রচুর পরিমাণে নজর দিয়া অনেকেই দেওয়ান নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা রায়তদের হইতে পরিবার প্রতি ৩৪ টাকা করিয়া কর ও ১৫ দিন 'বেগার' বা তৎপরিবর্ত্তে দুই টাকা অতিরিক্ত আদায় করিতেন। তাহা হইতে ঘর প্রতি আট আনা ও একজনের ১৫ দিন বেগার রাজাকে দিতেন। দেওয়ানগণ ইহা ছাড়া বৎসরের প্রথমজাত ফল ও হরিণ, শূকর, গয়াল প্রভৃতি শিকারলব্ধ প্রাণীর একখানি করিয়া "রাণ" (১) প্রাপ্ত হইতেন। এবং দেওয়ান পরিবারের বিবাহে প্রত্যেক ঘরকে এক টাকা করিয়া চাঁদা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী ও মদ (২) দিতে হইত। সেইরূপ দেওয়ান-তালুকদারগণও রাজপরিবারের বিবাহে পাঁচ হইতে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা, নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী ও মদ্য দিতে বাধ্য ছিলেন। অতি-পূর্ব্বে অলঙ্কার ধারণ ও অবরোধ প্রবর্ত্তনের অনুমোদন এবং শিকারলব্ধ প্রাণীর অংশপ্রাপ্তির ক্ষমতাও একমাত্র রাজার হাতে ছিল, অনন্তর কতিপয় দেওয়ান প্রভূত নজর দিয়া তাদৃশ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক দেওয়ানের রায়ত নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহারা যেখানে যাইয়া জুম-আবাদ করুক না কেন, আপন অধিনায়ককে খাজানা এবং 'বেগার' দিতে বাধ্য হইত। এ সকল দেওয়ান বা তালুকদারেরা রাজার নিকট হইতে প্রজাদিগের পরিবার হিসাবে পাট্টা গ্রহণ করিতেন। কোন বিশেষ কারণে এই নির্দ্দিষ্ট প্রজাসংখ্যার হ্রাস হইলেও খাজানা কমিত না। সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিবারের লোকবৃদ্ধিতেও রাজস্ব বর্দ্ধিত হইত না। কোন দেওয়ান কি তালুকদারের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রজা-পরিবার অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পুত্রদের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হইত; অপুত্রক হইলে তাঁহার কন্যা বা অপর উত্তরাধিকারী, তদভাবে রাজার খাস

অধিকার ও ব্যবস্থা।

হীনতম অবস্থায় পড়িয়া রহিলে, কেহই আর তাহার "দেওয়ান" আখ্যা মানে না। তখন সে সাধারণ "চাক্‌মা" উপাধিতেই পরিচিত হইয়া থাকে।

(১) "রাণ"—উরু সহিত সমস্ত পদ।

(২) বলিয়া রাখা ভাল, অত্রত্য পাহাড়ী সকলেরই স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী মদ্য প্রস্তুতের অধিকার আছে, কিন্তু বিক্রয় করিতে পারে না।

অধিকারে যাইত। প্রজার সংখ্যাধিক্যহেতু দেওয়ানদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, রাজা ধরমবক্স তাহা খর্ব্ব করিতে কতিপয় অতিরিক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে রাজা ইচ্ছা করিলে স্বীয় অধিকার হইতে প্রজা লইয়া নূতন পাট্টা দিতে পারিতেন। কালিন্দীরাণী এই তালুকাধিকারের অংশ বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছিলেন; তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় তাহা রহিত করেন।

১৯০০ সালের আইনের ফলে যে সকল মৌজা নির্দ্ধারিত হয়, গভর্ণমেণ্ট প্রজানির্দ্দেশে অধিকারক্ষত্ব—দেওয়ান-তালুকদার প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক মৌজার উপর এক এক একজন দলপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের রাজকীয় উপাধি "হেড্‌ম্যান" (Headman) হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পরিবার, বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ এবং মাছ ধরিবার ও গর্জ্জন খোলার পাট্টাগ্রহিতৃবর্গ ব্যতিরেকে মৌজায় যাহারা বাস করে কিম্বা চাষ-আবাদ করে, সকলেই হেড্‌ম্যানের কর্তৃত্বাধীন। তিনি 'মোড়লের' ন্যায়; পরন্তু কার্য্য অধিকতর দায়িত্বজনক! হেড্‌ম্যানের কাজ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যেমন—রাজস্ব আদায়, এবং মৌজার শান্তিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ বিচার।

হেড্‌ম্যান।

হেড্‌ম্যানগণ রাজস্ব আদায়ে খিসা ও কারবারিদিগের সহায়তা পাইয়া থাকেন; তজ্জন্য তাহারা স্বয়ং রাজস্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। গভর্ণমেণ্টের নূতন ব্যবস্থায় হেড্‌ম্যানেরা নিজেও ২৫ একর করিয়া "সার্ব্বিস ল্যাণ্ড" ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। এই খিসা ও কারিকর ভিন্ন অবিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক, চিররোগী প্রভৃতি অসমর্থগণও কর হইতে অব্যাহতি পায়। অপরাপর জুমিয়া পরিবার হইতে ইহারা চারিটাকা জুমকর এবং চারিদিন 'বেগার' আদায় করেন। কেহ কেহ বেগারের পরিবর্ত্তে খাজানারূপে একটাকা অতিরিক্ত দিয়া রক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই 'বেগার' বা অতিরিক্ত টাকা একমাত্র হেড্‌ম্যানেরই প্রাপ্য। তাঁহারা জুমকর হইতেও একটাকা রাখিয়া অবশিষ্ট রাজসরকারে দাখিল করেন। যদি কোন জুমিয়া এক হেড্‌ম্যানের মৌজায় বাস করিয়া অপর হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুমকরে, তবে তাহাকে যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় বাস করে, তাঁহার সম্পূর্ণ রাজস্বাদি দিয়া যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুমকরে, তাঁহাকেও দুইটাকা জুমকর দিতে হয়। হেড্‌ম্যানগণ এই সমস্ত উল্লেখে আপন আপন জুমরেজেষ্টারী

রাজস্ব আদায় ও ক্ষমতা।

সেপ্টেম্বর মোতাবেক আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে রাজাবাহাদুরসমীপে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর রাজকর্ম্মচারিগণ মৌজায় মৌজায় গিয়া সেই তৌজী পরীক্ষা করিয়া আসেন। হেড্‌ম্যানেরা রাজপুণ্যাহে অন্ততঃ একটাকা করিয়া নজর এবং স্বীয় মৌজার জুমকরের অধিকাংশ প্রদান করিয়া থাকেন। উপযুক্ত রায়তকে তাঁহার ক্ষমতাসাধ্য জমিতে চাষ করিবার নিমিত্ত ইঁহারা অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু রাস্তার বাধা ঘটে, কি সাধারণের অসুবিধা হয় অথবা গভর্ণমেণ্টের আবশ্যকে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে কোন কৃষিযোগ্য ভূমি হেড্‌ম্যানদিগের দ্বারা লাগিয়ত হইতে পারে না। কোন বন্দোবস্তি ইহার অন্যথা হইলে তাহা একিকালে রহিত হইয়া যায়। কিম্বা যদি কোন ভূমি বন্দোবস্তিভুক্ত হইয়া যাওয়ার পর গভর্ণমেণ্টের আবশ্যকে আসে, তবে তাহা ক্ষতিপূরণ দিয়া খাস করিতে পারেন। এই সমুদয় চাষের ভূমির নিমিত্ত হেড্‌ম্যানদিগকে স্বতন্ত্র "জমাবন্দী" রাখিতে হয়। মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের নির্দ্দেশ মতে এই কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির রাজস্বও ইঁহারা আদায় করিয়া সরকারে দাখিল করেন, পরে টাকাপ্রতি ৶০ আনা হিসাবে কমিশন লাভ করেন। এই সকল রাজস্বাংশ ব্যতীত দেওয়ান বা তালুকদার-গণের ন্যায় রাজক্ষমতালব্ধ কোন কোন হেড্‌ম্যানও অধীন প্রজাগণের মধ্যে কেহ কোন পশু শিকার করিলে তাহার একখানি "রাণ" পাইয়া থাকেন। আর যাঁহাদিগের তাদৃশ অধিকার নাই, তাঁহাদের রায়তেরা রাজাকেই উক্ত 'রাণ' প্রদান করে (১)। পক্ষান্তরে রায়তের বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে এক বোতল মদ, এক 'বিড়া' পান ও ৮টি সুপারি দিয়া হেড্‌ম্যানকে 'সালাম' জানায়, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

বিচার।

মৌজার শান্তিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাসংপৃক্ত বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার হেড্‌ম্যানগণকে সম্পাদন করিতে হয়; অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে নজরান এক টাকা প্রয়োজন। তাঁহারা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের আদেশ প্রাপ্তি যাবৎ আসামী আবদ্ধ রাখিতে পারেন। ইহাদের অনেকেই জরিমাণালব্ধ অর্থ ভোগ করিতে ক্ষমতাবান। অপরাপরকে কিয়দংশ (সাধারণ মোকর্দ্দমায়

(১) পরন্তু ঈদৃশ স্থলে কোন চাক্‌মা গয়াল মারিয়া রাজপ্রাপ্য "রাণ" না দিলে ৫০৲ টাকা, শূকর বা বড় হরিণ স্থলে ২৫৲ টাকা এবং ছোট হরিণ স্থলে ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়

সাত টাকা) মাত্র রাজাকে দিতে হয়। মানুষ ভুলাইয়া বা চুরি করিয়া নেওয়া প্রভৃতি ক্ষমতাতিরিক্ত গুরুতর অভিযোগগুলি হেড্‌ম্যানেরা রাজাবাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন। পরন্তু উভয়ের সম্মতি থাকিলে মাত্র ইঁহারা দম্পতির বিবাহবন্ধনচ্ছেদ অনুমোদন করিতে পারেন; অন্যথা তাহা উচ্চতর আদালতে পাঠাইয়া দিতে হয়।

উপযুক্তানুসারেই হেড্‌ম্যান নির্ব্বাচিত হয়,তবে বংশ গৌরবের প্রতিও কিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকে! সুতরাং দেওয়ান-তালুকদার বংশধরেরাই চাক্‌মাজাতিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে সমধিক উন্নত বলিয়া অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর রাজা এবং মৌজাবাসীদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া হেড্‌ম্যান নিযুক্ত করেন। তিনি অযোগ্যতা কিম্বা অসৎব্যবহারের নিমিত্ত পদচ্যুত করিতেও পারেন। এই পদে উত্তরাধিকারসত্ত্ব নাই; কিন্তু পুত্র যোগ্য হইলে পিতার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। কোনও হেড্‌ম্যান একাধিক মৌজার ভার পাইবার অধিকারী নহেন। পূর্ব্বে রাজার খাস অধিকারে ১০০০ এক সহস্র পরিবার "রাজপাড়ালিয়া" ছিল। তাহাদের বসবাসের জন্য বিশেষ বিবেচনায় রাজাবাহাদুর ১২ বারটি মৌজা পাইয়াছেন। অবশ্য এই সকল মৌজা শাসনে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের সহিত হেড্‌ম্যান-প্রায় ব্যবহার চালাইতে হয়। নিম্নে রাজা ও কুমার বাহাদুর ব্যতীত চাক্‌মা হেড্‌ম্যান ও পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধনী মধ্যে তাঁহাদের অধিকৃত মৌজার তালিকা প্রদত্ত হইল।—

নিয়োগ।

মৌজা ও হেড্‌ম্যান।

চাক্‌মা সার্কেলে—

১ নং তালুক কাচালং।—শ্রীনীলচন্দ্র দেওয়ান (বড়কাট্টলি), শ্রীজৈলাধন দেওয়ান (চালত্যাতলী), শ্রীচন্দ্রমাণিক দেওয়ান (ডলুছরী), শ্রীনবচন্দ্র দেওয়ান (ঘুইছুরী), শ্রীথৈয়া তালুকদার (মারিচ্যাচর), শ্রীদির্ব্বধন দেওয়ান (রাঙাপানিছরা), শ্রীকর্ণচন্দ্র তালুকদার (পেটাণ্ঠ্যারমারছরা), শ্রীমনুয়া তালুকদার (ভাসান্যা আদম), শ্রীকিনারাম তালুকদার (নলুয়া), শ্রীমদনমোহন দেওয়ান (থাগারাছরী), শ্রীশশিমোহন দেওয়ান (ঘনমোহর), শ্রীযুবলক্ষ তালুকদার (কাকপর্য্যা), শ্রীভুবনমোহন দেওয়ান (বেগেনাছরী), শ্রীইন্দ্রজয় দেওয়ান (করু্টীছরা), শ্রীগোলক তালুকদার (বগাচতর)।

২ নং তালুক চেঙ্গী।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দেওয়ান (ছয়কুড়িবিল), শ্রীশশিকুমার

দেওয়ান (মাইচছরী), শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেওয়ান (সাবেক-ক্যং), শ্রীবাঙ্গালীচান তালুকদার (কাটলতলী), শ্রীমেত্তা তালুকদার (জাদুখাঁছরা); শ্রীবিজয়গিরি তালুকদার (গবছরী), শ্রীমাণিকচন্দ্র তালুকদার (এগরাল্যা ছরা), শ্রীসূর্য্যধন তালুকদার (শেলচ্‌ছরী)।

৩। তালুক মহাপ্রুম্‌। শ্রীনীলমণি দেওয়ান (চৌধুরীছরা), শ্রীকবিরাজ দেওয়ান (ঘিলাছরী), শ্রীঅক্ষয়মণি তালুকদার (হাজাছরী), শ্রীরাজমণি দেওয়ান (ছোট মহাপ্রুম্‌), শ্রীযুবরাজ দেওয়ান (বুড়ীঘাট), শ্রীব্যাসমণি দেওয়ান (বড়াদম), শ্রীসূর্য্যচন্দ্র তালুকদার (বেতছরী), শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান (বাঁকছরী), শ্রীনবীনচন্দ্র তালুকদার (তৈ-চাক্‌মা), শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান (বগাছরী) শ্রীরাজ-কুমার তালুকদার (কেঙাইলছরা)।

৪ নং তালুক সর্ত্তা।—শ্রীঅভয়াচরণ তালুকদার (দূরছরী), শ্রীকুলচন্দ্র দেওয়ান (বানরকাটা), শ্রীঅনঙ্গমোহন দেওয়ান (মুক্তাছরী), শ্রীহরিকান্ত তালুকদার (ডানের বানর কাটা), শ্রীগোপীনাথ তালুকদার (লক্ষীছরী), শ্রীশ্রীশচন্দ্র দেওয়ান (শুক্‌নাছরী), শ্রীরমণীমোহন দেওয়ান (কেরেককাবা), শ্রীমন্দিচরণ তালুকদার (না-ভাঙা)।

৫ নং তালুক ইচ্ছামতী।— শ্রীভত্তারাম তালুকদার (মুবাছরী), শ্রীভাগ্যধন তালুকদার (ঘাগরা), শ্রীরাজচন্দ্র তালুকদার (ঘিলাছরী)।

৬ নং তালুক রাঙামাটি।—শ্রীজয়কুমার দেওয়ান (রাঙাপাণি), শ্রীচন্দ্রধর দেওয়ান (বাকছরী), শ্রীত্রিজগৎ দেওয়ান (ঝগড়াবিল), শ্রীচণ্ডীচরণ দেওয়ান (জীবতলী), শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেওয়ান (কামিলাছরী), শ্রীত্রিলোচন দেওয়ান (বড়াদম), শ্রীরতনমাণিক দেওয়ান (সাপছরী), শ্রীগঙ্গামাণিক দেওয়ান শূকরছরী), শ্রীমুক্তাকিশোর দেওয়ান (কুদুগছরী), শ্রীকান্তমাথ চাক্‌মা (ডলুছরী), শ্রীকৃষ্ণচরণ দেওয়ান (তৈমিদুং)।

৭ নং তালুক রাজভবন।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান (বালুখালি), শ্রীকামিনী মোহন দেওয়ান (মঘবান), শ্রীঘনেশ্বররায় তালুকদার (কৌশল্যাঘোনা), শ্রীজয়চন্দ্র তালুকদার (ধনপাতা), শ্রীকর্ম্মধন দেওয়ান (কতুবদিয়া), শ্রীতিলক চন্দ্র দেওয়ান (নারেইছরী), শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেওয়ান (ফুলগাজি বাপের ছরা), শ্রীমাণিকচাঁদ তালুকদার (বিলাইছরী), শ্রীসিদ্ধাধন তালুকদার (কেরণছরী), শ্রীনবীনচন্দ্র দেওয়ান (কাইন্দা)।

৮ নং তালুক শুভলং।—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দেওয়ান (মিত্তিছরী), শ্রীশরচ্চন্দ্র

দেওয়ান (জারুলছরী), শ্রীমদনমোহন দেওয়ান (এরেইছরী), শ্রীলালমোহন দেওয়ান (পানছরী), শ্রীবিরাজমোহন দেওয়ান (মৈদং), শ্রীনীলচন্দ্র কারবারী (তিন্-দোছরী), শ্রীপঞ্চারাম তালুকদার (বাঘাছোলা), শ্রীকিঙ্কর দেওয়ান (চোখপতি ঘাট), শ্রীজালৈয়া তালুকদার (ডুবাজারুল), শ্রীবীণাধন দেওয়ান (কুসুমছরী), শ্রীচন্দ্রধন তালুকদার (বনজুগীছরা), শ্রীমেঘনাথ দেওয়ান) (ফকির-ছরা), শ্রীকৈলাসধন দেওয়ান (লুলাংছরী)।

৯ নং তালুক বড়কল।—শ্রীকূলচন্দ্র তালুকদার (গর্জ্জনতলী), শ্রীচন্দনখাঁ দেওয়ান (গোরস্থান), শ্রীরতনখাঁ দেওয়ান (আইবাছরা), শ্রীইন্দ্রধন দেওয়ান হেইৎভরাইয়া), শ্রীভৈরবচন্দ্র দেওয়ান (মাওদং), শ্রীপবনরাজ দেওয়ান (ধূমবাৎলাং), শ্রীমাণিক্য তালুকদার (তৈবুং), শ্রীবিদ্যাধর তালুকদার (বামের হালঘা), শ্রীজয়ন্ত তালুকদার (চিবা বড়হরিণা) প্রভৃতি ৮৮ জন।

মড্‌সার্কেলে—

শ্রীরসিকচন্দ্র দেওয়ান (আমতলী), শ্রীভৈরবচন্দ্র দেওয়ান (বড়নল), শ্রীকৈলাসচন্দ্র তালুকদার (তুবুলছরী), শ্রীশশিকুমার দেওয়ান (তৈলাভাঙ্), শ্রীমাণিকধন তালুকদার (আশালং), শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেওয়ান (বড়বিলি), শ্রীগগনচন্দ্র দেওয়ান (আলুটিলা), শ্রীনিত্যানন্দ খিসা (মুবাছরী), শ্রীরাজকুমার তালুকদার (কাইয়ং ঘাট), শ্রীনবীনচন্দ্র তালুকদার (লেমুছরী), শ্রীরামমোহন খিসা (চুপুর্গ্যা নল), শ্রীকিন্তা খিসা (কেরেঙানালা), শ্রীউমাচরণ দেওয়ান (গামারী ঢালা), শ্রীহরিধন তালুকদার (উল্টাছরী), ৺ কিনাধন তালুকদার * (দাদুকুপ্যা), শ্রীহরিধন দেওয়ান (ইদ্‌ছরী), শ্রীপূর্ণজয় (দুরছরী), শ্রীঈশানচন্দ্র দেওয়ান (কমলছরী) শ্রীমোগুলধন কারবারী (ভূয়াছরী) প্রভৃতি ১৯ জন।

[৪]

জীবনী।

আমরা এস্থলে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবনী রক্ষা করিতেছি। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনচরিত নহে, জীবনের স্থূল পরিচয় মাত্র। বলা বাহুল্য, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়েই আমাদিগকে এজন্য সঙ্কুচিত হইতে হইল। ভবিষ্যৎ লেখকেরা ইহাদের

* কিনাধনের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্রের সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত মংখই নামক জনৈক মঘের সরবরাহকারিতায় উক্ত মৌজার ভার আছে।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবন-ইতিবৃত্ত লিখিয়া ধন্য হউন, আমরা তাঁহাদের সৌকার্য্যার্থে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী কার্য্যকালের সংবাদও রাখিয়া গেলাম।

চাকমাসমাজের প্রধান ব্যক্তির কথা চিন্তা করিতেই সর্ব্বপ্রথমে—

৺ ঈশানচন্দ্র দেওয়ান

এর নাম মনে আসে। যদিও তিনি অধুনা আর এ পৃথিবীতে নাই, তথাপি তাঁহাকে বর্ত্তমান সমাজের পথ-প্রদর্শয়িতা বলা যায়। তাঁহার পিতার নাম লবণ খাঁ দেওয়ান, মাতার নাম ভেলুয়া বিবি। এই লবণ খাঁ ওয়াংঝাগোছার অক্ষয়-গৌরব মহাবীর রণুখাঁর দ্বিতীয় পুত্র রতনখাঁ ও রাজকন্যা পত্যমণির শুভসম্মিলনের ফল। কিন্তু ঈশানচন্দ্র অধিককাল পিতৃসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই, তবে তদীয় মহীয়সী জননীর পালনগুণে পিতার অভাবজনিত কোন কষ্টই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিয়াছিল না। ভেলুয়া বিবির ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা দয়াবতী—সাহস ও বুদ্ধিশালিনী রমণীর সংবাদ অতি অল্পই শুনা যায়। তিনি নাবালক পুত্রগণকে লইয়া অতি সুবন্দোবস্তে পরিবার চালাইয়াছিলেন। অসভ্য কুকিগণও তাঁহাকে বিশেষ ভয় ও সম্ভ্রম করিত, অদ্যাপি কুকিমহলে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন শুনা গিয়া থাকে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ থণ্ডল-হত্যাকাণ্ডে কুকিগণ তথা হইতে যে সকল লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, ভেলুয়াবিবি তাহাদের মধ্য হইতে নানা কৌশলে তিনটী ত্রিপুরারমণীকে উদ্ধার করিয়া গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর এই নিমিত্ত তাঁহাকে আন্তরিক গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেখা পড়া বিশেষ শিখিতে না পারিলেও ঈশানচন্দ্র মাতার অসামান্য বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই অবস্থা উন্নত করিয়া লইয়াছিলেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রবল অনুরাগ ছিল, দেশ ও জাতির উন্নতিবিধায়ক ব্যবস্থা এবং রাজ-নৈতিক আলোচনার প্রতিও তেমন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। গভর্ণমেণ্টের নিকটও তাঁহার খুব সম্মান ছিল, একসময়ে তিনি ছোটলাট বাহাদুরের "গার্ডেন পার্টিতে"ও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালীন স্থানীয় প্রায় সমুদয় ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রগুলি এখনও দেখিতে পাই। ধর্ম্মকার্য্যেও তিনি সাতিশয় মুক্তহস্ত ছিলেন, একবার জাতীয় প্রথানুরূপ পিণ্ডোৎসর্গ কার্য্যের জন্য বহুসহস্র টাকা ব্যয় করেন। এজগতে কেহই চিরস্থায়ী

নহে, ১২৯০ বাঙ্গালায় ২৫শে আশ্বিন মহালয়া পর্ব্বদিনে ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ জন্মেজয় বাল্যকাল হইতেই বলিষ্ঠ, সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি কিন্তু অতিশয় ক্রোধী, ও দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ইন্দ্রজয় ঢাকা হইতে আসিলে ক্রমে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ ঘটে, অবিলম্বে তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়েন। অনন্তর জন্মেজয় কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শনহেতু হেড্‌ম্যান হইতে পদচ্যুত হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া ৭০ জন রায়ত সংগ্রহ করত—পার্ব্বত্যত্রিপুরায় চলিয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে কাচালং রিজার্ভের তিনটিলা ফরেষ্ট ষ্টেসনের পার্শ্বদিয়া গমনকালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার সঙ্গীগণকে উক্ত ষ্টেসন আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে প্ররোচিত করেন। ফরেষ্ট গার্ডেরা সমূলে নিহত হয়, এবং তাহারা গভর্ণমেণ্টের প্রায় ২০০০৲ টাকা লইয়া যায়। পরে তাহাদের ৩৮ জন ধরা পড়ে, তন্মধ্য হইতে ৩ জন রাজার সাক্ষ্যে মুক্তি পায়। আর সকলেরই ২—১০ পর্য্যন্ত মেয়াদ হইয়াছে। দলপতি জন্মেজয় ১৯০০ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছিলেন না, পরে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরে বাস করিতেছেন। ইন্দ্রজয় বাবুই বর্ত্তমানে পিতৃভদ্রাসনে আছেন। পরন্তু ভ্রাতৃবিরোধে এক্ষণে তাঁহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে। ঈশানবাবুর পরেই

৺ নীলচন্দ্র দেওয়ান

এর কথা বলিতে হয়। তিনি মুনিমাগোছার ধাবানা বংশজ কান্দর খাঁর ঔরসে এবং জাহুবীর গর্ভে ১২৪২ বাঙ্গলার ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার (চেঙ্গী) বড়াদম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখনও এদেশে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা না হওয়ায় বাল্য-কালে তাঁহার ভাগ্যে উপযুক্ত বিদ্যালাভ ঘটে নাই। ১২৬০ সনের কার্ত্তিক মাসে তিনি কালিন্দী রাণীর সেরেস্তায় তহশিলদারিতে নিযুক্ত হন। রাণী তাঁহার কাজকর্ম্মে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি রাণীর পক্ষ হইতে পাঁচশত লোক লইয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করেন; তজ্জন্য তিনি একখানি ধন্যবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি ঘটনা-বশে রাণীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্ট পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে প্রবেশ করেন। সেই পদে থাকিয়া ১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানে তিনি কুকি-

দমন এবং রসদ-সংগ্রহ কার্য্যে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কাপ্তেন লুইন তাঁহাকে চেঙ্গী উপনদীর পূর্ব্বকুলবর্ত্তী পাহাড়ের শৃঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বন্দোবস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা লয়েন নাই। অবশেষে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৬ বৎসর সরকারী কার্য্যের পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মাসিক ২৬৷৶৮ পাই হিসাবে পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যকারী কৌন্সিলের সভ্য, ও পরে কার্য্যনির্ব্বাহক কৌন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য —তিনি এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথমে লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৬২ সনে নীলচন্দ্রবাবু লার্ম্মাগোছাসম্ভূত গঙ্গাধরের পিতৃস্বসা চিত্রবতীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়াতে ১২৬৯ সনে রাঙিগোছার তুবুদির ভগ্নাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় গর্ভে পুত্র শশিকুমার, চিত্রকুমারের জন্ম হয়। সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যফল স্মরণে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শশিকুমার দেওয়ানকে পুলিসের সবইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন; নীলচন্দ্র বাবু জীবদ্দশাতেই ইহা দেখিতে যাইতে পারিয়াছিলেন। গত ১৩১৩ বাঙ্গলার ৫ই পৌষ ইংরাজী ২০শে ডিসেম্বর (১৯০৬), তদীয় ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। ইঁহার পরে

৺ গিরিশচন্দ্র দেওয়ান

এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নীলচন্দ্র দেওয়ানের পিতৃব্য মৃত গুন্দার খাঁ দেওয়ানের পুত্র। খুল্লতাত গুর্মান খাঁ কতিপয় দুষ্টলোকের পরামর্শে তাঁহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাহাতে বাধ্য হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালা ১২৬১ সনে হাদাছরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সঙ্গে প্রায় চারিসহস্র ত্রিপুরা এবং ৫।৬ শত চাক্‌মা আসিয়া তাঁহাদের প্রজা হয়। সেখানে তাঁহাদের অব্যাহত ক্ষমতাছিল, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচারাদি করিতেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা মহারাজের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর (১), উদয়চন্দ্র ঠাকুর, মধুচন্দ্র ঠাকুর এবং সেনাপতি

(১) ত্রিপুরার "রাজমালাতে" ইহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩৩৬ পৃষ্ঠা)।

পরীক্ষিত প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া বিখ্যাত কুকি সরদার রতন পুঁইয়ার (১) সঙ্গে মিলিত হইয়া দেমাগিরিতে বাস করিতেছিলেন। একদা তাঁহারা কতকগুলি কুকি সমভিব্যাহারে ত্রিপুরার কৃষ্ণবলী পোমাং নামক জনৈক প্রতাপান্বিত ব্যক্তির পাড়া লুট করিতে যাওয়ার সময় গিরিশচন্দ্রের পাড়ায় আসিয়া তাঁহাদের ঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এ সময়ে বাড়ীতে জ্যেষ্ঠদের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র ৭।৮ শত লোককে তিন স্থানে ব্যূহাকারে স্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের এক ভৃত্য ধৃত হয়; অপর বিদ্রোহীদল চলিয়া যায়। পরে ইহারা প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদিগকে পুনরায় আক্রমণ করে। এবারও ইহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু পলায়নকালে ইহাদের লুণ্ঠিত ছয়জন যুবতীকে তাঁহারা উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আবার ৫০।৬০ জন কুকি আসিয়া তাঁহাদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীর যত ঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং নানা উপদ্রব করিতে থাকে। তখন গিরিশচন্দ্র দোনালী বন্দুকে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলে সকলেই পলায়ন করে। পরে আবার পৌষমাসে প্রায় চারি হাজার কুকি আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে, গিরিশচন্দ্র নয়জন মাত্র লোক লইয়া সম্মুখীন হন। বন্দুকের গুলিতে ১৬ জন কুকি হত হয়, অপরেরা পলায়ন করে। এইরূপে কুকিদের অত্যাচার অসহ্যবোধে তাঁহারা চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ী থানার অন্তঃপাতী বারমাসিয়া গ্রামে আবাসস্থান অন্তরিত করেন (২)। সেখানে দুই বৎসর কাল মাত্র বাসের পর রামগড় আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন। পরে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান বাসস্থান আমতলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও পূর্ব্বে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, ডব্‌লিউ, পাউয়ার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুনের পত্রে * লিখিয়াছিলেন :—"ফেণীকূলে গিরিশচন্দ্র দেওয়ান বিশেষ প্রতিপত্তি-সম্পন্ন।" তিনিই আবার পরবর্ত্তী বৎসরের ২১শে এপ্রিলের পত্রে † লিখিয়াছেন :—

* Letter No. 472.

† Letter No. 319.

"গিরিশচন্দ্র দেওয়ান যদিও হরিশ্চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীয় প্রজাগণের উপর রাজার মত শাসন চালাইয়া থাকেন।"

(১) কাপ্তেন লুইনের "ফ্লাই অন্ দি হুইল" নামধেয় গ্রন্থে রতনপুঁইয়া সম্বন্ধীয় নানা কথা আছে।

(২) যেরূপ শুনিতে পাই, নীলচন্দ্র দেওয়ান এবং গিরিশচন্দ্র দেওয়ানের পারিবারিক বিবাদেই কুকির উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তন্ত্যাগোছার শ্রীমতী লক্ষ্মীপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তৎগর্ভে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ রসিকবাবুর হাতেই জমিদারী চলিতেছে। গত ১৩১৩ সনে গিরিশচন্দ্র তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আসিতে বর্দ্ধমানে ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৩, ইংরাজী ৪ঠা নবেম্বর (১৯০৬), পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপরে যে তিন ব্যক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাঁহারা সকলেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত। অনন্তর অধুনা বর্ত্তমান আর তিনজন প্রধান ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছদ শেষ করিব। ইহাদের জীবনী অসম্পূর্ণ। ভগবান করুন, ইহারা আরও সুদীর্ঘকাল ইহসংসারে থাকিয়া দেশের ও দশের কার্য্যে গৌরবান্বিত হউন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান

ধামাইগোছার পিড়াভাঙা গোষ্ঠিতে বাঙ্গালা ১২৫৮ সনের ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ৮ দণ্ড রাত্রিকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—দয়াধন দেওয়ান। বহুদিন হইতে তাঁহারা কর্ণফুলীর "কুঁউর্গ্যারবাঁক" তীরবর্ত্তী কামিলাছরী গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রাম রাঙামাটি হইতে চট্টগ্রামের ৭ মাইল নিকটতর। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের অটল অধ্যবসায় এবং বিপুল কার্য্যদক্ষতা—সৌভাগ্যসঞ্চারের প্রধান কারণ ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাচীন প্রণালীমতে শিক্ষালাভ করেন। পরে অনুমান ৭,৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজানগর রাজবাটীতে থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তদনন্তর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রঘোনায় ইংরাজী-বাঙ্গালা মিশ্রিত বিদ্যালয় খোলা হইলে তাহাতে গিয়া ভর্ত্তি হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৭৪ সনের ১০ই চৈত্র পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ৪র্থ শ্রেণী হইতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন প্রায় চারিমাস চন্দ্রঘোনার ডেপুটি কমিশনার আফিসে শিক্ষানবিশের কার্য্য করেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাঁহাকে ৪০ টাকা বেতনে উক্ত আফিসের দ্বিতীয় কেরাণী-পদে নিযুক্ত করেন। এসময়ে তাঁহার উপর পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বর্ত্তমান প্রধান নগরী রাঙামাটির তদানীন্তন জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার ভার অর্পিত হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ডেপুটী কমিশনার আফিস রাঙামাটিতে উঠিয়া আসে। তদবধি তিনি এখানেই স্থায়িরূপে আছেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত নীলচন্দ্র দারোগার ভ্রাতুষ্পুত্রী ত্রিলোকচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করীর সহিত তাঁহার

শুভপরিণয় হয়। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট ৫০ টাকা বেতনে 'ইংরাজী কেরাণী' পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থে কাউন্সিলের সভ্য এবং হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তদীয় পার্ব্বত্যরাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রাজসরকার হইতে তিনি তজ্জন্য প্রথমে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পরে একশত টাকা করিয়া বেতন পাইতেছিলেন। ১৮৯০ ইংরাজীর চীন-লুসাই অভিযান (১) কালে তদীয় সাহায্যলাভে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটি সুবর্ণঘড়ি প্রদান করিয়াছেন। তাহার পৃষ্ঠে খোদিত আছে ;—

" Presented
by
Government
to
Babu Kristo Chandra Dewan
Manager of the Chakma Raja's Estate
For good services rendered
During the Chin-Lushai Expedition
1890 A. D."

অর্থাৎ "১৮৯০ খৃষ্টাব্দের চীন-লুসাই অভিযানকালে বিশেষ সাহায্য করায় চাক্‌মারাজ-সম্পত্তির ম্যানেজার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত।" অনন্তর তিনি ১৮৯৫ ইংরাজীর ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০০৲ টাকা বেতনে ৪র্থ শ্রেণীর সব্‌ডিপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করেন, ক্রমে বেতন বর্ত্তমানে ২৫০৲ টাকা হইয়াছে। তাঁহার এই অপূর্ব্ব উন্নতির মূলে দুইটি মহৎ গুণ সবিশেষ অনুধাবন যোগ্য। একটি—অসাধারণ সরল ব্যবহার, দ্বিতীয় সু-উচ্চ সদাশয়তা!

তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়া সবডেপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে চট্টগ্রামে আছেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কৃষ্ণবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর—

শ্রীযুক্ত ত্রিজগত দেওয়ান

মহোদয় স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোষাগারের (Treasury) খাজাঞ্চির কাজে আছেন; তিনিও অতিশয় সরল। পঞ্চমতঃ—

(১) এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণী "রাজমালা"য়ও পাওয়া যাইবে। ৬৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান।

ইনিও "ধামাইগোছা"র "পিড়াভাঙা" গোষ্ঠিসম্ভূত। পিতার নাম জয়চন্দ্র দেওয়ান, মাতা—রম্ভাবতী। ১৮১৪ ইংরাজী মোতাবেক ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২২শে আষাঢ় প্রাগুক্ত "কুঁউর্গ্যার বাঁকেই" বড়াদম নামধেয় গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। বহুকাল ধরিয়া তাঁহারা এই গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। পিতার অবস্থাও মন্দ ছিল না, পরন্তু তিনি দেশে এবং সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি অনেকদিন স্বর্গগতা কালিন্দী রাণীর মন্ত্রিত্ব কার্য্যও করেন। দুঃখের কথা এহেন পিতৃসুখভোগ ত্রিলোচন বাবুর ভাগ্যে অধিক দিন ঘটে নাই! তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে ১২৬৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তদীয় বুদ্ধিমতী জননী পুত্রের স্বাভাবিকী প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অচিরে তাঁহাকে চন্দ্রঘোনার সেই মিশ্রবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তবে পাঠে তাঁহার অশেষ অনুরাগ ও জননীর প্রবল চেষ্টা থাকিলেও, তিনি বিদ্যালয়ে অধিককাল কাটাইবার অবসর পান নাই। সংসার চালাইবার অপর কেহ না থাকায় ৫।৬ বৎসর পরেই তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; পরন্তু এক্ষেত্রে তিনি এত পারদর্শিতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, ক্রমে তদীয় ভাণ্ডার ধনধান্যে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বিবরণ দিব—ধনসম্পত্তিতে এতদ্দেশে চাক্‌মা বাহাদুরের অব্যবহিত নিম্নেই তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। পূর্ব্বে যে "ধামাইর হাটের" নাম উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহাও ইহার অধিকারে; তা' ছাড়াও চট্টগ্রামে অপর জমিদারী মহাল আছে।

কালিন্দীরাণীর সরকারেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাঙামাটিতে গভর্ণমেণ্টের অধস্তন কোষাগার (Sub Treasury) সংস্থাপিত হইলে, তিনি প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া তাহাতে খাদাঞ্চীর পদে ছিলেন। অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্রের কৌন্সিলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সভ্যপদে কাজ করেন। পরিশেষে ভুবনবাবু যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তৎপর কিছুকাল তদীয় পরামর্শ-দাতা স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু যে কারণে তিনি বিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পুনঃ তেমনি কারণে এই পরকীয় দায়িত্বভার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সম্পত্তি সুরক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত চলিয়া যান। ইত্যবসরে গভর্ণমেণ্ট সমীপেও তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লুসাই অভিযানে সাহায্য করায়

কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদসূচক লিপি প্রদান করেন। ত্রিলোচন বাবুর গুণগ্রাম কেবল এ সকলে নহে, দান—ধর্ম্ম—তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতিতে তাঁহার অশেষ গৌরব। যাচক মাত্রকেই তাঁহার নিকট রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয় না, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এমনকি মতের বৈষম্য থাকিলেও তিনি প্রার্থীকে বিমুখ করেন না।

১৮৭১ ইংরাজিতে সুপ্রসিদ্ধ ঈশানচন্দ্র দেওয়ানের কন্যার সহিত পরিণয় হয়। তাঁহাদের পবিত্র সম্মিলনে চারিপুত্র ও দুই কন্যা জন্মিয়াছে। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, জ্যেষ্ঠপুত্র মনোমোহনের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিকার ও মনোরঞ্জনার্থে ত্রিলোচনবাবু যথাসাধ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। অপর শ্রীমান্ কামিনীমোহন প্রভৃতি অধ্যয়নে নিরত। পিতৃসুখ ভাগ্যে অধিকাল না থাকিলেও প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিয়া ত্রিলোচনবাবু মাতার অনাবিল স্নেহ লাভ করেন; গত ১৩০৯ সালের কার্ত্তিক মাসে সেই মহীয়সী মাতাকেও হারাইয়াছেন!

শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান।

পরলোকগত নীলচন্দ্র দেওয়ানের অন্যতম পিতৃব্য গুমান খাঁ দেওয়ানের ঔরসে পুণ্যগর্ভা সন্ধ্যার গর্ভে ১২৫৭ বাঙ্গালার (শুক্রবার) তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরেই পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অনন্তর ১২৬৫ বঙ্গাব্দে অগ্রজ মোহনচন্দ্র দেওয়ান তাঁহাকে লইয়া বাঁকছরী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; বর্ত্তমানেও তাঁহারা তথায় বাস করিতেছেন।

রাজচন্দ্র বাবুও রাজানগর রাজবাড়ী থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে চন্দ্রঘোনা গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ছয়বৎসর পাঠের পর বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলিসের হেড্ কন্‌ষ্টেবল পদে নিযুক্ত হন। ছয়মাস তাহাতে কাজ করিয়া ছাড়িয়া দেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে চাকমারাজ-সরকারে দেওয়ানি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লুসাই অভিযানে কালিন্দীরাণী তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ পাঠান। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। পরে তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কার্য্য পরিচালন সভার সদস্যপদেও নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় বলে স্বীয় অবস্থাকে বহুপরিমাণে উন্নত করিয়াছেন, অধুনা বিষয়-কর্ম্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। শ্রীমান যোগেন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্র নামে তাঁহার দুইটী পুত্র, কিন্তু পক্ষান্তরে সপ্ত দুহিতারত্ন লাভ করিয়াছেন।